উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভোটার দিবস পালন নিয়ে কটাক্ষ মমতার ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৮° / ১৩°	২৮° / ১২°	২৮° / ১২°	২৫° / ১৩°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

পদ্মাপারে ফের হিন্দুকে পুড়িয়ে খুন ৭

বুমরাহ শোয়ের পর অভিষেক-সূর্যের তাণ্ডব সিরিজ জয় ভারতের ১৬

শিলিগুড়ি ১২ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 26 January 2026 Monday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 248

আমরা সবাই রাজা... তাজমহলকে সাক্ষী রেখে তিন তরুণীর উচ্ছ্বাস। আগ্রায় রবিবার। -পিটিআই

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

শিলিগুড়ি কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ে অসন্তোষ

আমন্ত্রণেও আমরা-ওরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : কলেজের ৭৫ বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান নিয়ে প্রাক্তনীদের অভিযোগের অন্ত নেই। শুধু পুরোনো ছাত্র নন, প্রাক্তন অধ্যাপকদের একাংশ ডাকই পায়নি অনুষ্ঠানে। 'ব্রাত্য' থেকেছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মলয় করঞ্জাইও। শিলিগুড়ি কলেজের এই অনুষ্ঠানে লেগেছে রাজনীতির ছোঁয়াও। যে কারণে অনুষ্ঠানটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পাশাপাশি তিনি ওই কলেজের প্রাক্তনী। কিছুদিন মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে অধ্যাপনাও করেছেন।

অভিযোগ, কর্মসূচির লাগাম তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হাতে। অথচ নিবাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় নির্দিষ্ট একটি ছাত্র সংগঠনের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকাই বেআইনি। অথচ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শুধু এখনকার নেতারা নন, প্রাক্তন নেতাদের হাতে অনুষ্ঠানের রাশ বলে অভিযোগ। তৃণমূলের সমস্ত নেতাকে পাস দেওয়া হলেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র ও প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে। অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরি থেকে শুরু করে দর্শকরা কোথায় বসবেন ইত্যাদি সব ঠিক করে দিয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা। টিকিট বিলির নিয়ন্ত্রণও তাঁদের হাতে।

তাঁদের সঙ্গে থাকছেন তৃণমূলপন্থী কিছু অধ্যাপক। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা, মেয়র পারিষদের ভিড়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ৫০০ টাকার রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

রবিবার অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে গৌতম দেবের পাশে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে একাংশ তৃণমূল নেতাকে। এমনকি প্ল্যাটিনাম জুবিলির একাধিক বৈঠকেও অধ্যক্ষ, পরিচালন সমিতির কর্তাদের পাশে দেখা গিয়েছে তাঁদের। কোন ক্ষমতার বলে তাঁরা ভিভিআইপি সম্মান পেলেন, তা স্পষ্ট করতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ক'দিন আগে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের সার্ধশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন অন্যতম প্রাক্তনী তথা আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক সপ্তর্ষি নাগ। অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। শিলিগুড়ি কলেজের ব্যাপারেও সোশ্যাল মিডিয়ায় অসন্তোষের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়া অনির্বাণ সরকার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'শিক্ষার নামে, উৎসবের নামে টাকা তোলার এই সংস্কৃতি শিলিগুড়ি কলেজের ইতিহাসে লজ্জাজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। অধ্যক্ষ ও কলেজ প্রশাসনের কাছে আমার প্রশ্ন, যদি কলেজ ফান্ডে টাকা থাকে, তাহলে পাঁচশো টাকা কেন? আর যদি না থাকে, তাহলে সেই ব্যর্থতার দায় কার?' কলেজ ফান্ডের পুরো হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়ি কলেজের অনুষ্ঠানে গৌতম দেব সহ অন্যরা।

আমন্ত্রণ না জানানোর তালিকায় আছেন শিলিগুড়ি কলেজের ১২ বছরের অধ্যক্ষ মলয় করঞ্জাইও। ফিজিক্স পড়াতেন তিনি। তাঁর গলায় হতাশা ঝরে পড়ল, 'একবছর ধরে শুনছি, অনুষ্ঠান চলছে। কোনও অনুষ্ঠানেই আমাকে ডাকা হয়নি। দু'দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের কথা শুনেছি। তবে আমাকে কিছু জানানো হয়নি।' মলয় শাসক-ঘনিষ্ঠ নন তাই তাঁকে ডাকা হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে।

বেছে বেছে ডাকার অভিযোগটি কিছুটা যেন মান্যতা পাচ্ছে এখনকার অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষের মন্তব্যে। তাঁর কথায়, 'সবার জন্যই আমন্ত্রণপত্র তৈরি করা হয়েছে। তবে সবার কাছে সেটা পৌঁছেছে কি না, সেটা খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' *এরপর বারোর পাতায়*

বুম্বা সহ বাংলায় মনোনীত ১১ জন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : জাতীয় স্তরে পদ্ম সম্মানের জন্য মনোনীত ১৩১ জন। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজসেবার আঙিনায় সমানভাবে উজ্জ্বল পশ্চিমবঙ্গও। বিনোদন জগৎ থেকে নাট্য, সাহিত্যচর্চা ও প্রান্তিক লোকশিল্পে অবদানের জন্য রাজ্যের ১১ জন কৃতীকে 'পদ্মশ্রী' সম্মান দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

পদ্মবিভূষণ
ধর্মেন্দ্র, অচ্যুতানন্দন সহ ৫

পদ্মভূষণ
অলকা ইয়াগনিক, মামুট্টি, পীযূষ পান্ডে, শিবু সোরেন সহ ১৩

পদ্মশ্রী
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকুমার বসু, রবিলাল টুডু, গম্ভীর সিং ইয়নজন, তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ দেবনাথ, অশোককুমার হালদার, তরুণ ভট্টাচার্য, সরোজ মণ্ডল সহ ১১৩

সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম বাংলা চলচ্চিত্রের আইকনিক অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। যিনি বুম্বা নামে বাংলায় পরিচিত। পাঁচ দশকের বেশি বাংলা সিনেমাকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি পেলেন তিনি। শিল্পকলায় বাংলার মুকুটে যুক্ত হয়েছে আরও ১০ জনের নাম। সেই তালিকায় আছেন বেনারস ঘরানার বিশ্ববিখ্যাত তবলাবাদক পণ্ডিত কুমার বসু এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্তুরশিল্পী তরুণ ভট্টাচার্য। *এরপর বারোর পাতায়*

উত্তরের চার উজ্জ্বল কৃতীকে পদ্ম সম্মান

নিউজ ব্যুরো

২৫ জানুয়ারি : মরণোত্তর হলেও যোগ্য স্বীকৃতি প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের। তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য মনোনীত করেছে ভারত সরকার। বালুরঘাটের বাসিন্দা হলেও যাঁর নাট্যপ্রতিভা গোটা রাজ্য ও দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবদ্দশায় সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রাপ্তির ঝুলিতে ছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধি, দিশারি পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গরত্ন সম্মান।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন রবিবার পদ্ম সম্মানের তালিকা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওই তালিকায় উত্তরবঙ্গের আরও তিন কৃতীর নাম রয়েছে। তাঁদের একজন মহেন্দ্রনাথ রায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক। গ্রামের মাটির গন্ধ মেখে যে মানুষটি শিক্ষার আলোয় নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন শৈশব থেকে। শিক্ষকতা ও গবেষণায় প্রায় চার দশকের কর্মজীবনে তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা পাঁচশোর বেশি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রয়েল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রির (লন্ডন) ফেলো নিবাচিত হন।

পদ্মশ্রী প্রাপকের তালিকায় ফের নাম জুড়ল কালিম্পংয়ের। ওই সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন কালিম্পংয়ের গম্ভীর সিং ইয়নজন। কালিম্পং কলেজের এই প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরিবেশ রক্ষায় সারাজীবন ধরে কাজ করে চলেছেন। ফেডারেশন অফ সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন নামে একটি বেসরকারি সংগঠন তাঁর হাতে তৈরি। ওই সংগঠনের কাজের ভিত্তিতে তিনি ২০০৭ সালে ইন্দিরা গান্ধি প্রিয়দর্শিনী দীক্ষামিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মালদার অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী অশোককুমার হালদারও মনোনীত হয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মানে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যাঁর তিন হাজারের বেশি লেখা ছাপা হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে ১৩টি বই লিখেছেন। আটটি ইংরেজিতে ও পাঁচটি বাংলায়। রেলকর্মী হিসেবে কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁর চোখে দেখা সমাজ এবং প্রকৃতির উপলব্ধি উঠে এসেছে অশোকের লেখায়।

পদ্ম সম্মানে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গ। রাজ্যে ১১ জন পদ্মপ্রাপকের মধ্যে এই চারজন গঙ্গার উত্তর পাড়ের। বালুরঘাটের প্রয়াত হরিমাধবের সম্মানে আপ্লুত উত্তরবঙ্গ। যিনি কলকাতায় পড়াশোনা করলেও নাটকের টানে সারাজীবন কাটিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। স্থানীয়দের আক্ষেপ একটাই, জীবদ্দশায় এই সম্মান পেলেন না তিনি।

হরিমাধবের পুত্র কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'বাবা নিজে হাতে পুরস্কারটা নিলে আরও ভালো লাগত। নাট্যচর্চা ও সংস্কৃতি জগতে এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর।' প্রয়াত নাট্যকারের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা কমল দাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গে তিনিই প্রথম নাট্যব্যক্তিত্ব, যিনি এই সম্মান পেলেন। বাইরে কোথাও না গিয়ে বালুরঘাটে আজীবন সাধনা করে গিয়েছেন। এই সম্মান যেন সেই সাধনার সিদ্ধিলাভ।' হরিমাধবের হাতে তৈরি নাট্যদল ত্রিতীর্থ-এর সম্পাদক দুর্গাশংকর সাহার কথায়, তিনি বহুদিন ধরে এই সম্মানের যোগ্য ছিলেন।

রবিবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে টেলিফোনে খবরটি জানানো হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথকে। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও সমাজসংস্কারে আরও কাজ করতে চাই।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর)

মহেন্দ্রনাথ রায়

গম্ভীর সিং ইয়নজন

অশোককুমার হালদার

পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। পদ্ম সম্মান প্রাপ্তি সেই কাজে আমাকে অনেক বেশি উজ্জীবিত করবে।' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্গভূষণ', 'শিক্ষারত্ন', বিদ্যাসাগর সম্মান, সিভি রমন পুরস্কার ইত্যাদি জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বহু সম্মান পেয়েছেন তিনি।

পদ্মশ্রী প্রাপ্তির খবর শুনে উচ্ছ্বসিত কালিম্পংয়ের গম্ভীর সিং ইয়নজন বলেন, 'সারাজীবন মানুষের জন্য, পরিবেশের জন্য কাজ করে গিয়েছি।' পার্বত্য অঞ্চলে যেভাবে উষ্ণায়ন হচ্ছে, তার মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপের ওপরে জোর দিয়েছেন তিনি। উত্তরবঙ্গের পরিবেশ রক্ষা এবং উষ্ণায়ন মোকাবিলায় 'এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' কমিটি তৈরি করার প্রস্তাব তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

মালদার অশোক বলেন, 'পুরস্কার মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়। আমি দলিত সমাজের একজন। যাত্রাটা খুব কঠিন ছিল। প্রকৃতি ও সমাজ নিয়ে লেখালেখি করছি।' হরিমাধবের সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। *এরপর বারোর পাতায়*

সময়ের কথা

৬ ইঞ্চির স্ক্রিনে শুরু ভোটের 'খেলা'

দীপ সাহা

প্রথমে ছিল স্রেফ 'খেলা হবে'। সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল 'ভয়ংকর খেলা হবে'। আর এখন বাংলা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সেটাই নতুন মোড়কে 'ফাটাফাটি খেলা হবে'। শেষের এই আপ্তবাক্যটির বক্তা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রীও।

বঙ্গ রাজনীতিতে একসময় যা ছিল নিছকই কর্মীদের চাঙ্গা করার স্লোগান, আজ সেটাই এক নির্মম বাস্তব।

আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলায় ভোট ঘোষণা কবে হবে ঠিক নেই, কিন্তু তার আগেই চুপিসারে 'খেলা' শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। এই খেলা অবশ্য এখন আর মাঠের ধুলোবালি মেখে নয়, হচ্ছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের নরম গদি আর স্মার্টফোনের নীল আলোর জগতে।

রাজনীতির অ্যালগরিদম নিয়ে যাঁরা নাড়াঘাঁটা করেন, তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'ডিজিটাল নিলাম'। হাটের নাম সোশ্যাল মিডিয়া, পণ্য হল 'জনমত', আর সেই পণ্যের দালাল, যাদের কেতাবি নাম 'ইনফ্লুয়েন্সার'। একদা যাঁরা লিপস্টিকের শেড কিংবা বিরিয়ানির হাঁড়ির খবর দিয়ে নেটিজেনদের মন ভোলাতেন, আজ তাঁরাই রাজনীতির গুরুগম্ভীর বুলি আউড়ে ঠিক করে দিতে চাইছেন আপনি কাকে ভোট দেবেন।

এপার বাংলার রাজনীতিতে 'খেলা হবে' স্লোগানটি তৃণমূল কুক্ষিগত করে রাখলেও, আড়ালে কিন্তু বেড়ে 'খেলছে' বিজেপিও। বাম, কংগ্রেসের কথা বাদ রাখছি, কারণ এই 'খেলা'য় তারা দুধভাত। আছে আবার নেই-ও।

ক'দিন আগে উত্তরবঙ্গের এক ইনফ্লুয়েন্সার বলছিলেন, 'ছয় অঙ্কের অফার পেয়েছিলাম দাদা। দুটো দলের থেকেই। কিন্তু নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারলাম না। আমার বন্ধু এবং ভাইস্থানীয় অনেকেই ফাঁদে পা দিয়েছে। অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার লোভ তো...।'

কথাটা যে ভুল নয়, তার প্রমাণ পেলাম গত পরশু। ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে চোখ আটকাল এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরের প্রোফাইলে। হাসিঠাট্টার নানা ভিডিও বানান তিনি। দিনদুয়েক আগে হঠাৎ *এরপর বারোর পাতায়*

ছুটিতেও ছুটি নয়
প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টালি বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। তাই মঙ্গলবার পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না
তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না। উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশের নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টালি এবং ফেসবুক পেজে।
www.uttarbangasambad.com
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

শহরের ক্ষোভে উর্বর পদ্মের নির্বাচনি জমি

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ধূপগুড়ি

সপ্তর্ষি সরকার ও পূর্ণেন্দু সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ধূপগুড়ি হাসপাতালের আশপাশে ইদানীং দিনরাত ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজ মেলে। তিরিশ কোটি টাকা খরচে ছয়তলা ঢাউস মাপের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ার কাজ চলছে যে। হাসপাতালের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিকে ইশারা করে ওষুধের দোকানদারকে এক ক্রেতা বললেন, 'তোমাদের তো গুটি লাল।' দোকানি সহাস্য জবাব দেন, 'তোমাদের বোলো না, বলো আমাদের সবার। হাসপাতাল হলে ধূপগুড়ির সবথেকে বড় সমস্যার সমাধান হবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ক্রেতা পালটা বলেন, 'ভাগ্যিস মহকুমাটা হয়েছিল। তা না হলে কি হাসপাতালের এই উন্নয়ন হত?' প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুর পর ২০২৩-এ বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের সবথেকে বড় প্রতিশ্রুতি ছিল সময় বেঁধে মহকুমা ঘোষণা। তার সুফল মিলেছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও ৪৩০৯ ভোটে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল।

ধূপগুড়ি শহরে অবশ্য ৯৪১ ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। ছয়তলা হাসপাতাল যেখানে গড়ে উঠছে, শহরের সেই ৮ নম্বর ওয়ার্ডে সবথেকে বেশি ব্যবধানে ছিল বিজেপির সঙ্গে। পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায়, ২০০৭ থেকেই এই হাসপাতাল বিজেপির দুর্ভেদ্য দুর্গ। উপনির্বাচনে তৃণমূল জেতার পর শুধু ধূপগুড়ি হাসপাতালের ভোল বদল নয়, বানারহাটে তিরিশ কোটি টাকায় গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নও চলছে।

হয়েছে আরও বেশকিছু কাজ। ১২১ কোটি টাকায় ২২টি বড় মাপের কাজ। যেমন, পেভার্স ব্লকের রাস্তা, জয়েস্ট ব্রিজ, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ধূপগুড়ি নিরাপদ আসন নয়, তা তৃণমূলও জানে। এই বিধানসভা এলাকার ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এবং একমাত্র শহর ঘুরলে স্পষ্ট হয় কারণটা। পাওয়ার আনন্দের চাইতে হয়তো না পাওয়ার জ্বালা অনেক বেশি।

পানীয় জল, আবাস যোজনায় বরাদ্দ এবং জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে ধূপগুড়ি শহরের নাগরিকদের ক্ষোভ চরমে। কলেজ রোডের ওপর এক দোকানদারের চাঁছাছোলা কথা, '৩ লাখ ৬৩ হাজার টাকার ঘর পাওয়ার আশায় পুরোনো ঘর ভেঙে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে হয়েছে। শেষে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে বরাদ্দ না পেয়ে সুদে টাকা ধার নিয়ে ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। এই যাঁদের অবস্থা, তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেবেন কেন?'

ধূপগুড়িতে ছয়তলা হাসপাতালের কাজ চলছে জোরকদমে।

সুর মেলালেন পাশে দাঁড়ানো আরেকজন। যাঁর কথায়, 'আবর্জনায় যে শহরে পথ চলা দায়, যে শহরে উদ্বোধনের ৯ বছর পরেও প্রকল্পের জল মেলে না, সেই শহরে তৃণমূল ভোট চাইবে কোন মুখে!' তাছাড়া শুধু ভোটের প্রচারে তো ভোট আসে না। মিছিল, মিটিংয়ে প্রভাবিত হন মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। ৩০ শতাংশ ব্যক্তিগত লাভলোকসানের (লক্ষ্মীর ভাতা, *এরপর বারোর পাতায়*

দামের ফারাকে ঝোঁক জেনেরিকে

ধীরে ধীরে শিলিগুড়ি শহরে জেনেরিক ওষুধের দোকান যেমন বাড়ছে, একইভাবে সেগুলিতে ক্রেতাদের ভিড়ও বাড়ছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, এক্ষেত্রেও মান বুঝে ওষুধ খান।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ওষুধ নিয়ে ব্যবসার জাঁতাকল সম্পর্কে মানুষের ধারণা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন, জ্বর, সর্দিকাশি, উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাস-অম্বলের ওষুধ বাজারে যা দাম হওয়া উচিত তার চেয়ে ৪-৫ গুণ থেকে ৮-১০ গুণ বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। জ্বরের ৬৫০ শক্তির ওষুধের পাতার দাম ৩২ টাকা, জেনেরিকের দোকানে তার দাম ৯-১০ টাকা। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের (সারা জীবন ধরে খেতে হয়) ১৫টি ওষুধের পাতার দাম ২৬০ টাকা। আর জেনেরিকের দোকানে এই ওষুধের ১০টির পাতার দাম ২০ টাকা। যে কোনও ওষুধের ক্ষেত্রেই দামের এই ফারাক এখন সাধারণ মানুষের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। আর সেজন্য জেনেরিক ওষুধে ভরসা বাড়ছে সাধারণ মানুষের। ধীরে ধীরে শিলিগুড়ি শহরে জেনেরিক ওষুধের দোকান যেমন বাড়ছে, একইভাবে সেগুলিতে ক্রেতাদের ভিড়ও বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবে ভিড় কমছে সাধারণ ওষুধের দোকানে।

ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে ওষুধ ব্যবসায়ীদের একাংশ প্রশ্ন তুলছে, এত কম দামের জেনেরিক ওষুধে কি আদৌ কাজ হবে?

ক্রেতারা বলছেন, ব্র্যান্ডেড ওষুধের মতোই জেনেরিক ওষুধেও কাজ হচ্ছে। জেনেরিক ওষুধের দামটাও অনেক কম। ফলে মাসে বহু টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। জেনেরিক ওষুধের পক্ষে মত দিয়েছেন চিকিৎসকরাও। তবে তাঁদের বক্তব্য, জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রেও ভালো কোম্পানির ওষুধ নেওয়া উচিত। সরকারি নজরদারি আরও বাড়ানোর ওপরে জোর দিয়েছেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে, নির্দেশ থাকলেও এখনও সমস্ত সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা ওষুধের জেনেরিক নাম লিখছেন না। পাশাপাশি প্রাইভেট চেম্বারেও চিকিৎসকরা ব্র্যান্ডেড ওষুধ লেখাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কেননা, নামী-অনামী ওষুধ কোম্পানিগুলি থেকে চিকিৎসকদের কাছে উপহার সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধার হাতছানি থাকে। ফলে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়েও রোগীদের অনেক সময় বাইরে থেকে ব্র্যান্ডেড ওষুধ কিনতে হচ্ছে। *এরপর বারোর পাতায়*

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র। শিলিগুড়িতে।

ক্যামেরায় ছবি জোড়া কালো চিতাবাঘের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোড়া আতঙ্ক। চার-চারটি জ্বলন্ত চোখ নিয়ে যেন সাক্ষাৎ দুই কালান্তক যম! একের পিছে আরেক। ওরা ব্ল্যাক লেপার্ড, বাংলায় যাকে বলে কালো চিতাবাঘ।

শেষ কবে এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে, মনে করতে পারছেন না অনেকেই। শনিবার রাতে কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগোরায় বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই 'বিরল দৃশ্য'। ভিডিও প্রকাশ করে জানিয়েছেন কার্সিয়াং-এর ডিএফও দেবেশ পান্ডে। মাসখানেক আগে কার্সিয়াংয়ের পাহাড়ে দেখা গিয়েছিল বিরল কালো বার্কিং ডিয়ার। এবার জোড়া কালো চিতাবাঘের দেখা পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বন দপ্তরে। ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল এই জোড়া কালো চিতাবাঘের ভিডিও।

কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জ অফিসার মনোজ ছেত্রী বলেন, 'চিতাবাঘ সাধারণত দল বেঁধে ঘোরে না। ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়া এই ভিডিও দেখে আমাদের প্রাথমিক অনুমান, এরা সম্ভবত যুগল। ফলে এদের সঙ্গে শাবক থাকার বিষয়ও অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে জোড়ায় কালো চিতাবাঘের দেখা পাওয়ার পর থেকেই আমরা আশা করছি, জঙ্গলে এই প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খবর খুবই আশাজনক। তবে এখন আমাদের লক্ষ্য হল, জঙ্গলে এদের জন্য পর্যাপ্ত শিকারের বন্দোবস্ত করা।'

কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ব্ল্যাক লেপার্ড।

> **এখন আমাদের লক্ষ্য, জঙ্গলে এদের জন্য পর্যাপ্ত শিকারের বন্দোবস্ত করা।**
>
> -মনোজ ছেত্রী
> রেঞ্জ অফিসার, কার্সিয়াং

শুধু বন্যপ্রাণী নয়। চোরাশিকারিদের গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখার জন্যও কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছে বন দপ্তর। তবে আগে ট্র্যাপ ক্যামেরায় কখনও একসঙ্গে দুটি কালো চিতাবাঘ বা মেলানিস্টিক লেপার্ডের দেখা মেলেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দৃশ্য খুবই বিরল। ডিএফও দেবেশ বলেন, 'এক বছরের বেশি সময় ধরে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিনা অনুমতিতে যাতে বনের ভেতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারেন সেদিকে বনকর্মীরা নজর রাখছেন। এর আগেও ট্র্যাপ ক্যামেরায় কালো চিতাবাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এমন একের পর এক কালো চিতাবাঘের পদচারণার ছবি অতি বিরল।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, মেলানিস্টিক লেপার্ড মূলত চিতাবাঘেরই প্রজাতি। তবে জিনগত বিবর্তনের কারণে এদের শরীরে অতিরিক্ত মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। এর ফলে এই চিতাবাঘের শরীর কালো রঙের হয়ে যায়। তবে গায়ের চাকা দাগ পর্যবেক্ষণের পরেই লিঙ্গ নির্ধারণ করে জানা যাবে এরা এক পরিবারের কি না। এর আগে, গতবছর ২৩ জানুয়ারি কার্সিয়াংয়ের চিমনি থেকে বাগোরাগামী কালো চিতাবাঘের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেবারও শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। তারপরেও কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে দেখা পাওয়া গিয়েছে এই কালো চিতাবাঘের।

শাবক উদ্ধার

মালবাজার, ২৫ জানুয়ারি : রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি অসুস্থ চিতাবাঘের শাবককে প্রাণে বাঁচালেন গ্রামবাসীরা। মাল ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের গুডহোপ চা বাগানের নিউ কোয়ার্টার্স এলাকায়। মাল স্কোয়াড ও তারঘেরা রেঞ্জের বনকর্মীরা শাবকটি উদ্ধার করে রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী জানান, চিকিৎসার পর শাবকটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

অ্যাফিডেভিট

I, Subir Paul, S/o- Sukchant Pal, Residing at Sajnapara, Dhupguri, Jalpaiguri, declared before the Executive Magistrate Jalpaiguri vide affidavit no. 35AA 957656 dated 16/01/26 that Subir Chandra Paul & Subir Paul both are same and one identical person.

•

আমি রবিউল সরকার, পিতা - মৃত ইয়াসিন সরকার, সুশীলদাস পল্লি, ওয়ার্ড- 19, পো:+জেলা- কোচবিহার। গত 21/01/2026 ইং J.M. ফার্স্ট ক্লাস, কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, 2002 সালে ভোটার লিস্টে লেখা রবিউল ইসলাম ও রবিউল সরকার উভয় একই ব্যক্তি।

স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর ব্যবস্থা এবং সেন্ট্রালাইজড ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসঅ্যান্ডটি_সিওএন_২০২৫_০৮, তারিখ : ১৬-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. : ডিওয়াই.সিএসটিই_সিওএন_এনজেপি_২০২৫_০৮_০৪ আর; কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনে সূর্যকমল থেকে ওল্ড মালদা সেকশনে (১১৮ কিলোমিটার) এবং কাটিহার থেকে মুকুরিয়া সেকশনে (৩৪ কিলোমিটার) স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজের জন্য এবং ওল্ড মালদা-নিউ জলপাইগুড়ি ও কাটিহার-মুকুরিয়া সেকশনে সেন্ট্রালাইজড ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (সিটিসি) ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদানের জন্য অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রপোসাল (আরএফপি)। কাজের আনুমানিক মূল্য : ৩,৬৮,৪২,৬৯০/- টাকা, বায়না মূল্য : ৩,৩৪,২০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-০২-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্য এবং ই-টেন্ডারের নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিএসটিই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

ভ্রমণ

গ্রুপ ট্যুরে বেড়াতে চলুন 'শ্রীলঙ্কা'। Dt:- 3/4/26 - হলিডেইয়ার। শিলি Ph :- 9434042969.

ব্যবসা

Need Business Partners/Sub Dealers for North Bengal areas by Greaves Genset Authorized Dealer having H.O. at Kolkata & Siliguri. Contact 9830215112 or 8981809841. (K)

কর্মখালি

Gangarampur B.Ed. College, Kaldighi, Dakshin Dinajpur, invites Applications for the post of Assistant Professor in the B.Ed. Section, in Pedagogy Subjects - 2 (Bengali- 1, Education- 1), in Foundation Subjects- 2, and in Fine Arts- 1. Qualification as per NCTE norms. Mail CV to gmpbedcollege@yahoo.com within 7 days. Contact : 9800434703. (K)

অ্যাফিডেভিট

I Rajesh Choudhury, S/o. Lt. Hari Kishan Choudhury I belong to the Agaroyala Community and my name has been a recorded Voter Card and few documents as agaroyala. On 24.01.26 before Notary Jalpaiguri District Court by affidavit I declared Rajesh Choudhury and Rajesh Agaroyala one and same identical person. (C/120212).

•

আমি স্বপ্না দে, স্বামী প্রদীপ দে, নিলকুঠী রেলঘুমটি, ওয়ার্ড নং- 09, থানা-কোতয়ালী, পো:+জেলা: কোচবিহার-736101, গত 07/01/2026 J.M. ফার্স্ট ক্লাস, সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, কোচবিহার 4 উত্তর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র, তালিকা নং-2002, অংশ নং-180, ক্রমিক নং-417-এ, আমার নাম ভুলক্রমে মালা দে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বপ্না দে ও মালা দে উভয়ই একই ব্যক্তি।

•

I, Matiur Rahaman, S/o- Hakimuddin, R/o- Vill- Rahamatpur, P.O.- Isadpur, P.S.- H.C.Pur, Dist- Malda. Declares that Hakimuddin & Jahur Alam is the same and one identical person who is my father, affidavit dated 11.11.2025 before the E.M. Chanchal Court, Malda. (S/T)

কারিশাল হুজুরের মেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড়। রবিবার কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

তামাং সংস্কৃতি রক্ষায় সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তুলে ধরে তিনদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করল অল ইন্ডিয়া তামাং বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। দার্জিলিংয়ের লেবংয়ে গোর্খা স্টেডিয়ামে ৩৮তম এই সম্মেলন চলছে। তামাং সংস্কৃতির এই সম্মেলনে পর্যটকরাও অংশ নিচ্ছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তামাংদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তাঁদের আত্মবলিদান সম্পর্কে অনেকেরই জানা নেই। এই সম্মেলনে সেব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এছাড়া তামাং সংস্কৃতির সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করে দিতে তাঁদের খাবার ও নাচ, গান পরিবেশন করা হয়। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলবে।

২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী তামাং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন পর্যটকরা। সেকারণে অনুষ্ঠানে শেলরুটি, মোমো, চাউমিন সহ বিভিন্ন রকমের খাবার পাওয়া যাবে। অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং গোলে। শনিবার তিনি লেবংয়ে এসে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সিকিমেও এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা জানিয়েছেন। সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি কিরণ দোং বলেন, 'তামাং সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই সংস্কৃতিতে অনেক কিছু রয়েছে। তামাং সংস্কৃতি নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে আরও বেশি জানতে পারেন, সেজন্য বহু বছর ধরে এধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।' এই সম্মেলনে তামাং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাহাড়ে ঘুরতে এসে অনেক পর্যটকও এই সম্মেলনে অংশ নেন।

- ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত তামাং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন পর্যটকরা
- অনুষ্ঠানে শেলরুটি, মোমো, চাউমিন সহ বিভিন্ন রকমের খাবার পাওয়া যাবে
- অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং গোলে

> **তামাং সংস্কৃতি নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে আরও বেশি জানতে পারেন, সেজন্য বহু বছর ধরে এধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।**
>
> -কিরণ দোং কার্যনির্বাহী সভাপতি

ধামসা ফিরল বিয়েতে

ঐতিহ্য ফেরানোর তাগিদ আদিবাসী জনগোষ্ঠীতে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৫ জানুয়ারি : একসময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিয়েতে ধামসা, মাদলের তালে গান ও নাচ অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বর্তমানে সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে হিন্দি গানের সঙ্গে চটুল নাচ। তবে শামুকতলার এক আদিবাসী বিয়ের অনুষ্ঠান এই হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনল। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত সেই বিয়েতে ধামসা, মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্য চলে। তরুণ, তরুণী থেকে শুরু করে প্রবীণরা সেই তালে কোমর দোলালেন। নিজেদের সংস্কৃতিকে এভাবে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অতিথিদের নজর কেড়েছে।

শনিবার শামুকতলা-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের পাশে আদিবাসী দম্পতি সুনীল হাঁসদা ও সুষন্না মুর্মুর একমাত্র ছেলে সানি হাঁসদার বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান ছিল। গত ২২ তারিখ কার্তিকা ক্যাথলিক চার্চে সানির সঙ্গে ফাঁসখাওয়া চা বাগানের মেরিগ্রেস ভেংরার বিয়ে হয়। শনিবার প্রীতিভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল (ডিপিএসসি)-এর চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। তিনি বলেন, 'আমি রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গান ও নিজস্ব সংস্কৃতির নাচের প্রচলন ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। ধামসা, মাদলের জায়গা নিয়েছে সাউন্ড বক্স। এখনকার বিয়েতে হিন্দি গানের তালে চটুল নাচ চলে। এই পরিস্থিতিতে সানির বিয়েতে আদিবাসী সংস্কৃতিকে যেভাবে তুলে ধরা হল সেটা মনে ভীষণ আনন্দ দিয়েছে। এভাবেই নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।'

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজেন মিঞ্জ, জেলা পরিষদ সদস্য বাবুলাল মারান্ডি, ও রাহাবিয়াম কিসকুরা এই বিয়েতে আমন্ত্রিত ছিলেন। ধামসা, মাদলের তালে নাচ দেখে তাঁরা নিজেদের ধরে রাখতে পারেননি। তিনজনেই মাদল ও ধামসা কাঁধে নিয়ে বাজাতে শুরু করেন। অনেকক্ষণ সেই তালে নাচেন। বাবুলালের কথায়, 'আগে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেভাবে নাচ, গান চলত সেটা অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। সানির বিয়েতে এভাবে আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

এদিকে সুনীল ও সুষন্না অতিথিদের আনন্দ দিতে পেরে ভীষণ খুশি। সুনীলের বক্তব্য, 'ছেলের বিয়েতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ইচ্ছে জেগেছিল। সেজন্য ধামসা, মাদল শিল্পীদের নিয়ে আসি। বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন ও অতিথিরা সবাই আদিবাসী নৃত্যে অংশ নেন। এটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা।' আদিবাসী নাচ-গানে সবাই শামিল হওয়ায় খুশি নবদম্পতিও।

প্রতি শনিবার প্রতিভা রং ছড়ায় বিশ্বনাথপুরে

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : শনিবার মানেই হাফ ছুটি। তাড়াতাড়ি স্কুল শেষ করে বাড়ি ফিরে একটু ঘুম, তারপর খেলা। তবে গ্রাম হোক বা শহর, এখনকার খুদেরা অবশ্য ফোনেও ডুবে থাকে। তবে এইসব চেনা পরিচিত শনিবারগুলোর থেকে একেবারে অন্যভাবে কাটে ওদের শনিবার। ওদের মানে বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। কুমারগঞ্জ ব্লকের মোহনা থেকে বাম দিকে প্রায় দুই কিলোমিটার ভিতরে বিশ্বনাথপুর গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শনিবার যেন একটা উৎসবের দিন। গ্রামে ঢুকলেই শোনা যাবে, মাইকে ভেসে আসছে গান। আরেকটু এগোলেই রংবেরংয়ের জামা পরা খুদেদের নাচ, আবৃত্তি কিংবা নাটকের সংলাপে চোখ আটকাবে। গ্রামের প্রচুর মানুষ ভিড় করে উপভোগ করছেন সেই অনুষ্ঠান। কোনও একটি শনিবার নয়, প্রতি শনিবার করেই এমন আয়োজন হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির লক্ষ্য, এভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সংস্কৃতিচর্চার দিকেও আকৃষ্ট করে তোলা।

বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা।

শুধু পড়ুয়াদের উন্নতি নয়, কৃষিজীবী কিংবা খেতমজুরের পেশায় যুক্ত থাকা গ্রামের অধিকাংশ মানুষের কাছেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য আর দৈনন্দিন সংগ্রামের কঠিন জীবনে প্রতিটি শনিবার তাঁদের কাছে মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতোই। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জয়ন্তী রায় বলেন, 'শনিবারের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ থাকে। গোটা সপ্তাহ ধরেই তারা ঠিক করে রাখে কে কীসে অংশ নেবে। নন্দিনী পাহান, মলি বর্মন, সুর্বনা বর্মন, রাখিমা খাতুন, জাকরিনা খাতুন, সোহানা খাতুন সহ ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত নাচ, গান ও অভিনয়ে অংশ নেয়।' এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবক মহম্মদ মোস্তফা মণ্ডল, খিরো পাহান, আসরাফ মণ্ডল ও পল্টু পাহানরাও। পল্টু বলেন, 'স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের এমন উদ্যোগে যুক্ত করছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পড়াশোনার পাশাপাশি ওরা একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হচ্ছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগে।'

দিনপঞ্জি

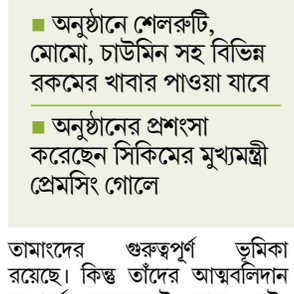

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ মাঘ, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১২ মাঘ, সংবৎ ৮ মাঘ সুদি, ৬ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।১৫। সোমবার, অষ্টমী, রাত্রি ৬।৫৮। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ১০।৩২। সাধ্যযোগ দিবা ৮।০ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৫।০। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।১ গতে ববকরণ রাত্রি ৬।৫৮ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৫।৫০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।৩২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-ঈশানে, রাত্রি ৬।৫৮ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৮ মধ্যে ও ২।৩৩ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৫০ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।৩২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম-দিবা ৬।৪৯ গতে নবশয্যাসনাদুপভোগ, দিবা ৬।৪৯ গতে ১০।৩২ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিমান নবান্ন কারখানারম্ভ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।৩২ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সিপণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১১।২৬ গতে ২।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মূল্যবান কোনও দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। মেয়ের চাকরির খবরে খুশি হবেন। মিথুন : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। পেটের অসুখে সমস্যা। কর্কট : সমাজে আপনার সুমধুর ব্যবহারে আজ প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। সিংহ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। কন্যা : অলসতার কারণে আজ হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। তুলা : সামান্য কারণে সংসারে সমস্যা হতে পারে। বুদ্ধির ভুলে আর্থিক খরচ বাড়বে। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। ধনু : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। মকর : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা দূরে হবে। কুম্ভ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বেশি খেয়ে শারীরিক সমস্যা। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। মীন : আজ ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু লগ্নি করতে হতে পারে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

আজ টিভিতে

কান্তারা আ লেজেন্ড (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.০০ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ লভ স্টোরি, দুপুর ১.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.১৫ হাঙ্গামা, সন্ধে ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.১৫ আমার মায়ের শপথ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ বিবাহ অভিযান

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ প্যান্থার, বিকেল ৪.০০ অভাগিনী, সন্ধে ৭.০০ সুলতান, রাত ১২.৩০ বহুরূপী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিন্দুর ছেলে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই আমার ভাই

স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৩৩ বর্ডার, বিকেল ৩.৫৭ ফির হেরা ফেরি, রাত ৮.০০ ওয়ার টু, ১০.৫৮ টোটাল ধমাল

স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.৫৯ এলওসি কার্গিল, বিকেল ৩.৩১ জমিন, সন্ধে ৬.৫৫ সূরয়াস স্যাটারডে, রাত ১০.১৭ গাজি অ্যাটাক

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৫ রেইক টু, দুপুর ২.২৪ পুষ্পা টু, সন্ধে ৭.০০ কান্তারা, রাত ১০.০০ সূর্যবংশী

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.০০ নসীব, বিকেল ৩.৫৮ ময়দান ই জঙ্গ, সন্ধে ৭.৪৮ আখেঁ, রাত ১০.১০ কুং ফু হ্যাসল

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ রিস্তে, বিকেল ৪.১০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫০ ত্রিদেব, রাত ৯.৩০ বস

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৯ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৫.০৫ সিম্বা, সন্ধে ৭.৫৯ জওয়ান, রাত ১১.১২ কমান্ডো-থ্রি

প্রজাতন্ত্র দিবসের নানা অনুষ্ঠান

কর্তব্য পথ থেকে সরাসরি সকাল ৯.৩০ মিনিট ডিডি ন্যাশনাল এবং ডিডি বাংলা চ্যানেলে

প্যান্থার সকাল ১০.৩০ জি বাংলা সোনার

ওয়ার টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেরা ভারত মহান... জাতীয় পতাকা হাতে দৌড়। রবিবার বীরভূমের সিংঘি গ্রামে।

উচ্চমাধ্যমিকে নতুন বিষয়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : এবারে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে আবার যুক্ত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, অ্যাপ্লায়েড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো নতুন কিছু বিষয়। পাশাপাশি আধুনিকীকরণ করা হয়েছে মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও কম্পিউটার সায়েন্সের পাঠ্যসূচিরও। এই বিষয়গুলি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়ারা চিহ্নিত করবে কি না, সেই প্রস্তুতির জন্য নতুন বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম শুরু করতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। অনলাইন ও অফলাইন দু'টি মোডেই এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন পড়ুয়ারা। মাধ্যমিক শেষ হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। তারপরই ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে একটি গুগল ফর্ম। সেখানে পড়ুয়াদের পছন্দের বিষয় নির্বাচন করে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দিতে হবে মাথাপিছু ১০০ টাকা। এপ্রিলে বিদ্যাসাগর ভবন থেকে পরিচালিত হবে অনলাইন ক্লাস। শিক্ষা মহলের মত, মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকে নতুন বিষয় বেছে নেওয়ার আগে এমন প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

নতুন রোস্টারে জটিলতার আশঙ্কা

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : প্রথমবারের মতো চলতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রোস্টার মেনে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আর এতেই ভিন্ন মত তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। কেউ বলছেন, এই পদ্ধতির ফলে পছন্দের স্কুল বাছাইয়ে অনেক বেশি সুযোগ বৃদ্ধি হবে। কেউ আবার বলছেন, নতুন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে গেলে ফের নিয়োগে জট বাড়তে পারে। তবে এসএসসি ও পর্ষদ উভয়ের আধিকারিকরাই জানাচ্ছেন, স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের নিয়োগের কাউন্সেলিং যে কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টের (সিএমএল) ভিত্তিতে হবে, তাতে যেহেতু বিদ্যালয়ভিত্তিক কোনও রোস্টার থাকছে না, তাই প্রার্থীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি পছন্দের স্কুল বাছাইয়ের সুযোগ পাবেন।

তবে একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহার কথায়, 'এই রোস্টারে বিভিন্ন ক্যাটিগোরির প্রার্থীরা কীভাবে স্কুল নির্বাচন করবেন, স্কোর কার্ডের ভিত্তিতে কীভাবে নিয়োগ শেষ হবে, আদৌ ওয়েটিংরা সুযোগ পাবেন কি না, তা এখনও ধোঁয়াশায়। নিয়োগে আর কোনও জট যেন না হয়, সেই আশা করছি।' নবম-দশমের নিয়োগে অংশগ্রহণকারী চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, 'নতুন পদ্ধতির ফলে আমাদের কতটা সুবিধা হবে, সেটি এখনই বলা সম্ভব নয়। আমরা চাইব ওয়েটিং লিস্টে থাকা যোগ্য শিক্ষকরা যেন নিয়োগপত্র ও পছন্দমতো স্কুল পান। একইসঙ্গে দীর্ঘ সাত বছরের অভিজ্ঞতা নতুন চাকরিতে যুক্ত করতে হবে। এছাড়াও ভেরিফিকেশনে ডাক না পাওয়া যোগ্য শিক্ষকদের নিয়ে এসএসসি ও পর্ষদ কী ভাবছে, সেটাও নিশ্চিত করা হোক।' বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয়েছেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও। তাঁদেরই একজন সন্দীপ কুণ্ডু বলেন, 'একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকায় বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোলের মতো বিষয়গুলিতে নতুনদের সুযোগ একেবারেই শূন্য বললেই চলে। শুধুমাত্র ইডব্লিউএস, পিএইচ ক্যাটিগোরিতে নতুনরা সুযোগ পেয়েছেন। ইতিহাসে ৫৫৩টি আসনের মধ্যে ইন সার্ভিস শিক্ষকরা ৪৯৩টি আসন পেয়েছেন। পিএইচ ও ইডব্লিউএস মিলে মাত্র ৬০ জন ফ্রেশার্স সেখানে সুযোগ পেয়েছেন।' অর্থাৎ রোস্টার যে পদ্ধতিতেই হোক, নতুন চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে করছেন তাঁরা। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফ্রেশার্সরা।

রেড রোডে শক্তি দেখাবে নারীবাহিনী

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : জানুয়ারির শেষবেলায় ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতা হয়ে উঠেছে এক অভেদ্য দুর্গ ও সংহতির মিলনস্থল। সেজে উঠেছে রেড রোড। শহরজুড়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তার কড়া বেষ্টনী। সোমবার রেড রোডেই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে ২৫০০ পুলিশ। শহরে মোতায়েন থাকছে অতিরিক্ত বাহিনী। এবছর রেড রোডের কুচকাওয়াজে চমক দেখাবে নারীশক্তি। উইনার্স টিম থেকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের মহিলা ইউনিট অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে। ৫০ মিনিটের অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে। ট্যাবলোর প্রদর্শনী, স্কুলপড়ুয়াদের নিয়ে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন। বড়বাজারের দোকানগুলিতে জাতীয় পতাকার চাহিদা তুঙ্গে। সেইসঙ্গে মিষ্টির দোকানগুলিতে তৈরি করা হয়েছে 'স্পেশাল দেশপ্রেম' মিষ্টি।

লালবাজারের তরফে শীর্ষ আধিকারিকদের রাস্তায় নামতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ, বন দপ্তরের তরফেও বারবার তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রেড রোডকে ১৫টিরও বেশি জোনে ভাগ করা হয়েছে। রেড রোড সহ তার আশপাশে মোতায়েন থাকছে ২৩০০ পুলিশকর্মী। যার মধ্যে ২২ জন ডিসি পদমর্যাদার ও ৪৬ জন এসি পদমর্যাদার আধিকারিক থাকছেন।

কুইক রেসপন্স টিম, হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, আরএফএস ও পিসিআর হিসেবে ৪০টি বিশেষ দল থাকছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টে ২৫০০ অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকছে। ১১টি ওয়াচ টাওয়ার, ১২টি মোটরসাইকেল, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। এদিন বিভিন্ন হোটেল, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, মেট্রো স্টেশনেও তল্লাশি চালায় পুলিশ।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যেও শহরের নামী দোকানগুলিতে রাখা হয়েছে স্পেশাল দেশপ্রেম মিষ্টি। বিক্রেতা পার্থ ভৌমিক বললেন, 'জাফরান, পনির ও পেস্তার মিশেলে তৈরি তেরঙা সন্দেশ বিক্রি হচ্ছে ভালো।' আর এক বিক্রেতা তপনকুমার দাস বললেন, কাজুর বরফির ওপর তেরঙা নকশা ও অশোকচক্রের সূক্ষ্ম কাজ স্বাদের সঙ্গে দেশপ্রেমকেও একসঙ্গে মিলিয়েছে।

'কমিশনের ভোটার দিবস পালন প্রহসন'

ভোটাধিকার কাড়ার অভিযোগ মমতার

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : জাতীয় ভোটার দিবসেই কমিশনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের অধিকার নিয়েও সরব হন তিনি। নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' বলেও তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা। তথ্যগত অসংগতির নামে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য এখন আর রাজ্যবাসীর কাছে প্রাসঙ্গিক নয় বলেই পালটা সমালোচনা করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কমিশনের জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে বিএলও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক দলের তোপের মুখে পড়ল কমিশন। শুনানির শুরু থেকেই কমিশনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল সহ বাম-কংগ্রেস। সেই তালিকায় এদিন যুক্ত হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ও তৃণমূলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য।

রবিবার জাতীয় ভোটার দিবস পালনের দিনেই কমিশনকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লেখেন, 'নির্বাচন কমিশন আজ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছে। যাকে একটি করুণ প্রহসনের মতো দেখাচ্ছে।'

কমিশনের উদ্দেশে মমতার কটাক্ষ, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস হিসেবে কমিশন এই মুহূর্তে মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করতে ব্যস্ত। তাদের ঔদ্ধত্য হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করার- আমি এতে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত।' বিএলও মৃত্যু প্রসঙ্গেও এদিন সরব হয়েছেন মমতা। পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আপনারা মানুষকে অভূতপূর্ব অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ১৩০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। ৮৫, ৯০, ৯৫ বছরের মানুষকে শুনানিতে ডাকছেন। প্রতিবন্ধীদেরও হাজির হতে বাধ্য করছেন। তার অধিকার কি আপনাদের আছে? এই বেআইনি চাপ, নিগ্রহের ফলে আত্মহত্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের আঁচ লেগেছে কমিশনের কর্মসূচিতেও। কমিশনের জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করে বলেন, 'ক্ষতিপূরণের কথা বাদ দিন। কাজ করতে গিয়ে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাদের জন্যে কি একফোঁটা চোখের জল ফেলা যেত না!'

> **হিজ মাস্টার্স ভয়েস হিসেবে কমিশন এই মুহূর্তে মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করতে ব্যস্ত। তাদের ঔদ্ধত্য হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করার- আমি এতে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত**
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপিএমের প্রতিনিধি বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে ১২৬ জন বিএলও'র মৃত্যুর খবর আমরা দেখেছি। তাঁদের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা গেল না!'

অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়ে পালটা সওয়াল করতে নামতে হয় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে। সিইও বলেন, 'ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আমাদের রেকর্ডে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মৃত্যুর অভিযোগের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জেলা শাসককে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা কোনও রিপোর্ট পাইনি। সিইও দপ্তরের আলাদা কোনও তহবিল নেই। যা করবে কমিশনই করবে।'

তবে একই সঙ্গে এদিন সিইও বলেন, 'আমি আবারও বলছি যে অভিযোগ এসেছে তা দুঃখজনক। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কেউ দুর্ঘটনার শিকার হন, অসুস্থ হন, আপনারা নিজেরাই পরিবার নিয়ে জেলা শাসকের কাছে আবেদন করুন। জেলা শাসক তা আমাদের পাঠালে কমিশন সহানুভূতি নিয়ে দেখবে।'

কমিশনের অনুষ্ঠানে এদিন বিএলওদের রীতিমতো পিঠ চাপড়েছেন সিইও। শুধু ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজেই নয়, নির্বাচন পরিচালনায় বিএলওদের কমিশনের প্রকৃত সৈনিক আখ্যা দিয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়েছেন।

যদিও তাতে এসআইআর নিয়ে কমিশনের 'খামখেয়ালিপনা'র জেরে আমজনতার যে হয়রানি হচ্ছে তাকে আড়াল করা যায়নি। রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে শুনানিতে ডেকেছিল কমিশন। কলকাতার কেশব অ্যাকাডেমি শুনানি কেন্দ্র থেকে বেরিয়েই কমিশনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তোলেন শশী। মন্ত্রীর দাবি, ২০০২-এর তালিকাতে তাঁর নাম থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সকলকে বাদ দিয়ে তাঁকেই ডেকে পাঠানো হয়েছে। নথি হিসেবে শুনানিতে আধার কার্ড দেখানোয় তাঁর কাছে কমিশন নির্দিষ্ট ১১টি নথির মধ্যে কোনও একটি নথি দেখাতে বলা হয়। তাতেই ক্ষুব্ধ হন মন্ত্রী। জানান, 'আমার কাছে পাসপোর্ট রয়েছে। দেখাতেই পারি। কিন্তু দেখাব না। এটাই আমার প্রতিবাদ।'

সূত্রের খবর, রাজ্যের পরিবহণ সচিবও শুনানিতে ডাক পেয়েছেন। এদিনও সিইও বলেছেন, 'আইনের চোখে সবাই সমান। এক্ষেত্রে কমিশন কোনও ফারাক করতে পারে না। তথ্যে অসংগতি থাকলে তিনি যেই হন তাঁকে শুনানিতে ডাকতে হবে।'

আরজি করের তদন্তকারীকে পুলিশ পদক

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনে সিবিআই তদন্তের তদারকিতে থাকা জয়েন্ট ডিরেক্টর ভি চন্দ্রশেখর প্রজাতন্ত্র দিবসে পেতে চলেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। সিবিআইয়ের আরও ৩১ জন আধিকারিক এই সম্মাননা পেতে চলেছেন।

বিশেষ পরিষেবার জন্য চন্দ্রশেখরকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। আরজি করের মতো হাইপ্রোফাইল মামলায় যুক্ত থাকা অন্যতম কারণ। চন্দ্রশেখর আরজি কর ছাড়াও পুনেতে নিহত সমাজকর্মী নরেন্দ্র দাভোলকরের খুনের তদন্তে যুক্ত ছিলেন। সিবিআইয়ের ২৫ জন আধিকারিককে মেধাবী পরিষেবার জন্য পুলিশ পদক দেওয়া হচ্ছে।

নামেই নেত্রী

গ্রামবাসীর ভোটে জিতলেও তাঁদের প্রয়োজনে পাশে পান না পঞ্চায়েত সদস্যকে। বরং যে কোনও কাজে ভরসা করতে হয় তাঁর স্বামীর ওপর।

পঞ্চায়েত সদস্য নন, তাঁর স্বামীই ভরসা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ জানুয়ারি : গ্রামবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তবে সেই গ্রামবাসীরাই কোনও কাজে তাঁর কাছে গেলে হতাশ হতে হয়। বরং তাঁর জায়গায় এলাকার লোকজন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর ওপরই ভরসা করেন। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট বাঁশগাও গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কুচিয়ামোড় সংসদের পরিস্থিতি এমনই। যদিও পঞ্চায়েত সদস্য সেহেরা খাতুন অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর স্বামী মহম্মদ জিমিরও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম কুচিয়ামোড় সংসদ থেকে লড়ে জয়ী হন সেহেরা খাতুন। তিনি শাসকদল তৃণমূলের সদস্য। সাধারণ মানুষের কাজে তিনি সহযোগিতা করতে পারেন না বলে অভিযোগ উঠছে। আরও অভিযোগ, গ্রামবাসীকে যে কোনও কাজে ভরসা করতে হয় তাঁর স্বামী মহম্মদ জিমিরের উপর।

অবশ্য, এ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না অনেকেই। পাছে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হতে হয়! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'এর আগে একবার জমির সমস্যা নিয়ে যোগাযোগ করেছিলাম। তখন পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। অবশ্য সুরাহাও হয়েছিল।'

এদিকে সংশ্লিষ্ট সংসদের মহম্মদ সেলিম বলছেন, 'পঞ্চায়েত সদস্যা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করে দেন। পঞ্চায়েত সদস্যদের তেমন কাজ তো থাকে না। বাকি যেসব কাজ আছে, তা তাঁর স্বামীই

সেহেরা খাতুন।

করেন।' নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক আরেক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'এর আগে একটি ওয়ারিশ সার্টিফিকেটের জন্য গিয়েছিলাম। কী করতে হবে তা পঞ্চায়েত সদস্য বলতেই পারেননি। পরে, জিমিরদা সবটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।'

এ নিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা সেহেরা খাতুন। তাঁর কথায়, 'আমি নিজের কাজ নিজেই করি। বোর্ড মিটিংয়েও আমিই যাই। আমার স্বামী সহযোগিতা করেন মাত্র।'

সেহেরা খাতুনের স্বামী মহম্মদ জিমির চটহাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদেও রয়েছেন। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফাই, 'আমি দলের কাজকর্ম করি। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত থেকে সই করা, সিল দেওয়া সবই আমার স্ত্রীই করেন।' সংশ্লিষ্ট সংসদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলার কথায়, 'কোনও কাজে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর সিদ্ধান্তই শেষকথা।'

বিজেপি ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব দাস বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাঁকে জয়ী করলেন, তাঁর বদলে স্বামী কাজ করবেন। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের একটা কায়দা। মহিলা সংরক্ষিত আসনে স্ত্রীকে সামনে রেখে কাজ সামলান নেতারা। ৫ বছর জনগণের টাকা লুটে নেওয়া হচ্ছে। সব জায়গাতে একই চিত্র।'

এদিকে, ফাঁসিদেওয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'আমাদের কাছে খবর রয়েছে তৃণমূল নেতাই পঞ্চায়েত সদস্যর সমস্ত কাজ সামলান। আসলে যিনি জনপ্রতিনিধি, তিনি জনগণের কাজ করেন না।'

পাহাড় সমস্যা মেটানোর সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

টেলিফোন করে বৈঠকে আমন্ত্রণ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলিকে টেলিফোন করে ডেকে বৈঠক করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) অভিযোগ, মধ্যস্থতাকারীর দার্জিলিং সফর পুরোটাই লোকদেখানো। তা বৈঠকগুলি দেখেই স্পষ্ট। কেননা রবিবার পর্যন্ত বিজেপি বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দল বৈঠকের ডাক পায়নি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট অবশ্য দাবি করেছেন, 'সব রাজনৈতিক দল এমনকি প্রশাসনের সঙ্গেও মধ্যস্থতাকারী কথা বলবেন। তিনি কীভাবে বৈঠকে ডাকবেন সেটা তাঁর বিষয়। টেলিফোন করে বৈঠকে ডাকাতে অন্যায়ের কী রয়েছে? মধ্যস্থতাকারীকে নিয়ে প্রতি পদক্ষেপে বিরোধিতা করে পাহাড় সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে চাইছে বিজিপিএমের মতো দলগুলি।'

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে পঙ্কজকুমার শনিবার দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছেন। প্রথম দিন তিনি

পঙ্কজকুমার সিং-এর সঙ্গে সিপিআরএম নেতৃত্ব। -সংবাদচিত্র

দার্জিলিংয়ের সাংসদ, বিধায়কের পাশাপাশি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, জিএনএলএফের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। রবিবার দুপুরে সিপিআরএমের প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করে। দলের মুখপাত্র অরুণ ঘাটানি বলেছেন, 'শনিবার টেলিফোন করে এদিনের বৈঠকের জন্য ডাকা হয়েছিল। সেই মতো আমরা দলের সভাপতি জেবি রাইয়ের নেতৃত্বে ছ'জনের প্রতিনিধিদল নিয়ে মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। সেখানে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি করেছি।' পাহাড় সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে সদর্থক হিসাবে দেখছেন সিপিআরএমের এই নেতা। বিকেলে পাহাড়ের গোর্খা ভারতীয় জনজাতি মহাসংঘের প্রতিনিধিরাও পঙ্কজকুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন। সংগঠনের সভাপতি এমএস রাইয়ের কথায়, 'শনিবার টেলিফোন করে মধ্যস্থতাকারী আমাদের ডেকেছিলেন। সেইমতো আমরা তাঁর সঙ্গে বৈঠক করলাম। বৈঠকে ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার

> **মধ্যস্থতাকারী সবার সঙ্গে বৈঠকের কোনও তথ্যপ্রমাণ রাখতে চাইছেন না। শুধুমাত্র ভোটের আগে পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানাতেই তাঁকে পাঠানো হয়েছে।**
>
> **শক্তিপ্রসাদ শর্মা**
> মুখপাত্র, বিজিপিএম

দীর্ঘকালীন দাবি পূরণের জন্য জানানো হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। দেশের প্রচুর সম্প্রদায় উপজাতির মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের ১১টি জনজাতিকে এখনও এই মর্যাদা দেওয়া হয়নি।'

ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টকে (আইজিজেএফ) পঙ্কজকুমার সোমবার বিকেল ৩টায় বৈঠকে ডেকেছেন। দলের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড রবিবার বলেছেন, 'গোর্খাল্যান্ডই আমাদের একমাত্র দাবি। মধ্যস্থতাকারীর কাছে শুধুমাত্র এই দাবিই তুলে ধরব।' বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার অভিযোগ, কেন্দ্র সরকার মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। তাঁর দায়িত্ব পাহাড় তরাই ডুয়ার্সের সমস্ত রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সকলের মতামত নেওয়া। একটা প্রশাসনিক কাজে সবাইকে টেলিফোন করে কেন বৈঠকে ডাকা হচ্ছে? নির্দিষ্ট সময় আগে চিঠি দিয়ে সবাইকে বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাঁর আরও সংযোজন, 'টেলিফোনে বৈঠকের আমন্ত্রণ এলে সেখানে আমরা যাব না। মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিই এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। মধ্যস্থতাকারীও সবার সঙ্গে বৈঠকের কোনও তথ্যপ্রমাণ রাখতে চাইছেন না। শুধুমাত্র ভোটের আগে পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানাতেই তাঁকে পাঠানো হয়েছে।'

মহানন্দা লালমোহন ঘাটে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভোট প্রচারে নজরদারি

উসকানি ঠেকাতে উদ্যোগ পুলিশের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোট শিয়রে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাঁরা একটু বেশি সক্রিয় তাঁদের অনেকেই নাওয়া-খাওয়া ভুলতে বসেছেন। ভোটকে কেন্দ্র করে অনেকেই নানা কনটেন্ট তৈরি করছেন। আর এর জেরেই একে কেন্দ্র করে আশঙ্কাও বাড়ছে। অভিযোগ, কে কী কনটেন্ট তৈরি করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিচ্ছেন সে বিষয়ে নজরদারি করার মতো পরিকাঠামোই নেই। এর ফাঁক গলে উসকানিমূলক কোনও পোস্ট, ছবি বা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড হলে পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাইবার ক্রাইম থানার তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষভাবে সক্রিয়দের ওপর নজরদারি শুরু করা হয়েছে। কেউ বিতর্কিত কিছু তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলে তাঁকে নোটিশ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর আমাদের বিশেষ নজরদারি রয়েছে।'

তবে ভোটযুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব কী তা রাজনৈতিক দলগুলির খুব ভালোমতোই জানা আছে। তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপির তৈরি নতুন প্রচার ভিডিওগুলি তো সোশ্যাল মিডিয়ায় হালে দারুণ হিট। যাঁরা এ ধরনের কনটেন্ট সহজেই বানাতে পারেন, তাঁদের গুরুত্ব বাড়ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তবে প্রচারের ধরনের কোনওভাবেই যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়ালের বক্তব্য, 'আমাদের দলের নেত্রী যে মতাদর্শে বিশ্বাসী, কেউ যাতে তার বাইরে কিছু না করেন সে বিষয়ে দলের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা প্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় উসকানি দিতে অনেকেই সচেষ্ট বলে জানিয়ে সঞ্জয় বললেন, 'আমরা অবশ্য সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে পথ চলায় বিশ্বাসী।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বললেন, 'আমরা যা বলি তা সংবিধান মেনেই বলি। প্রচারেও কেউ তার বাইরে কোনও কথা বলি না।'

- বাংলায় বিধানসভা ভোট সামনে থাকায় প্রচারে অনেকেই সক্রিয় হয়েছেন
- তবে এক্ষেত্রে সঠিক নজরদারির অভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে
- পরিস্থিতি সামাল দিতে সাইবার ক্রাইম থানার তরফে বিশেষ নজরদারি

গত দেড় বছরে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও রাজনীতির ধরন অনেকটাই বদলে গিয়েছে। লোকসভা ভোটের পরবর্তী সময় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক ঝামেলা অনেকের মধ্যে আশঙ্কা বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের বিষয়টিও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিলিগুড়ির এক তরুণী সদস্যের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম থানার তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই তরুণী উসকানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ।

রেজাল্টটা একটু দেখো মা।। *ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন অনুশ্রী দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনা

চোপড়া, ২৫ জানুয়ারি : রবিবার পিকনিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি। চোপড়ার কাঁচাকালীর কলাইডাঙ্গি এলাকা থেকে একটি ছোট গাড়িতে দুধিয়ার উদ্দেশে বের হয়েছিল পিকনিক পার্টিটি। চোপড়া থানার সুফলগছ এলাকায় শিলিগুড়িমুখী গাড়িটির সামনে হঠাৎ একটি কুকুর এসে পড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। রাস্তার ধারের একটি বাড়িতে ঢুকে যায় গাড়িটি। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে গাড়িতে থাকা তিন শিশু সহ সাত যাত্রী।

স্থানীয়দের তৎপরতায় দ্রুত গাড়িতে আটকে থাকা সকলকে উদ্ধার করা হয়। যাত্রীদের ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। চালক সুমিতকুমার বর্মন বলেন,'৭০-৭৫ কিমি বেগে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা সামনে একটি কুকুর চলে আসে। সেসময় পাস কাটানোর চেষ্টা করলে স্টিয়ারিং লক হয়ে যায়। তখনই গাড়িটি রাস্তার পাশে নেমে যায়।'

কৃষ্ণ বর্মন নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন, 'সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাস্তার কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে চালক গাড়িটি একটি বাড়িতে ঢুকিয়ে দেন। এতে বাড়ির মালিকের একটি সাইকেল ও শৌচালয়ের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থলে চোপড়া থানার পুলিশ পৌঁছে ওই গাড়িটিকে আটক করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই সময় রাস্তায় তিনটি কুকুর উঠে পড়েছিল। একটি কুকুর গাড়ির সামনে আসতেই বিপত্তি ঘটে।

প্রতীক্ষালয় সাফ

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : তৈরির পরও কাজে লাগছিল না যাত্রী প্রতীক্ষালয়। সেখানে থাকা শৌচালয়টিও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। দুর্গন্ধ, আবর্জনায় সেখান দিয়ে যাওয়াই কার্যত দায় হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনের তরফে পরিষ্কার করার উদ্যোগ না নেওয়ায় রবিবার ফাঁসিদেওয়ার ব্যবসায়ীরাই থানা মোড়ের যাত্রী প্রতীক্ষালয় সাফাই করলেন।

ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ২০২২ সালে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয়টির সংস্কার করা হয়। যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সঙ্গে থাকা শৌচাগারটি মেরামত করা হয়। এবিষয়ে ফাঁসিদেওয়ার প্রধান অণিমা রায় বলেন, 'যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সামনে লটারির দোকান, ফলের দোকান বসছে। সেটি ব্যবহারের উপযোগী রাখতে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাও প্রয়োজন।'

মৃত্যু তরুণের

ইসলামপুর, ২৫ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কালেব দাস (২৮) নামে এক তরুণের। রবিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর গোয়ালপোখর থানার বিপ্রীত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, কালেবের বাড়ি গোয়ালপোখরের সাহাপুর এলাকায়। বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে বিপ্রীত এলাকায় পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে লোধন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কীভাবে কোন গাড়ির সঙ্গে তাঁর বাইকের সংঘর্ষ হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জখম ৩

চোপড়া, ২৫ জানুয়ারি : চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতের খুনিয়া গ্রামে রবিবার রাস্তার কাজ নিয়ে ঝামেলায় ৩ জন জখম হয়েছেন। সুবল দেবনাথের বাড়ি থেকে সমাপ্তি বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত ৬৫ মিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সুশান্ত দেবনাথ জানান, ওই রাস্তার পাশে যাঁদের বাড়ি রয়েছে সেই বাসিন্দাদের একাংশ রাস্তার জন্য জমি দিতে আপত্তি করায় ঝামেলা শুরু হয়। ঘটনায় হাতাহাতি হওয়ায় ৩ জন জখম হন। জখমদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় চোপড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে।

গীতা পাঠ

খড়িবাড়ি, ২৫ জানুয়ারি : উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রবিবার বাতাসি পিএসএ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হল সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ। বাতাসি হিন্দু সম্মেলন সমিতির উদ্যোগে সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ ও সনাতনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ গৌড়ীয় মঠের গীতা প্রচার সমিতির মহারাজরা। গীতার শ্লোকে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এছাড়া সনাতন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বস্ত্র বিতরণ

বাগডোগরা, ২৫ জানুয়ারি : শিবমন্দিরের সৎসঙ্গ বিহার, ন্যাশনাল হাইড্রলিক পাওয়ার কর্পোরেশন (এনএইচপিসি) এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রবিবার হাঁসখোয়ার বন্দিজোতে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। চা বাগানের এক মহিলা রোগীর চিকিৎসার জন্য অর্থসাহায্য করা হয়।

প্রতিবাদ মিছিল

চোপড়া, ২৫ জানুয়ারি : ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে রবিবার সদর চোপড়া এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলে অংশ নেন তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের অভিযোগ, 'এসআইআর-এর নামে মানুষের হয়রানি বেড়ে চলেছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে এই মিছিল বের হয়েছে।'

কর্মী সম্মেলন

চোপড়া, ২৫ জানুয়ারি : চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া ফুটবল মাঠে রবিবার কংগ্রেসের বুথভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে দলীয়ভাবে নির্বাচনি প্রচারের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত, প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) প্রমুখ।

সুকান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নকশালবাড়ি ও বাগডোগরা, ২৫ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বেজায় চটে যাওয়া তৃণমূল রাস্তায় নামল। সুকান্তর গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার নকশালবাড়িতে তৃণমূলের মশাল মিছিল এবং মিছিল শেষে থানায় বিক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে পড়ে নকশালবাড়ির মূল সড়ক। আন্দোলনের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল, প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার। মিছিল শেষে বাসস্ট্যান্ডে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। থানায় গিয়ে সার্কেল ইনস্পেকটর সৈকত ভদ্রকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অরুণ।

অন্যদিকে, সুকান্তর বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানার অভিযোগ দায়ের করেছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ। তিনি বলেন, 'রাস্তার কাজের ৪০ শতাংশ না দিলে কাজ হয় না, আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন প্রকাশ্য জনসভায়। সুকান্ত জানেন না নকশালবাড়ি ব্লকে পথশ্রীর কোনও কাজ হয়নি। সাতদিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে আইনি নোটিশ পাঠাব। শনিবার বাগডোগরার একটি সভায় সুশান্ত ঘোষ জমির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ তোলেন সুকান্ত। তাঁর অভিযোগ ছিল, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ পথশ্রী প্রকল্পে ৪০ শতাংশ কাটমানি খান। তার প্রতিবাদেই আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল।

ফের শুরু হচ্ছে পাঁচালির প্রচার

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর ফের তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালি ও উন্নয়নের সংলাপ শুরু হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা উন্নয়নের সংলাপ নিয়ে যেমন আবার বাড়ি বাড়ি যাবেন, একইভাবে উন্নয়নের পাঁচালি মাইকে ঘুরে ঘুরে প্রচার করা হবে। অভিযোগ উঠছে, এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পাওয়া ভোটারদের হয়রানির শেষ নেই। এই হয়রানিকে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শুনানিকেন্দ্রগুলিতে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের প্রচার চালানোর জন্য এক সপ্তাহ উন্নয়নের পাঁচালি ও সংলাপ বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে উন্নয়নের পাঁচালি ও উন্নয়নের সংলাপ ফের চালু হলেও শুনানিকেন্দ্রে তৃণমূলের শিবির চলবে বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে রবিবার পর্যন্ত উন্নয়নের পাঁচালি ও উন্নয়নের সংলাপের প্রচার বন্ধ ছিল। সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস থাকায় সেভাবে প্রচার সম্ভব হবে না। সেই কারণে মঙ্গলবার থেকে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ফের ময়দানে নামছেন। দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য অরুণ ঘোষ বলেন, 'মঙ্গলবার থেকে দিনভর আমরা শুনানিকেন্দ্রে থাকব। সন্ধ্যার পর থেকে উন্নয়নের সংলাপ নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাব।'

আধুনিক বসতিতে ভালুক পুঁতে রাখার স্মৃতি

কথিত আছে, কাটিয়াজোত, পাটারামজোত সহ সংলগ্ন এলাকায় এককালে ভালুক বেরিয়ে আসে। পরে গ্রামবাসীরা সেটিকে মেরে মাটিতে পুঁতে রাখেন। সেই থেকে গোটা এলাকার নাম হয়ে যায় ভালুকগাড়া।

কী নামে ডেকে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৫ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ভালুকগাড়া। শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি টোটোস্ট্যান্ডের চালক কিংবা খালাসিরা 'ভালুকগাড়া, ভালুকগাড়া...' বলে চিৎকার করেই যাত্রীদের ডাকেন। কিন্তু আসলে ভালুকগাড়া কি কোনও জায়গার নাম, নাকি কোনও মোড়ের নাম? কীভাবে এল নামটি?

৮২ বছর বয়সি এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক মতিলাল বর্মন বলছিলেন, 'অতীতে ভালুকগাড়া বলে কোনও জায়গা ছিল না। ব্রিটিশ শাসনকালে এই এলাকা বনজঙ্গল দিয়ে ঘেরা ছিল। তবে, এখানে হাতেগোনা কয়েকটি বাড়ি ছিল। এলাকার পাটারামজোত, কাটিয়াজোত, গৌরীজোত, বেলাবাড়ি, সিতাগুড়ি, জায়গাগুলি সবই প্রায় জঙ্গল ছিল।' তিনি জানান, দিনের বেলায় সেখানে চিতাবাঘ সহ বিভিন্ন জন্তু ঘুরে বেড়াত। কোনও পাকা রাস্তা ছিল না।

কাটিয়াজোত এলাকায় মানিকলাল সিংহ নামে এক শিক্ষক প্রথম বাড়ি তৈরি করেন। মতিলাল বলেন, 'বয়স্কদের মুখে শুনেছি, বহুকাল আগে ওই জায়গায় জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটি ভালুক বেরিয়ে আসে। সেটি লোকালয়ে ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব শুরু করে। অতিষ্ঠ এলাকাবাসী একজোট হয়ে ভালুকটাকে মেরে ফেলে। তারপর শিক্ষক মানিকলাল সিংহের বিশাল বাঁশ বাগানে মৃত ভালুকটিকে পুঁতে দেওয়া হয়।'

ভালুকগাড়া বাজার। -সংবাদচিত্র

এরপর সময়ের সঙ্গে ওই অঞ্চলে বিরাট পরিবর্তন হয়। নানা উন্নয়নমূলক কাজে জায়গাটির চেহারা পালটে যায়। ৬০ থেকে ৭০ দশকের মধ্যে ধীরে ধীরে শিলিগুড়ি-গলগলিয়া ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং খড়িবাড়ি-ভালুকগড়া রাজ্য সড়ক তৈরি হয়। পাকা রাস্তা তৈরির পর তিন রাস্তার মোড়টি কালক্রমে লোকমুখে ভালুকগাড়া মোড় হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

মানিকলাল সিংহের নাতি হিমাদ্রিকুমার সিংহও পেশায় শিক্ষক। হিমাদ্রি বলেন, 'অফিশিয়ালি ভালুকগাড়া বলে কোনও জায়গার নাম নেই। কিন্তু ভালুক মেরে মাটিতে পুঁতে রাখার পর থেকে কাটিয়াজোত, পাটারামজোত সহ সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন গ্রাম এখন বাইরের লোকের কাছে ভালুকগাড়া নামেই বেশি প্রচলিত।' ভালুকগাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিমল বর্মন বলেন, 'পাকা রাস্তা হওয়ার পর প্রচুর মানুষ এখানে বাড়ি বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। ৭০-এর দশকে এই ভালুকগাড়া মোড়ে ৫টি দোকান ছিল। এখন ভালুকগাড়া মার্কেটে পরিণত হয়েছে। তখন লোকজন এই তিন রাস্তার মোড়কে ভালুকগাড়া মোড় বলত। কিন্তু ভালুকগাড়া মোড় এখন লোকমুখে ভালুকগাড়া নামে একটি জায়গা বলেই পরিচিত। সংলগ্ন গ্রামগুলির নাম এখন শুধু অফিশিয়াল কাজেই ব্যবহৃত হয়। মানুষের কাছে এই জায়গা, এখন শুধুই ভালুকগাড়া।'

চরে দেদার নির্মাণে সংকটে সাহু নদী

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : নদী আর নদী নেই, দখল হতে হতে নিকাশিনালায় পরিণত হওয়ার জোগাড়। আর কিছুদিন পর সাহু নদী বলে কিছু থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন যাঁরা চরে জমি কিনছেন তাঁরাই। শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে প্রবাহিত এই নদী দূষণ, দখলের শিকার হয়ে এখন অস্তিত্ব সংকটে।

হাতিয়াডাঙ্গার নীচপাড়া সংলগ্ন সাহু নদীর পাড়ের যে জায়গায় বর্ষায় এক কোমর জল জমে, সেখানেও দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা কাঠাপ্রতি বিক্রি হচ্ছে জমি। নদীর চরেই বাড়ি তৈরি করেছেন এক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দালালের কাছ থেকে জমি কিনেছেন কয়েক বছর আগে এবং সবাই এখানে সেভাবেই জমি কিনছেন। অন্য জায়গায় জমির দাম আকাশছোঁয়া, তবুও এখানে লাখ দুয়েকের মধ্যে এক কাঠা জমি মিলছে। তাই বাইপাস, ফুলবাড়ি এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসে এখানে জমি কিনছেন। জমির পাট্টাও মিলছে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

- দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা কাঠাপ্রতি বিক্রি হচ্ছে জমি, পাট্টাও মিলছে
- নীচু জায়গাকে উঁচু করতে ব্যবহার করা হচ্ছে নদীর বালি
- আশপাশের এলাকার মানুষ বাড়ি তৈরির নানা কাজ পাচ্ছেন

নীচু জায়গাকে উঁচু করতে ব্যবহার করা হচ্ছে নদীর বালি। আশপাশের এলাকার মানুষ বাড়ি তৈরির নানা কাজ পাচ্ছেন। নদীর ধারেই একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির ওপর বসেছিলেন এক মিস্ত্রি। তিনি বললেন, 'বালি তুলে এনে জায়গা উঁচু করার কাজ পেয়েছি। এটা হয়ে গেলে আরও অন্য কাজ শুরু হবে।' নদীর ধারে আরও একটি বাড়ি তৈরির কাজে কর্মরত এক মহিলার কথায়,'এখন তবুও নদীর কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে। কয়েক বছর পর হয়তো নদীটার সম্পূর্ণ বুজিয়েই বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে।'

এ বিষয়ে জমির দালালদের সরাসরি প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার। তাঁর বক্তব্য, 'অনেকের মদতে জমির দালালরা এসব করছেন। সেচ দপ্তরকে আমি চিঠি পাঠিয়েছি। তবে কোনও উত্তর পাইনি। আমি প্রতিবাদ করলে কিছুদিনের জন্য কাজ বন্ধ থাকছে, তারপর আবার একই অবস্থা।' তৃণমূলের দিকে তির ছুড়ে বলেন, 'আমাদের কথা কেউ শোনে না।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় বলছেন, 'বিজেপির দখলে থাকা ডাবগ্রাম-২'এর দেখভাল করতে পারছেন না মিতালি। আড়াই বছরে চর দখল বেড়েছে। আমি বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। চর দখল বন্ধও হয়েছিল। তবে আবার শুরু হয়েছে।'

ইসলামপুরে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ উদ্ধার

ইসলামপুর, ২৫ জানুয়ারি : গোয়ালপোখর থানা এলাকার মণিভিটা এলাকায় মুরগি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িতদের জেরা করে টাকা, ৪ রাউন্ড তাজা কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছিনতাইয়ের সময় ব্যবহৃত দুটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এই তথ্য দিয়েছেন পুলিশকর্তারা। চলতি মাসের ১৮ তারিখ মুরগি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মণিভিটা এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যেদিন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে, সেদিনই সন্দেহের ভিত্তিতে গোয়ালপোখরের চৈনপুরের বাসিন্দা মানজার এবং তৌহিদকে আটক করা হয়। পরে ব্যবসায়ীরা আটকদের চিহ্নিত করলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তাঁদের জেরা করে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, ম্যাগজিন সহ বাইক উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ এদিন জানিয়েছে। ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুক্ত আরও দুই দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি চলছে। ছিনতাই হওয়া ৩২ হাজার টাকার মধ্যে পুলিশ ৫ হাজার টাকা উদ্ধার করতে পেরেছে।

১৬ জনজাতির জন্য বরাদ্দ নেই ৫ বছর

তহবিল শূন্য উন্নয়ন বোর্ড

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : পাহাড়ের বিভিন্ন জনজাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বোর্ড তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে অর্থবরাদ্দ বন্ধ থাকায় বোর্ডগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বেশিরভাগ উন্নয়ন বোর্ডের অফিসই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্মীরা দীর্ঘদিন বেতন না পেয়ে কাজ ছেড়েছেন। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, 'উন্নয়ন বোর্ডগুলির বিষয়ে জেলায় নতুন করে কোনও নির্দেশ আসেনি। অর্থবরাদ্দও বন্ধ আছে। বোর্ডগুলি পুনর্গঠনের কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এখনও সেসব কিছু হয়নি।'

বিমল গুরুংরা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) দায়িত্ব পাওয়ার দু'বছর পর থেকেই পাহাড়ের এক-একটি জনজাতির জন্য উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য। প্রথমে লেপচা উন্নয়ন বোর্ড তৈরি হয়। তারপর ধাপে ধাপে তামাং, মঙ্গর, নেওয়ার, খাস, রাই, গুরুং, কামি, দমাই সহ মোট ১৬টি জনজাতির জন্য উন্নয়ন বোর্ড তৈরি করা হয়েছিল। এই বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তের পিছনে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক সমীকরণ ছিল বলে মনে করা হয়। মূলত বিমল গুরুংরা জিটিএ'র ক্ষমতায় বসার পরে যাতে আর পাহাড়ে সেভাবে আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে, সেজন্য প্রতিটি জনজাতির উন্নয়ন বোর্ড তৈরি করে কার্যত পাহাড়ের আন্দোলনের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

- ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বোর্ডগুলিকে অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়
- লেপচা, মঙ্গর বোর্ডের অফিস খোলা থাকলেও আর্থিক অনটনের জেরে বাকি সব বোর্ডের অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে
- উন্নয়ন বোর্ডগুলির বিষয়ে জেলায় নতুন করে কোনও নির্দেশ আসেনি বলে খবর

প্রথম দিকে উন্নয়ন বোর্ডগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে বিভিন্ন জনজাতির জন্য ঘর তৈরি, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন কাজ হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল বা তার সহযোগী দল লোকসভা, বিধানসভা ভোটে ফায়দা তুলতে পারেনি।

একাধিক বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছিল। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তও করে রাজ্য সরকার। যদিও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি। তবে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বোর্ডগুলিকে অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেসময় থেকেই বোর্ডগুলি ধুঁকতে শুরু করে। বর্তমানে কালিম্পংয়ে লেপচা, মঙ্গর বোর্ডের অফিস খোলা থাকলেও অনটনের জেরে বাকি সব বোর্ডের অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং সফরে এসে জিটিএ এবং উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকেই তিনি বোর্ডগুলির ওপরে নজরদারির দায়িত্ব জিটিএ-কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, প্রতিটি উন্নয়ন বোর্ডই পুনর্গঠন করা হবে। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা প্রস্তাবিত বোর্ড চেয়ারম্যান সহ অন্যদের তালিকা পাঠাবেন। জিটিএ সূত্রে খবর, অনীতের অফিস, বাড়িতে বোর্ডের দায়িত্ব চেয়ে বিভিন্ন জনজাতির নেতা-নেত্রীদের লাইন পড়ে যায়। এক-একটি জনজাতির ছয়-সাতটি গোষ্ঠী এসে প্রস্তাবিত তালিকা জমা দেয় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হয়। অনীত বিষয়টি কলকাতায় জানানোর পরেই বোর্ডের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে যায় বলে সূত্রের খবর। মঙ্গর বোর্ডের চেয়ারম্যান নবীন থাপার কথায়, '২০২১ সাল থেকে অর্থবরাদ্দ নেই। রাজ্য সরকার কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেদিকেই তাকিয়ে আছি।' কামি বোর্ডের চেয়ারম্যান সুবোধ খাতির বক্তব্য, 'রাজ্য টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। উন্নয়নও থমকে গিয়েছে। অফিসগুলিও বন্ধ করে দিতে হয়েছে।' জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'ভোটের আগে সম্ভবত রাজ্য বোর্ডগুলির পুনর্গঠন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। ভোটের পরে কিছু হতে পারে।'

মেডিকেলে দেহাংশ নিয়ে ঘুরল কুকুর

জলপাইগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : শিশুর কাটা মাথা নিয়ে একটি কুকুরের ছোটাছুটির ঘটনায় শনিবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। রবিবার ফের আরেকটি কুকুরকে রক্তমাখা দেহাংশ নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ছোটাছুটি করতে দেখা গেল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিনও এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু হয়। পরে কুকুরটি মেডিকেল কলেজ মর্গের সামনে ফাঁকা জায়গায় ওই দেহাংশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে রক্তমাখা সেই দেহাংশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে মর্গে পাঠায়। শনিবারের পর এদিনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে।

মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'দেহাংশ নিয়ে একটি কুকুর ছোটাছুটি করেছে বলে শোনা গিয়েছে। আজকের ঘটনাটি আমি পুলিশকে জানিয়েছি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ যতটুকু দেখা গিয়েছে, তাতে শনিবারের ঘটনায় কুকুরটি রাস্তার দিক থেকে কিছু একটা মুখে নিয়ে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের দিকে এসেছিল। আমি পুলিশকে দু'দিনের ঘটনাই তদন্ত করে দেখতে বলেছি। এক্ষেত্রে কারও কোনও গাফিলতির বিষয় সামনে এলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

শনিবার বিকেলে এক শিশুর মাথা মুখে নিয়ে কালো রংয়ের কুকুরকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। হাসপাতাল চত্বরে থাকা রোগীর পরিজনদের চিৎকার এবং তাড়া খেয়ে কুকুরটি শিশুর মাথা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ওই ঘটনার পর থেকেই হাসপাতাল চত্বরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কুকুরটি কোথা থেকে শিশুর মাথা নিয়ে হাসপাতালে এল, তা খুঁজে বার করতে এদিন সকাল থেকে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

কুকুর শিশুর মাথা মুখে নেওয়ায় সেই শিশুর দেহাংশ নিশ্চয়ই আশপাশে রয়েছে বলে শনিবার থেকেই কেউ কেউ প্রশ্ন তোলা শুরু করেছিলেন। এদিন সকালে রোগীর পরিজনদের একাংশ দেখেন, কিছুটা ধূসর রংয়ের একটি কুকুর রক্তমাখা দেহাংশ নিয়ে মেডিকেল কলেজ চত্বরে ছোটাছুটি করছে।

মোদির মুখে বিনয়ের কথা

কোচবিহার, ২৫ জানুয়ারি : কোচবিহারের পরিবেশকর্মী বিনয় দাসের কথা পৌঁছে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কানে। রবিবার সকালে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে বিনয়ের গল্প শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ১৫ বছরে ১৩ হাজার গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করেছেন বিনয়বাবু। তৈরি করেছেন আরও পাঁচটি খণ্ডবন। শীতে জ্যাকেট, বর্ষায় রেইনকোট পরেই বেরিয়ে পড়েন গাছ পরিচর্যার জন্য। কোনও কাজ করার জন্য যে বড় সংগঠন বা বড় পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না তা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিনয়বাবুর উদাহরণ টেনে মন কী বাত অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'আমরা অনেক সময় বড় বড় পরিকল্পনা, বড় বড় অভিযান এবং বড় বড় সংগঠনের কথা ভাবি। কিন্তু অনেক সময় পরিবর্তন শুরু হয় খুব সাধারণ উপায়ে। ক্রমাগত করা ছোট ছোট চেষ্টার ফলেই বড় পরিবর্তন আসে।'

বিনয়বাবুর কাজ প্রসঙ্গে মোদির কথা, 'পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের বাসিন্দা বিনয় দাসের প্রচেষ্টা একটি অন্যতম উদাহরণ। গত কয়েক বছর ধরে তিনি নিজের জেলাকে সবুজ করে তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিনয় দাস হাজার হাজার গাছ লাগিয়েছেন। চারা কেনা থেকে শুরু করে তা লাগানো এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার সব খরচ নিজেই জোগাড় করেছেন। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলে কাজ করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় রাস্তার ধারের সবুজের সমারোহ আরও বেড়ে গিয়েছে।' সকালে মন কি বাতের অনুষ্ঠানের সম্প্রচার হতেই গোটা দেশের পাশাপাশি কোচবিহারেও বিনয়ের কাহিনী আরও ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলিতেও বিনয়ের কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

কোচবিহার শহরের হাজরাপাড়ার বাসিন্দা বছর ৫৪-র বিনয়বাবু পেশায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে থাকা কোচবিহার রাজবাড়ির মিউজিয়ামের ইনচার্জ।

আগুনে পুড়ল ঘর

ইসলামপুর, ২৫ জানুয়ারি : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একাধিক খড়ের গাদা সহ একটি ঘর। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপোখরের সাহাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাট ডুপকুল এলাকায়। এই ঘটনায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন একাধিক কৃষক। চোখের সামনে সবকিছু পুড়ে যেতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় প্রথমে খড়ের গাদায় আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এক এক করে সাত থেকে আটটি খড়ের গাদায়। তারপর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা একটি ঘরেও। কোনওরকমে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ঘর থেকে বের করা সম্ভব হলেও বাকি জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন দমকলকর্মীরা। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, আগুন নেভানোর বিষয়ে দমকল সেভাবে ভূমিকা পালন করেনি। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারাই তড়িঘড়ি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পরে আরেকটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে কীভাবে এই আগুন লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি। অভিযোগের বিষয়ে দমকলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৮ সংখ্যা, সোমবার, ১২ মাঘ ১৪৩২

দুঃস্বপ্ন!

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা প্রায়ই হয়ে থাকে। মুখ ফসকে এক বলতে আরেক বলে ফেলা কিংবা অশুদ্ধ উচ্চারণ বা ইতিহাসের সময় গুলিয়ে ফেলা ইত্যাদি নজির কম নেই। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগাম বার্তা মিলেও যায়। যেমন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে তাঁর সাবধানবাণী।

নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ ও ভূমিকায় যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে, তাতে মমতার কথা মিলে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো নির্ধারিত ২৪ জানুয়ারির মধ্যে তথ্যের অসংগতি এবং নো ম্যাপিং ভোটারের তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের আবেদন মেনে এই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

২০২৫-এ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে যখন সেখানে এসআইআর শুরু হল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সবার আগে দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, মাত্র তিন মাসে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয়। পরে বিহারের ভোটার তালিকা নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। এসআইআর-পর্বে মানুষের হয়রানি নিয়ে মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।

নভেম্বরে এসআইআর শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে। তখনও মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছিলেন, মাত্র তিন মাসে এসআইআর শেষ করা অসম্ভব। ২০০২ সালের এসআইআর দু'বছর ধরে চলেছিল। সেখানে এবার দু'তিন মাসে শেষ করার পরিকল্পনা বাস্তবে অসম্ভব। সত্যিই দেখা যাচ্ছে, এসআইআর-এ মানুষের হয়রানি চরমে উঠেছে। যা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঁচ-পাঁচটি চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লি গিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যেও দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে বহুবার তৃণমূল গিয়েছে। এসআইআর-এর শুনানি এই মুহূর্তে রাজ্যে যে পরিস্থিতিতে আছে, তাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করা কার্যত অসম্ভব। খসড়া তালিকাতে বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম।

'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকায় নাম উঠেছে আরও ১ কোটি ৩৬ লক্ষের। যাকে কেন্দ্র করে এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগে মৃত্যু বা আত্মহত্যা, কাজের চাপে বিএলও-দের মৃত্যু বা আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় ১৩০ ছুঁয়েছে। যাতে জটিল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। শীর্ষ আদালতে এসআইআর নিয়ে রায় গিয়েছে তৃণমূলের পক্ষে। তৃণমূলের দাবি মেনে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে কমিশনের নথি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া শুনানিতে কেউ চাইলে সঙ্গে অন্য কাউকে এমনকি রাজনৈতিক দলের কর্মীকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেউ কোনও নথি জমা দিলে তাঁকে রসিদও দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের সমস্ত নির্দেশ কমিশন 'গুড বয়'-এর মতো পালন করছে, এমন কিন্তু নয়। যেমন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট নথি হিসেবে গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নথি জমা নেওয়ার রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। বহু ক্ষেত্রে নথি হিসেবেও গ্রহণ করা হচ্ছে না।

২০০২ সালে যে এসআইআর হয়েছিল, তাতে তেমন ঢাকঢোল পেটানো ছিল না। কিন্তু নির্বিঘ্নেই হয়েছিল, কারও কোনও খারাপ অভিজ্ঞতা হয়নি। দু'বছর ধরে ধীরে ধীরে হয়েছিল। এবার তাড়াহুড়োর এই শুনানি নিয়ে উদ্বিগ্ন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, শুনানি চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২০০২-এর তালিকায় যোগসূত্র প্রমাণ করতে না পারায় ৩১,৬৮,৪২৬ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তার মধ্যে তিন লক্ষের বেশি ভোটার গরহাজির থেকেছেন।

সব কিছু ঠিক থাকলে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। মানুষের হয়রানি যদি সূচক হয়, তাহলে ২০২৬-এর এই এসআইআর দুঃস্বপ্ন হয়ে থেকে যাবে রাজ্যবাসীর মনে। কেননা, এসআইআর-কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক মাসে যত মানুষের প্রাণ গিয়েছে, হালে নির্বাচনি সন্ত্রাসেও তা হয়নি।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

প্রজাতন্ত্রের মুখোশে আস্ফালন রাজতন্ত্রেরই

প্রজাতন্ত্রের আদর্শ আজ প্রশ্নের মুখে, সংবিধানের প্রতিশ্রুতি কি তবে অধরাই রয়ে গেল?

দেবদূত ঘোষঠাকুর

-এআই

প্রজাতন্ত্র মানে ঠিক কী, সে ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই একটা সংশয় ছিল। কোনও এক শিক্ষক একবার বলেছিলেন, 'এখন আমরা আর প্রজা নই। নাগরিক'। প্রজা থেকে নাগরিকে আমাদের উত্তরণ হলেও এখনও 'প্রজাতন্ত্র' দিবস কথাটা থাকার মানে কী? প্রজা কথাটার গায়ে কেমন যেন রাজা রাজা গন্ধ। রাজা থাকলে তবেই তো প্রজা! বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশে এখন ঘটা করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংবিধান দিবস' পালন করা হয়। যে দিনটায় আমাদের সংবিধান সংসদে গৃহীত হয় সেই দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। হাতে কাগজ ধরে সংবিধানকে মেনে চলার শপথ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। আর পরিপূর্ণ নাগরিক হয়ে প্রতি মুহূর্তে সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখায়। আসলে সংবিধানে একজন মানুষের কোন কোন অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা কখনও শেখানো হয় না ছাত্রছাত্রীদের। আসলে যে যত বেশি জানে, সে তত কম মানে।

সম অধিকারের তত্ত্ব বনাম বঞ্চনার বাস্তব

প্রজাতন্ত্রের যে ধারণা আমাদের সংবিধান থেকে পাওয়া যায় তা অনেকটা সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের মিশেল। দেশে সব নাগরিকের সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সেই সম অধিকারের তত্ত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই পর্যন্তই। আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে অবশ্য দায়বদ্ধতা পালন করে না কোনও সরকার। রবীন্দ্রনাথ সমাজ ব্যবস্থাকে কষাঘাত করে লিখেছিলেন, 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'। এই কবিতাটি আমাদের সংবিধান রচনার বেশ কয়েক বছর আগেই লেখা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় আট দশক পরেও দেশের গ্রামে গ্রামে দরিদ্র প্রজাদের 'ধন' চুরি করেছে রাজার হস্ত। 'উপেনে'র মতো হতদরিদ্র প্রজারা সেই তিমিরেই থেকে গিয়েছেন।

প্রজারাই যে দেশের সরকার তৈরি করেন, প্রজারাই যে সরকারের 'নির্বাচিত' প্রতিনিধি, প্রজাদের জন্যই যে সরকারের কাজ করা উচিত- সেই দেশে প্রজাদের বড় অংশ নিজেদের বঞ্চিত করেন। এই বঞ্চনা দূর করাই তো প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সেই বঞ্চনা যে আরও বেড়ে গিয়েছে তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় না। মানুষ আরও সুখে এবং শান্তিতে থাকবে, মানুষে মানুষে বিভেদ কমবে -এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর ভারতে অন্তরাত্মা এখনও অবহেলিত, বঞ্চিত।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক স্বর ও অপূর্ণ দাবি

প্রজাতন্ত্রই যদি প্রতিষ্ঠিত হবে তা হলে পাহাড়ের গোর্খা, লেপচা কিংবা উত্তরবঙ্গের কোচ-রাজবংশী, বোড়ো, রাভারা পৃথক রাজ্যের দাবিতে কেন এখনও সরব হবেন? কেনই বা গোর্খাল্যান্ডের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে? চা বাগানের শ্রমিকরা কি ১৯৫০ সালের আগের অবস্থার থেকে ভালো আছেন? চা বাগান বন্ধ হয়ে গেলে কেন অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে শ্রমিকদের? একদল মানুষ ক্ষমতার আস্ফালনে নদী-জঙ্গলের দখল নিয়ে জীবন জীবিকার উপরে প্রতিকূল পরিবেশ ফেলবে আর 'প্রজাদের' বন্যা, ধসের মুখে সব হারাতে হবে। এটাই এখন স্বাভাবিক জীবনচক্র।

সংবিধানের স্বার্থ রক্ষায় বছর বছর ভোট দিয়েও কেন সেই রাজার কাছে সুখ-শান্তি আদায়ের দাবি পেশ করতে হবে সেই প্রশ্ন কিন্তু আরও বেশি করে উঠতে শুরু করেছে। দাবি যতই প্রবল হচ্ছে ততই বাড়ছে রাজার দমনপীড়ন। অভাব আর পীড়নের বোঝা সমানভাবে বাড়ছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম মেরুদণ্ড সোজা করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বাধীন হয়ে প্রজা কল্যাণকামী সংবিধান কার্যকর করে ভাবা গিয়েছিল সেই মেরুদণ্ড আগাগোড়া সোজা থাকবে। সেটাই হবে একজন ভারতবাসীর পরিচয়। কিন্তু হয়েছে উলটো। আমরা ক্রমশ মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ছি। মেরুদণ্ড খুইয়ে আমরা ক্রমশ সরকারের দেওয়া ডোলের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। তা যেমন মানুষকে কর্মবিমুখ করে দিচ্ছে, তেমনই 'আত্মমর্যাদা' হারিয়ে, মেধার সঙ্গে আপস করে মানুষের এক নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া দুর্নীতি। ছোটবেলায় আমরা পড়তাম, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'। আমাদের প্রজাতন্ত্রে আমরা হেঁটেছি উলটোদিকে। কাজের সুযোগ দিতে পারেনি রাষ্ট্র।

গণতন্ত্রের চতুর্স্তম্ভে ঘুণ : বিপন্ন নাগরিক অধিকার

এখন প্রশ্ন হল অনেক আশা জাগিয়ে সংবিধান কার্যকর করা শুরু হলেও, আদর্শ একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করলেও, কেন এমন পিছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা? যে চারটি মূল খুঁটির উপরে ভিত্তি করে একটি ঘর দাঁড়িয়ে থাকে তাতে ঘুণ ধরা ঠেকাতে নানা চেষ্টা করেন গৃহস্থ। কাঠে একবার ঘুণ ধরলে ওই খুঁটি বদলানো ছাড়া উপায় থাকে না। খুঁটি না বদলালে ঘরটি ভেঙে পড়তে পারে। তাই খুঁটিতে যাতে ঘুণ না ধরে তার জন্য আগাম প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিয়েই কাজে নামতে হয়। আমাদের গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রেরও চারটি খুঁটি। আইন প্রণয়নকারী (লোকসভা, বিধানসভা), আইন প্রয়োগকারী (মন্ত্রী, প্রশাসন), বিচার ব্যবস্থা (আদালত) এবং সংবাদমাধ্যম। এই চারটি খুঁটিতেই যে ঘুণ ধরেছে তা দেখার জন্য ভারতভ্রমণের প্রয়োজন নেই। সব উপকরণই মজুত এই রাজ্যে। আইন প্রয়োগকারীর তৈরি আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রশ্ন ওঠে। আইন প্রয়োগকারী প্রকৃত দোষীকে আড়াল করে, বিচার বিভাগ প্রকৃত দোষীকে তাই শাস্তি দিতে পারে না। প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যম সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়ার ভয়ে মুখ বন্ধ রাখে কিংবা প্রশাসনের পক্ষেই গলা ফাটায়। অনেক ক্ষেত্রেই 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

বৈষম্যের ভারত ও 'সোনার পাথরবাটি' গণতন্ত্র

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন, 'ক্ষমতার অপব্যবহারই হল বৈষম্যের প্রাথমিক উৎস। শিক্ষায় বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ, যা গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি। কারণ, এটা হল গভীর অর্থে প্রত্যেককে সুযোগ দেওয়া। অন্যদিকে, শিক্ষা অর্থহীন হয়ে যেতে পারে যদি চাকরি না পাওয়া যায়।' অভিজিতের ব্যাখ্যা, 'ক্ষমতার অতি-কেন্দ্রীকরণ দায়িত্বহীনতার জন্ম দেয় এবং অবশেষে এটি আরও দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যায়।' দেশীয় সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকেই বলছেন, ২০১১ সালের পর থেকে ভারত দরিদ্রতা সংক্রান্ত কোনও বিস্তারিত তথ্যই প্রকাশ করেনি। ফলে বিস্তারিত তথ্য ছাড়া এই নিয়ে যে কোনও বিতর্কই অর্থহীন। বস্তুতপক্ষে উচ্চ আয় ও সম্পদের বৈষম্যের দিক থেকে ভারত অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ শতাংশ ভারতীয় দেশের ৬০ শতাংশের বেশি সম্পদের মালিক। আর ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার কাছে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। সেই বৈষম্য দূর করার দিশা আপাতত কেউই দেখাতে পারছেন না।

ভারতের প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র 'সোনার পাথরবাটি' অর্থাৎ অবাস্তব বা অলীক কল্পনা কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মতভেদ রয়েছে। অনেকে দুর্নীতি, নির্বাচনকেন্দ্রিক সন্ত্রাস ও ক্ষমতাসীনদের দাপট দেখে একে অবাস্তব বলে মনে করেন। আবার, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার টিকে থাকাকে অনেকে প্রজাতন্ত্রের বাস্তব অস্তিত্ব হিসেবেই দেখেন। অনেকেই মনে করেন, সাধারণ জনগণের জন্য গণতন্ত্র কেবল প্রতি পাঁচ বছরে ভোটের উৎসব, কিন্তু কার্যত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে নেতা-মন্ত্রীদের হাতে। দুর্নীতি ও ক্ষমতা রাজনীতি একে অনেকটা অসার বা অবাস্তব করে তুলেছে। প্রশাসনিক অসহযোগিতা, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং বিরোধী দমন—এগুলোই গণতন্ত্রের রূপকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, যাকে সমালোচকরা 'সোনার পাথরবাটি' বলে অভিহিত করছেন।

আব্রাহাম লিঙ্কনের 'ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল' উক্তির অনুকরণেই ১৯৫০ সালে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় সংবিধান। ৭৫ বছর পরে দেখা যাচ্ছে সবার মধ্যে নয়, মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে যাবতীয় সম্পদ। সংবিধান রচনার মূল লক্ষ্যটাই বদলে হয়ে গিয়েছে 'ফর ফিউ পিপল, বাই ফিউ লিমিটেড পিপল, ফর ফিউ লিমিটেড পিপল'।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৪৪

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

২০১৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী।

আলোচিত

ভারত শেখ হাসিনাকে তাদের মাটিতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। এটা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ভারতের এই আচরণ প্রতিবেশীসুলভ নয়। এতে দু-দেশের সম্পর্ক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। -বাংলাদেশ সরকার

ভাইরাল/১

পাত্র আইএএস। পাত্রী আইপিএস। দক্ষিণ ভারতের এই যুগলের বিয়ে নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান নয়, কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিবারের হাতেগোনা সদস্যদের নিয়ে তাঁরা আইনি বিয়ে সেরেছেন।

ভাইরাল/২

মানালিতে তুষারপাত। সাদা বরফে ঢেকেছে রাস্তা। আর ওই রাস্তায় একটি বহুমূল্যের অডি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ধাক্কা মারে। বিপদ না হলেও নেটিজেনদের কটাক্ষ, এত টাকা খরচ করে গাড়ি কেনার কী দরকার, যদি বরফেই না চলতে পারে!

জনমন জনমত

নিরামিষ নাকি আমিষ

নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে নিরামিষ খাবার খেতে দেওয়া হবে- এই ফতোয়া জারি হওয়াতে আসর গরম। কয়েক ঘণ্টা ট্রেনে যাতায়াতের পথে যাত্রীদের জন্য রেলমন্ত্রক খাবার (পয়সার বিনিময়ে) দেবে বলে ঠিক করেছে। আচ্ছা, সেই খাবার যদি নিরামিষ হয় তাতে কী গেল আসল? না এতে কিছু মানুষের মনে হয়েছে, এটা কেন হবে? আমিষ কেন হবে না? এই নিয়েই শুরু হয়েছে বিবাদ।

বহু বছর ওষুধ কোম্পানির মার্কেটিং ও সেলস বিভাগে কাজ করার সুবাদে কাজের তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি অসম, ত্রিপুরা সহ দেশের বহু জায়গায় ট্রেনে যাতায়াত করেছি। যাতায়াতের পথে বহু সহযাত্রীকে বিশেষ করে আমিষভোজী যাত্রীদেরও দেখেছি প্যান্ট্রিকারে নিরামিষ খাবার অর্ডার করতে। কারণ হিসাবে জেনেছি, বাইরের রান্না করা মাছ-মাংস খাওয়া ঠিক নয়। দার্জিলিং মেল বা রাতের কোনও ট্রেনে কলকাতা যাওয়ার পথে আমি নিজে বাড়ি থেকে কিন্তু নিরামিষ খাবার নিয়ে যাওয়া পছন্দ করতাম। তাহলে আমিষ খাবার নিয়ে এত কথা হচ্ছে কীসের জন্য? দেখবেন, এই নিয়ে অন্যদের মধ্যে কিন্তু কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। যত চিন্তা শুধু আমাদের ...।

আগের কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে আমাদের মতো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের টিকিটে ৪০ শতাংশ ছাড় ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে তা উঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কোনও প্রতিবাদ হল না। শুধু কি তাই! আমরা যারা ৬০ বা ৭০ ঊর্ধ্ব অর্থাৎ প্রবীণ নাগরিক, যারা পুরো টাকা দিয়ে টিকিট কেটে নিজেদের পছন্দমতো জায়গা পাই না, তাদের যখন উপরের সিট বা আপার বার্থ দেওয়া হয় তখন কিন্তু প্রতিবাদ তো দূর, আর কী করা যাবে- এই ভেবে চুপ করে সহযাত্রীদের দয়ার উপর বসে থাকতে হয়। প্রতিবাদ যেখানে হওয়ার সেখানে হয় না, শুধু মুখরোচক খাবার নিয়ে আলোচনা...।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সিলেবাসের খাঁচা থেকে মুক্তি বই উৎসবে

লাইব্রেরি সংকটের যুগে শিক্ষার্থীদের বইয়ের নেশায় বুঁদ করতে প্রতিটি বিদ্যালয়েই নিজস্ব বই উৎসবের উদ্যোগ প্রয়োজন।

অমিত দে

-এআই

শীতের শুরু থেকেই ছোট-বড় বিভিন্ন জেলায় চলছে বাঙালির অন্যতম পার্বণ বইমেলা। কলকাতা বইমেলা বাদ দিলে প্রান্তিক বা জেলা শহরে এই বইমেলা পার্বণের পর্যায়ে আর রয়েছে কি না সে প্রশ্ন একেবারে অবান্তর নয়। তবুও মেলা, উৎসব, আহার, গান এই সবকিছুকে ছাপিয়ে শুধু বইকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন তার গুরুত্ব এখনও সমপর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। লেখক, সচেতন মনস্বী পাঠক বাদে এই মেলাতেই প্রথম বইয়ের নেশাতে ডুব দেওয়ার সুযোগ পায় অজস্র অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে। সারা বছরের সিলেবাস ভিত্তিক লেখাপড়ার বাইরে নিজের অজান্তেই আবিষ্কার করে এক অচেনা আনন্দ-ভুবন। সেই ক্ষেত্রে এই বইমেলার ভূমিকা অদ্বিতীয়। আগে যে ভূমিকা ছিল লাইব্রেরির। কিন্তু বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারি লাইব্রেরিগুলো কীভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য অন্তিম লড়াই করছে তা আমরা জানি।

ধুলো জমা আলমারি বনাম অনাদরের শৈশব

শহরের স্কুলগুলো নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অথবা সচেতন অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের যেভাবে এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করায় তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বৃহত্তর পরিসর নিয়ে। বইমেলার ঢেউ এখানে এসে পৌঁছায় না। গ্রামগঞ্জের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই সুযোগ কোথায়! অনেক স্কুলে লাইব্রেরিই নেই, কিছু স্কুলে থাকলেও তা নামমাত্র পরিকাঠামোতে নিজ অস্তিত্ব জানান দেওয়ার মতোও নয়। বই আছে তো লাইব্রেরিয়ান নেই, আবার কোথাও পর্যাপ্ত বই নেই। কোথাও বই থাকলেও প্রশস্ত ঘর নেই। বই দীর্ঘদিন আলমারি বন্দি হয়ে কচিকাঁচা হৃদয়ের সঙ্গে নয়, ধুলোর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলছে।

একটি বই ও বদলে যাওয়া জীবনের স্বপ্ন

সেখানে সর্বস্তরের সমস্ত স্কুলে বছরে একবার হলেও যদি ছোট-বড় আকারে বই উৎসব করা যায় তা খুব কষ্টসাধ্য কাজ হবে কি? বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সরস্বতীপুজো, খাদ্য উৎসব এইসবের মাঝে একটি বই উৎসব কি ওই কচিকাঁচা হৃদয়ে কিছুটা হলেও বইয়ের প্রতি আলাদা উৎসাহ, আলাদা ভালোবাসা জাগাবে না? দরকার তো একটু আলোর দিশা দেখানো। সকলে বই কিনবে না, হয়তো আর্থিকভাবে খুব একটা লাভবান হওয়া যাবে না। কিন্তু যে ছেলে বা মেয়েটি নিতান্তই সামান্য আগ্রহে একটি কমিকসের চটি বই তুলে নিয়ে গেল, আগামীদিনেই 'হাঁদাভোঁদা-বাঁটুল' হয়ে 'অর্জুন-ঋভু' হয়ে সে যে একদিন 'পথের পাঁচালী', 'সেই সময়', 'কেয়াপাতার নৌকা' হাতে তুলে নেবে না তা কে জানে! যে ছাত্রটির হাতে চলে এল কোডিং-এর বই সে যে ভবিষ্যতে নিজেই কিছু করে ফেলবে না তা হয়তো ছেলেটি নিজেও জানে না। পড়াশোনায় চূড়ান্ত অমনোযোগী এক কিশোরীর একটি সার্থক পাঠ তাকে দিয়েও একদিন লেখাতে পারে কবিতার কয়েক পংক্তি। একটি প্রথম ভালোলাগা বই যে কী করে ফেলতে পারে তা একজন প্রকৃত পাঠক অথবা একজন লেখক মাত্রেই জানেন।

সদিচ্ছা ও যৌথ উদ্যোগে উৎসবের রূপরেখা

এরকম ভাবনা বা সদিচ্ছা আদৌ আমাদের রয়েছে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। শুধুমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে স্কুলগুলি নিজস্ব উদ্যোগেও শুরু করতে পারে বই উৎসব। এককভাবে সম্ভব না হলে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল মিলে অগ্রণী হলে এই উদ্যোগ আরও সফলতা পাবে। সিলেবাসের বইয়ের সূত্রে স্কুলে সারাবছর বিভিন্ন প্রকাশনার কর্মীদের আনাগোনা লেগেই থাকে, তাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় বইয়ের বিপণিগুলোকে যুক্ত করতে হবে। আর যদি কাছাকাছি কোনও লাইব্রেরি থাকে শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য বই নেড়েঘেঁটে দেখার জন্য সেটিকেও যুক্ত করা যেতে পারে। তবেই সবমিলিয়ে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠবে বই উৎসব।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫৪

পাশাপাশি : ১। দইয়ের সঙ্গে ছাতু, ময়দা, চিঁড়ে প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরি খাদ্যবিশেষ ৪। অবাধ্য বা দুর্দান্ত ৫। লালচে রংয়ের নমনীয় মিশ্র ধাতুবিশেষ ৭। পণ্ড, কেঁচে গেছে এমন ৮। ভর্ৎসনা, নিন্দা ৯। অতি মাননীয় বা সম্ভ্রান্ত ১১। জলচর পাখিবিশেষ ১৩। বন্ধু, সহচর ১৪। গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা ১৫। গুঁটিপোকার সুতো বা তা থেকে তৈরি মোটা কাপড়বিশেষ।

উপর-নীচ : ১। মার্গ সংগীতের রাগিণীবিশেষ, অর্জুন গাছ ২। ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৩। সর্দার, নেতা ৬। মাদার গাছ, শিমুল গাছ ৯। ভেলা ১০। অসাধারণ গুণবান সন্তানের জননী ১১। দস্যু, প্রকাশ্যে বলপূর্বক হরণকারী ১২। কাঁকর।

সমাধান ■ ৪৩৫৩

পাশাপাশি : ১। মিলমিশ ৩। মাধব ৫। কণ্ঠিবদল ৭। মসিনা ৯। আড়ত ১১। আমজনতা ১৪। বজ্জর ১৫। কালাকাল।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। শতেক ৩। মালব ৪। বদল ৬। দগড় ৮। সিকিম ১০। তলাতল ১১। আদব ১২। জম্বির ১৩। তালিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বরফে ঢাকা রেলপথ পেরিয়ে ট্রেনে যাত্রা। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। রবিবার। -পিটিআই

পদ্মাপারে ফের হিন্দুকে পুড়িয়ে খুন

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবার রাতে নরসিংদি শহরের একটি গ্যারাজে ঘুমন্ত অবস্থায় চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক (২৩) নামে এক হিন্দু তরুণকে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কুমিল্লার লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা চঞ্চল ওই গ্যারাজে কাজ করতেন। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। পরিবারের দাবি, এটি একটি 'পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড'।

নরসিংদির পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল ফারুক বলেছেন, 'সিসিটিভি ফুটেজে একজনের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করা গিয়েছে। আগুনের উৎস যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি বাইরের হস্তক্ষেপ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বাইরে থেকে গ্যারাজের শাটারের ওপর পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ ভেতরে আটকে থেকে শ্বাসরোধ ও দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চঞ্চলের। দমকলকর্মীরা শাটার ভেঙে ভেতরে ঢুকলেও ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর এই ধারাবাহিক হামলা এখন আর আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা

এবার নরসিংদিতে

নয়, বরং ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর গভীর ছায়া ফেলেছে। গত কয়েকমাসে দীপুচন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দিয়ে পুড়িয়ে মারা, ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে হত্যাকাণ্ড এবং গাজিপুরে কলা কেনাবেচা নিয়ে বিবাদে হিন্দু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মারার মতো ঘটনা ভারতের উদ্বেগ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক একাধিক বিবৃতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ধারাবাহিক হামলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নয়াদিল্লির বার্তা স্পষ্ট বার্তা, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্থানগুলি রক্ষা করতে হবে।

হাসিনা মন্তব্যে ঢাকার তোপে দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : সংসদ নির্বাচনের মুখে নয়াদিল্লিতে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়ায় ভারতকে নিশানা করল বাংলাদেশ। রবিবার বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ঢাকার তরফে বলা হয়েছে, গত ২৩ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার ঘটনা বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে বিস্মিত এবং হতবাক করেছে।

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার আইনগত ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু সেই দায়বদ্ধতা পূরণ না করে ভারতের মাটিতে তাঁকে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

ভারতের রাজধানীতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া এবং গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত একজন পলাতক আসামিকে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বীকৃত নীতিমালার পরিপন্থী। বিশেষ করে সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সু-প্রতিবেশীসুলভ আচরণের নীতি এতে লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ বাংলাদেশের। ঢাকার ভাষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনা বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতি স্পষ্ট অবমাননার শামিল। বাংলাদেশ মনে করে, এই পদক্ষেপ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যতের জন্য একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যতে

নির্বাচিত সরকারগুলোর মধ্যে সুস্থ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গঠনের প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ইউনূস সরকারের অভিযোগ, ওই বক্তব্যে শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে বর্তমান সরকারকে অপসারণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং দেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ব্যাহত করতে তার দলীয় অনুসারী ও সাধারণ জনগণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উসকানি দিয়েছেন। বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ভূমিকারও কঠোর সমালোচনা করা হয়।

শান্তির বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : রবিবার ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শান্তির বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা হিংসা এবং সংকটের ঘটনা। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা, নারীশক্তি, আর্থিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং প্রশাসনিক সংস্কারের কথাও উঠে এসেছে রাষ্ট্রপতির ভাষণে। তিনি বলেন, 'আমাদের পরম্পরায় গোটা বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শান্তির প্রার্থনার কথা বলা আছে। ভারত এই শান্তির বার্তা গোটা বিশ্বের ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা জারি রাখবে।' তবে জাতীয় সুরক্ষা এবং সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে যে ভারত নিজেদের লড়াকু মানসিকতা ছাড়বে না তা রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্পষ্ট। অপারেশন সিঁদুরের ভূয়সি প্রশংসা করে তিনি জানিয়েছেন, ওই নিখুঁত হামলা সীমান্তের ওপারে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ট্রেনে বচসা, হত অধ্যাপক

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি : দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের 'লাইফলাইন' হল লোকাল ট্রেন। অথচ সেই ভিড়ে ঠাসা লাইফলাইনেই এবার ঘটল খুনের মতো একটি হাড় হিম করা ঘটনা। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুম্বইয়ের নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মুম্বইয়ের মালাড স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে।

চার্চগেট-বোরিভালি লোকাল ট্রেন তখন সবেমাত্র স্টেশনে ঢুকছে। হঠাৎই বচসায় জড়িয়ে পড়েন দুই ট্রেনযাত্রী অলোককুমার সিং (৩৩) এবং ওমকার শিন্ডে (২৭)। ভিলে পার্লের একটি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক অলোক এবং পেশায় দিনমজুর ওমকারের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মে নামার ঠিক আগে মেজাজ হারিয়ে আচমকা অলোককুমার সিংয়ের পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন ওমকার। ভিড়ের মধ্যে চম্পট দেন ওমকার। স্টেশনের ওভারব্রিজের সিসিটিভি ফুটেজে এক ব্যক্তিকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অলোককুমার সিংকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

কাঁটাতারে নিখোঁজ ওডিশার ১৪ বাসিন্দা

ভুবনেশ্বর, ২৫ জানুয়ারি : ওডিশা থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ— রহস্যময় এক 'পুশব্যাক'-এর জেরে নিখোঁজ হয়ে গেল শিশু থেকে বৃদ্ধ সহ আস্ত একটি ভারতীয় পরিবার। অভিযোগ, ৯০ বছরের বৃদ্ধা থেকে শুরু করে ৬ বছরের শিশু, একই পরিবারের ১৪ জন ভারতীয় সদস্যকে স্রেফ 'বাংলাভাষী' হওয়ার অপরাধে ওডিশা থেকে সীমান্ত পার করে দেওয়া হয়েছে।

ওডিশার জগৎসিংপুরের বালকুদা এলাকার বাসিন্দা শেখ রাবানির পরিবার গত সাত দশক ধরে ওখানেই বসবাস করছেন। তাঁদের আদি বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌসুনি দ্বীপে। অভিযোগ, গত নভেম্বর মাসে হঠাৎই পুলিশ জগৎসিংপুরের ধানীপুর গ্রাম থেকে রাবানির বোন মাইরুন বিবি, তাঁর স্বামী এবং সন্তানদের তুলে নিয়ে যায়। রাবানির দাবি, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখানোর পরেও পুলিশ তাঁদের কথা শোনেনি, উলটে ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে ওডিশার বিজেপি সরকার এবং পুলিশ।

রাবানির দাবি, তাঁর বাবা ভারতেই জন্মেছেন এবং তাঁদের কাছে বৈধ নথিপত্র রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ওডিশা পুলিশ ওই ১৪ জনকে প্রথমে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। বিএসএফ তাঁদের নদিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে। কিন্তু ওপারে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিজিবি) ওই ১৪ জনকে ভারতে ফেরত পাঠায়। বিএসএফ হিলি সীমান্তের কাছে তাঁদের আটকায়। দু-দিন পর ফের তাঁদের সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিএসএফের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, 'ভারতে ফেরার চেষ্টা করলে গুলি চালানো হবে।' তারপর ওই পরিবারের একজনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে জানা যায়, ওই ১৪ জন চট্টগ্রামে রয়েছেন। কিন্তু তারপর থেকে আর কারও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আইনি লড়াইয়ের চিন্তাভাবনা করছে রাবানির পরিবার।

ওডিশার ১৪ জনের অমানবিক পুশব্যাক ফিরিয়ে এনেছে বীরভূমের সোনালি বিবির স্মৃতি। দিল্লি থেকে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে

■ ১৪ জন ভারতীয় সদস্যকে 'বাংলাভাষী' হওয়ার অপরাধে ওডিশা থেকে সীমান্ত পার করে দেওয়া হয়েছে

■ ওডিশা পুলিশ ওই ১৪ জনকে প্রথমে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়

■ বিএসএফ তাঁদের ওপারে পুশব্যাক করলে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়

■ দু-দিন পর ফের তাঁদের সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়

অন্তঃসত্ত্বাসোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সোনালি বিবিকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার। ওডিশার ১৪ জন বাসিন্দার ক্ষেত্রে কী হবে জানা নেই। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ৫০ জন 'অবৈধ অভিবাসী'কে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করা হয়েছে। প্রায় ১৭৬০ জনের নথিপত্র যাচাই করেছে পুলিশ ও এসটিএফ। প্রশাসনের দাবি, যথাযথ যাচাইয়ের পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, বিরোধী দল বিজেডি-র মতে, এই অভিযান আদতে একটি 'লোকদেখানো' প্রক্রিয়া। পুলিশের দাবি, কেন্দ্রীয় গাইডলাইন মেনেই অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে। রাবানির প্রশ্ন, 'ওরা যদি বাংলাদেশিই হবেন, তবে আমার দুই দাদাকে কেন নথিপত্র দেখে ওডিশা পুলিশ ছেড়ে দিল? একই নথিতে কেউ ভারতীয় আর কেউ বাংলাদেশি হয়?'

প্রয়াত মার্ক টুলি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : বর্ষীয়ান ব্রিটিশ সাংবাদিক স্যর উইলিয়াম মার্ক টুলির জীবনাবসান হল। রবিবার নয়াদিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০। বহু পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত মার্ক টুলি দীর্ঘদিন ধরে বিবিসি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত-পাক যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা, অপারেশন ব্লু স্টার, ইন্দিরা গান্ধি হত্যা, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, রাজীব গান্ধি হত্যা, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ভারতের ইতিহাসের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা তাঁর বিবরণে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে। আক্ষরিক অর্থেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিবিসির 'ভয়েস অফ ইন্ডিয়া'। উপমহাদেশের নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী ছিলেন টুলি। ১৯৩৫ সালের ২৪ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী। দার্জিলিংয়ের ব্রিটিশ বোর্ডিং স্কুলের পাঠ চুকিয়ে মাত্র ৯ বছর বয়সে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রিটেনে। সেখানে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬৪ সালে বিবিসিতে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে ভারতে বিবিসির সাংবাদিক হিসেবে ভারতে ফিরে আসেন। শুধু সাংবাদিকতা নয়, একাধিক বই-ও লিখেছিলেন তিনি।

খুন ভারতীয়

অটোয়া, ২৫ জানুয়ারি : কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে গ্যাংওয়ারের জেরে ফের প্রাণ হারালেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত তরুণের নাম দিলরাজ সিং গিল (২৮)। ভ্যাঙ্কুভারের বাসিন্দা দিলরাজ গত ২২ জানুয়ারি বানাবির 'কানাডা ওয়ে' এলাকায় আততায়ীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান। তদন্তকারী সংস্থা 'ইন্টিগ্রেটেড হোমিসাইড ইনভেস্টিগেশন টিম' -এর দাবি, দিলরাজ অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ ছিলেন। এই খুনের নেপথ্যে গ্যাংওয়ারের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

শুভাংশু শুক্লাকে 'অশোকচক্র'

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের সর্বোচ্চ বীরত্ব সম্মান 'অশোকচক্র' পেতে চলেছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা! ২০২৫-এর জুনে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে ১৮ দিনের মিশন সফল করার স্বীকৃতি হিসাবে ভারতীয় বায়ুসেনার এই আধিকারিককে জীবনকালেই অশোক চক্রে ভূষিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে এই বিরল সম্মান পেয়েছিলেন ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা।

কাল সর্বদল

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২৮ জানুয়ারি। তার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ২৭ জানুয়ারি সকাল ১১টায় সংসদ ভবনের অ্যানেক্সে সর্বদলীয় বৈঠকটি ডেকেছেন। অধিবেশন যাতে মসৃণভাবে চলে সেই ব্যাপারে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা। দীর্ঘদিন বাদে এবার রবিবার দেশের সাধারণ বাজেট পেশ হতে চলেছে। এবার ১ ফেব্রুয়ারি পড়েছে রবিবার। ওইদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট পেশ করবেন।

তেজস্বীর হাতে লালুর 'লণ্ঠন'

এগিয়ে চলো... তেজস্বীকে উত্তরসূরি করার মুহূর্তে লালু-রাবড়ি।

পাটনা, ২৫ জানুয়ারি : লালুপ্রসাদ যাদবের হাতে তৈরি আরজেডি-র 'লণ্ঠন'-এর দায়িত্ব এবার থেকে তেজস্বী যাদবের। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছোট ছেলেকে দলের সর্বভারতীয় কার্যনিবাহী সভাপতি পদে নিয়োগ করেছেন আরজেডি সুপ্রিমো। এই নিয়োগের মাধ্যমে আরজেডি-তে লালু-রাবড়ি যুগের অবসান ঘটে পাকাপাকিভাবে তেজস্বী জমানার শুভ সূচনায় সিলমোহর পড়ল। এদিন পাটনায় আরজেডির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে তেজস্বীর হাতে আরজেডি-র কার্যনিবাহী সভাপতি পদে নিয়োগপত্র তুলে দেন লালু। পাশে ছিলেন তাঁর পত্নী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী। আরজেডি-র তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'এক নতুন যুগের শুভ সূচনা হল।'

তবে আরজেডি-তে লালু-পুত্রের এহেন উত্থানকে কটাক্ষ করেছেন তাঁর বোন রোহিণী আচার্য। গত বিধানসভা ভোটে শোচনীয় পরাজয়ের পর লালুর পরিবারের মনোমালিন্য প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। রাজনীতির পাশাপাশি বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন করে দেন তিনি। এদিন তেজস্বীকে নতুন দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে রোহিণী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'রাজনীতির চরম শিখর— বলা যায়, এক ব্যক্তির গৌরবময় ইনিংসের মহিমাময় সমাপ্তি। অভিনন্দন সেই চাটুকার দল এবং অনুপ্রবেশকারী বাহিনীকে, যাদের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া এই যুবরাজের আজ রাজ্যাভিষেক হল।' এই প্রসঙ্গে এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ানের খোঁচা, 'বিধানসভা ভোটে হারের পর যেখানে দলের সমস্ত নেতা-কর্মীর কৈফিয়ত চাওয়া হচ্ছে, সেখানে তেজস্বী যাদবকে এত বড় পদে বসানো হল কেন? এর থেকে পরিষ্কার, আরজেডি পরিবারতন্ত্রের ছায়া থেকে বেরোতে নারাজ।'

বিজয়ের বজ্রনির্ঘোষ

চেন্নাই, ২৫ জানুয়ারি : একদিকে নতুন সিনেমার মুক্তি ঘিরে জট, অন্যদিকে সিবিআইয়ের সমন। দুই গেরোর মাঝে দাঁড়িয়েই শাসক ডিএমকে এবং বিরোধী বিজেপির নাম না করে রণহুংকার দিলেন অভিনেতা-রাজনীতিক থালাপতি বিজয়। রবিবার মামাল্লাপুরমে টিভিকের ৩ হাজার রাজ্য ও জেলা পদাধিকারীদের সম্মেলনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাফ কথা, 'আমি চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করব না। মাথা নোয়াব না।' তামিলনাড়ুর আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে বিজয় নায়কোচিত ভঙ্গিতে বলেন, 'এটা শুধু ভোট নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক যুদ্ধ। আপনারা যাঁরা

আমার সঙ্গে এই যুদ্ধে লড়াই করবেন তাঁরা সকলেই আমার কমান্ডো।'

নিজের দলের নির্বাচনি প্রতীক 'হুইসল' বাজিয়ে বিজয়ের বার্তা, 'যাঁরা এখন রাজনীতিতে রয়েছেন তাঁরা আন্নাদুরাইকে ভুলে গিয়েছেন।' টিভিকে এখনও পর্যন্ত কোনও জোটে নাম লেখায়নি। তাঁকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় শিবিরই আগ্রহী। তাঁর ছবি 'জন নায়গন'-এর মুক্তি আটকে দিয়েছে সেন্সর বোর্ড। এই নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। এর পাশাপাশি কারুরে টিভিকে-র অনুষ্ঠানে পদপিষ্টের ঘটনায় বিজয়কে দু-বার জেরা করেছে সিবিআই।

ফেডেরাল এজেন্টের গুলিতে মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি : এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার। ফেডেরাল অভিবাসন এজেন্টের গুলিতে ফের একজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল আমেরিকার মিনিয়াপোলিস। শনিবার বরফঢাকা রাস্তায় ধস্তাধস্তির সময় ৩৭ বছর বয়সি আইসিইউ নার্স অ্যালেক্স প্রেত্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসন ও ট্রাম্প সরকারের মধ্যে সংঘাত চরম সীমায় পৌঁছেছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ দাবি করেছে, প্রেত্তি এজেন্টদের ওপর হামলার উদ্দেশে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার প্রেত্তিকে 'আততায়ী' বলে অভিহিত করেছেন। তবে ভাইরাল ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রেত্তি ভিডিও করছিলেন। এজেন্টদের হাত থেকে এক মহিলা বিক্ষোভকারীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হন। তাঁর মুখে রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। রাস্তায় পড়ে যাওয়া প্রেত্তির সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেইসময় এক আধিকারিক তাঁর পকেটে একটি বন্দুকের হদিস পান। এরপরেই এজেন্টরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। প্রেত্তির নিথর দেহের ওপরও একাধিকবার গুলি চালাতে দেখা গিয়েছে এজেন্টদের।

মর্মান্তিক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ বলেন, 'ফেডেরাল সরকারের তদন্তে ভরসা রাখা যায় না। এই ঘটনার তদন্ত করবে রাজ্য প্রশাসন।' অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পালটা তোপ দেগে মেয়র জেকব ফ্রে ও গভর্নর ওয়ালজকে 'বিদ্রোহে উসকানি' দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। এমনকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 'ইনসারেকশন অ্যাক্ট' বা বিদ্রোহ দমন আইন প্রয়োগের হুমকিও দিয়েছেন তিনি।

আত্মবিশ্বাস হারাবে না ইংরেজিতে

পীযূষ সূত্রধর *শিক্ষক, তপসিখাতা হাইস্কুল আলিপুরদুয়ার*

২০২৬ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রতি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর একটা অতিরিক্ত ভীতি বা জড়তা কাজ করে। কিন্তু পরীক্ষা কক্ষে কিছু বিষয় মাথায় রাখলে ইংরেজিতে খুব ভালো নম্বর তোলা সম্ভব। সেই বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করছি। আশাকরি আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাজে লাগবে।

প্রথমত, পরীক্ষা কক্ষে মাথা ঠান্ডা রেখে প্রশ্নপত্র ভালোভাবে পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করতে হবে। প্রশ্ন পড়ার জন্য বরাদ্দ অতিরিক্ত পনেরো মিনিট সময়। সেই সময়ে যথাযথভাবে প্রশ্ন পড়ে উত্তর লেখার সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করে নেবে। এই প্রসঙ্গে না বললেই নয়, সুন্দর ও স্পষ্ট হাতের লেখা পরীক্ষকের মনে ইতিবাচক দাগ কাটে। প্রশ্নের উত্তর To the point হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করলে ইংরেজিতেও ফুল মার্কস পাওয়া সম্ভব। ইংরেজি পরীক্ষায় প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লিখতে হয় বলে যে কোনও অংশের উত্তর যে কোনও সময়ে অনায়াসে লেখা যেতে পারে। অজানা বা শক্ত প্রশ্নে বেশিক্ষণ সময় না কাটিয়ে পরবর্তী অপেক্ষাকৃত সহজ প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করবে। তাহলে সময়ের অপচয় হবে না।

প্রথমেই, Reading Comprehension (Seen) -এর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করো। কারণ যে Prose -এর Passage ও Poem -এর Lines এখানে দেওয়া হয় তা পাঠ্যবইয়ের হওয়ায় আগে থেকে পড়া থাকে। প্রশ্ন অনুযায়ী Passage-এ চোখ বোলালেই খুব সহজেই এই বিভাগের প্রশ্নের উত্তর লেখা যায়।

প্রশ্ন হয়, Tick the correct answer, complete the sentence এবং True, False ধরনের। তবে মনে রাখতে হবে, True বা False -এর Supporting statement যেন অবশ্যই Inverted Comma('---') -র মধ্যে লেখা হয়।

Reading Comprehension (Unseen) অংশে Passage টি অন্ততপক্ষে দু'বার পড়বে।

Unseen passage -এর প্রশ্নোত্তর শুরু করার আগে প্রথমে passage টি একবার দ্রুত পড়ে নিতে হবে বিষয় বোঝার জন্য। দ্বিতীয়বার একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বে। পড়ার সময় অজানা বা নতুন শব্দের নীচে হালকা চিহ্ন দিয়ে রাখতে পারো। Sentence -এ ওই শব্দটির অর্থ অনুমান করার চেষ্টা করতে হবে। পুরো বাক্য পড়ে meaning আন্দাজ করবে। Vocabulary Section -এ চারটি same meaning -এর words বা synonyms এই passage থেকে বের করে লিখতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে যে, সেই চিহ্নিত unknown বা নতুন শব্দও Vocabulary প্রশ্নের উত্তর হতে পারে। তাই এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

Grammar -এ থাকে মূলত Fill in the blanks with suitable prepositions and articles, Fill in the blanks with proper forms of verbs, Voice, Narration, Degree, Joining, Transformation of sentences জাতীয় প্রশ্নাবলি। এছাড়াও থাকে Replace the underlined verbs with suitable phrasal verbs from the list ধরনের প্রশ্ন। মনে রাখতে হবে, Underlined/italicized verb যে Form -এ থাকে Phrasal Verb টিকে সেই Form -এ লিখতে হবে। অর্থাৎ প্রদত্ত Sentence -এ Verb -এর Form অনুযায়ী Phrasal Verb টিকে Present, Past বা Past Participle ফর্মে পরিবর্তন করতে হবে। Grammar -এ সঠিক উত্তর লিখলে পুরো নম্বর পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, এই অংশে সামান্যতম ভুলেও পুরো নম্বর কাটা হয়।

এবারে আসা যাক Writing Skill -এর উত্তর লেখার বিষয়ে। এই অংশে মূলত সুন্দর ও নির্ভুলভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখতে পারার উপর জোর দেওয়া হয়। Grammatically correct Sentence গঠন ও Spelling mistake -এর প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ভুল Sentence construction বা বাক্য গঠন এবং Spelling mistake বা বানান ভুলের কারণে নম্বর কাটা হয়। প্রতিটি Writing -এর Format ও লেখার style ভিন্ন ধরনের। সেই বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। বিগত দশ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, Paragraph, Letter, Report, Notice ও Story এই বিষয়গুলো থেকে বারবার প্রশ্ন এসেছে। সহজ সরল ভাষায় ঠিকঠাক Format মেনে অনধিক 120 শব্দের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ের উপর লিখতে হবে। অযথা ভারী শব্দ ব্যবহার করে লেখার প্রবহমানতা নষ্ট না করাই শ্রেয়। চেষ্টা করতে হবে, Question cum Answer scripts -এ দেওয়া Space -এর মধ্যে সম্পূর্ণ উত্তর লিখতে। প্রশ্নে দেওয়া সবগুলো Hints কে ক্রমানুসারে লেখায় উল্লেখ করতে হবে। প্রশ্নে প্রদত্ত কোনও point বাদ দিলে নম্বর কমে যেতে পারে। পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের উত্তর লেখার পর অন্ততপক্ষে 15 মিনিট সময় হাতে রাখা প্রয়োজন। এই সময় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর Check করে নিতে হবে। Spelling mistake বা Sentence Construction -এ ভুল হলে ঠিক করে নিতে হবে। সব প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়েছে কি না তা দেখে নিতে হবে। উপরিউক্ত কথাগুলো মাথায় রেখে পরীক্ষায় সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লিখলে অনায়াসে ভালো নম্বর তোলা সম্ভব।

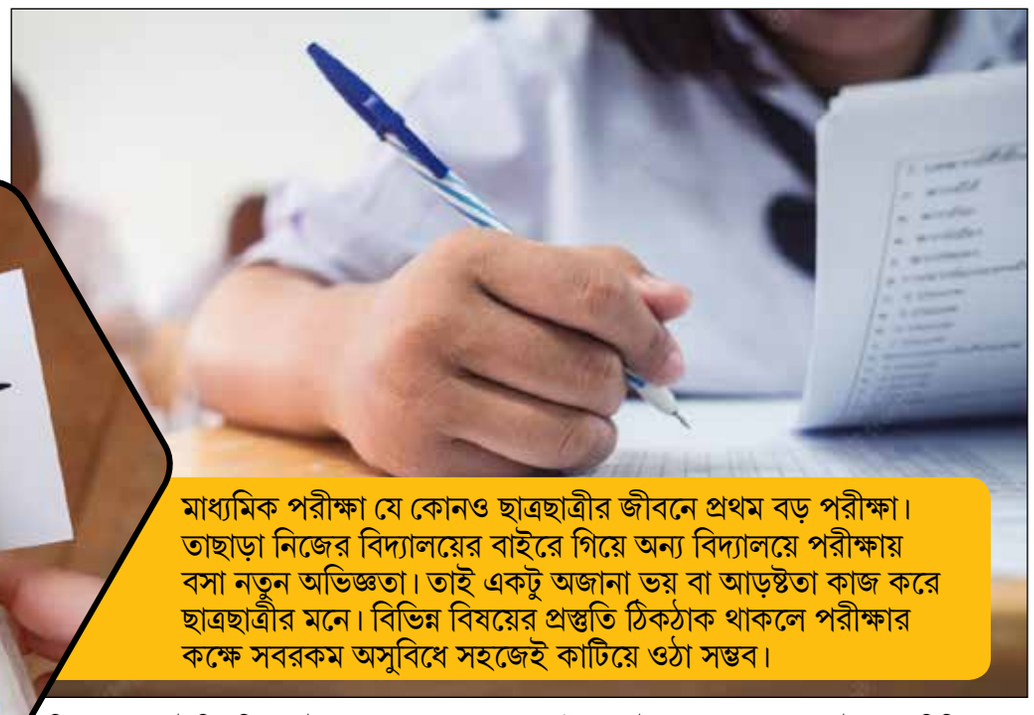

মাধ্যমিক পরীক্ষা যে কোনও ছাত্রছাত্রীর জীবনে প্রথম বড় পরীক্ষা। তাছাড়া নিজের বিদ্যালয়ের বাইরে গিয়ে অন্য বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বসা নতুন অভিজ্ঞতা। তাই একটু অজানা ভয় বা আড়ষ্টতা কাজ করে ছাত্রছাত্রীর মনে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রস্তুতি ঠিকঠাক থাকলে পরীক্ষার কক্ষে সবরকম অসুবিধে সহজেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সাজেশান

অমরজিৎ সিংহ রায়, *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বড়ম গোকুলপুর জুনিয়ার হাইস্কুল দক্ষিণ দিনাজপুর*

চতুর্থ সিমেস্টার

শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে ১০, ৫ ও ২ নম্বরের প্রশ্নাবলি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন সিলেবাস অনুযায়ী চতুর্থ সিমেস্টারে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

● **১০ নম্বরের প্রশ্ন :-**

১. পরিণমন কাকে বলে? শিখনে পরিণমনের ভূমিকা আলোচনা কর।

২. প্রেষণা কাকে বলে? প্রেষণা হ্রাসের কারণগুলি আলোচনা করো। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা দাও।

৩. মনোযোগ কাকে বলে? শিখনে মনোযোগের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৪. আগ্রহ কাকে বলে? শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহের ভূমিকা আলোচনা করো।

৫. অনুবর্তন কাকে বলে? শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৬. পুনঃসংযোজন কী? শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৭. সমস্যা সমাধানমূলক শিখন কাকে বলে? থর্নডাইকের শিখনের মুখ্য সূত্রগুলির গুরুত্ব আলোচনা করো।

৮. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কাকে বলে? অন্তর্দৃষ্টি শিখন কৌশলের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

৯. বুদ্ধি কাকে বলে? স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আলোচনা করো।

১০. সংযোজনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা কে? থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলি লেখো। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনও দুটি মূল সূত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।

১১. অ্যালবার্ট বান্দুরার সামাজিক প্রজ্ঞামূলক শিখনের উপাদানগুলি কী কী? বান্দুরার শিখনতত্ত্বের শিক্ষামূলক তাৎপর্য আলোচনা করো।

১২. নির্মিতিবাদ কী? সামাজিক নির্মিতিবাদ তত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

১৩. আসুবেলের অর্থপূর্ণ ভাষাভিত্তিক শিখনতত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

১৪. ব্রুনারের উদ্ভাবনমূলক বা আবিষ্কার মূলক শিখনতত্ত্বের বর্ণনা দাও।

১৫. বুদ্ধি কাকে বলে? থার্স্টোনের বহু উপাদান তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব লেখো।

১৬. মানসিক ক্ষমতা কাকে বলে? স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর ভূমিকা লেখো।

● **২ নম্বরের প্রশ্ন :-**

১. স্মৃতি বলতে কী বোঝো?
২. বিস্মরণ কাকে বলে?
৩. বিস্মরণের দুটি কারণ লেখো।
৪. যান্ত্রিক স্মৃতি কাকে বলে?
৫. পুনরুদ্রেক ও প্রত্যাভিজ্ঞার সংজ্ঞা দাও।
৬. বুদ্ধির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৭. শিখন ও পরিণমনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
৮. প্রেষণা চক্র কী?
৯. এস-টাইপ অনুবর্তন কী?
১০. আর-টাইপ অনুবর্তন কী?
১১. স্কিনার বক্স কী?
১২. শক্তিদায়ক উদ্দীপক কাকে বলে?
১৩. বুদ্ধির সংজ্ঞা দাও?
১৪. স্ক্যাফোল্ডিং কাকে বলে?
১৫. অপানুবর্তন কাকে বলে?
১৬. টাইম কার্ড কী?
১৭. বান্দুরার 'বোবোডল' এক্সপেরিমেন্ট কী?
১৮. ভাইগটস্কির শিখন কৌশলে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ভূমিকা কী?
১৯. শিখন কাকে বলে?
২০. WHO- এর মতে মানসিক স্বাস্থ্য কী?
২১. 'শেপিং' বা আচরণের রূপদান কী?
২২. সৃজনশীলতার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
২৩. ZPD বলতে কী বোঝো?
২৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে জীবন দক্ষতা কী?
২৫. শিখনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
২৬. মানসিক চাপের দুটি লক্ষণ কী কী?
২৭. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবারের ভূমিকা কী?
২৮. উদ্বেগ বলতে কী বোঝায়?
২৯. পরিণমনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৩০. কাইমোগ্রাফ কী?
৩১. মানসিক কল্যাণের দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
৩২. মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব লেখো।
৩৩. মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে?
৩৪. মননশীল ধ্যানের অনুশীলনে বিদ্যালয়ের দুটি ভূমিকা লেখো।
৩৫. Mental-Wellbeing বলতে কী বোঝায়?
৩৬. মননশীলতা (Mindfulness) বলতে কী বোঝায়?
৩৭. মননশীল ধ্যান বলতে কী বোঝো?
৩৮. মননশীল ধ্যানের প্রশিক্ষণে শিক্ষকের দুটি ভূমিকা লেখো।
৩৯. ব্যক্তিত্ব কাকে বলে?
৪০. নেমনিক(Mnemonic) বলতে কী বোঝায়?
৪১. বুদ্ধ্যাঙ্ক বলতে কী বোঝায়?
৪২. আচরণগত সমস্যা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলি কী কী?
৪৩. মানসিক সুস্থতার মূল উপাদানগুলি কী কী?
৪৪. সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণের দুটি উপায় লেখো।
৪৫. CAL এবং CAI -এর সম্পূর্ণ রূপ লেখো।
৪৬. শিক্ষাক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের দুটি গুরুত্ব আলোচনা করো।
৪৭. কৈশোরে কী কী প্রবণতা দেখা যায়?
৪৮. চলক কাকে বলে?
৪৯. আত্মসচেতনতা কাকে বলে?

● **৫ নম্বরের প্রশ্ন :-**

১) শিক্ষায় শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

২) শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিক্ষার প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৩) হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪) বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় এইরূপ কয়েকটি মানসিক ও আচরণগত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিতকরণের উপায়গুলি লেখো।

৬) শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পাঁচটি ব্যবহার লেখো।

৭) উদ্বেগ কাকে বলে? উদ্বেগের কয়েকটি কারণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮) উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা লেখো।

৯) অপসংগতির শর্তগুলি উল্লেখ করো।

১০) সুস্থতার জন্য ব্যক্তির কোন কোন উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত?

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

সুপ্রিয়কুমার দত্ত *সহকারী প্রধান শিক্ষক অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল, কোচবিহার*

১) অবস্থানের উপর ভিত্তি করে অ্যাকুয়াস হিউমোর ও ভিট্রিয়াস হিউমোরের মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করো।

উত্তর : অ্যাকুয়াস হিউমোর অক্ষিগোলকের অগ্র প্রকোষ্ঠে থাকে, কিন্তু ভিট্রিয়াস হিউমোর অক্ষিগোলকের পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে থাকে।

২) সংকর অবস্থায় কোন বৈশিষ্ট্যগুলি ফিনোটাইপে অপ্রকাশিত থাকে?

উত্তর : সংকর অবস্থায় প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে।

৩) মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত প্রথম সূত্রের একটি ব্যতিক্রম লেখো।

উত্তর : অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা সহ-প্রকটতা।

৪) হাইপারমেট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের লেন্সের ব্যবহারে ত্রুটি দূর হয়?

উত্তর : উত্তল লেন্স।

৫) সুস্থ মানুষের মধ্যে দেখা যায় এমন একটি বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারিত প্রকরণের উদাহরণ দাও।

উত্তর : কানের যুক্তলতি বা রোলার জিভ।

৬) RNA-এর প্রধান কাজ কী? উত্তর : প্রোটিন সংশ্লেষ করা।

৭) সংকরায়নের পরীক্ষাতে দ্বিতীয় অপত্য জনুর অপত্যরা কোন প্রকারের পরাগযোগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়?

উত্তর : স্ব-পরাগযোগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

৮) থ্যালাসিমিয়া রোগীদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গে কোন খনিজ মৌলটি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উত্তর : লৌহ।

৯) ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপের সম্পর্ক কী?

উত্তর : জিনোটাইপ হল জিনগত বৈশিষ্ট্য এবং ফিনোটাইপ হল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। জিনোটাইপের বাহ্যিক প্রকাশই ফিনোটাইপ।

১০) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ধারণাটির প্রবর্তক?

উত্তর : UNESCO।

১১) কোন হরমোনকে অ্যান্টি-কিটোজেনিক হরমোন বলা হয়?

উত্তর : ইনসুলিন।

১২) বল ও সকেট অস্থিসন্ধির একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর : স্কন্ধ সন্ধি।

১৩) কোন গাছটিকে 'বাংলার আতঙ্ক' বা Terror of Bengal বলা হয়?

উত্তর : কচুরিপানা।

১৪) মানব বিকাশের বয়ঃসন্ধি দশার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর : যৌন হরমোনের (পুরুষ দেহে টেস্টোস্টেরন এবং স্ত্রী দেহে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন) ক্রিয়ায় যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে।

১৫) ভারতে কোথায় কুমির সংরক্ষণ করা হয়?

উত্তর : পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল এবং ওড়িশার ভিতরকণিকা ও টিকরপাড়া অঞ্চলে।

১৬) একটি রোটেটর পেশির উদাহরণ দাও।

উত্তর : পাইরিফরমিস।

১৭) সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষিত একটি বিপন্ন প্রাণীর নাম লেখ।

উত্তর : রেড পান্ডা।

১৮) লবণ সহনশীলতার জন্য সুন্দরী গাছের একটি অভিযোজন উল্লেখ করো।

উত্তর : পাতা ও বাকলে সঞ্চিত লবণ পত্রমোচন বা বাকলমোচনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়।

১৯) GTH কোথা থেকে ক্ষরিত হয়?

উত্তর : অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থি।

২০) Y ক্রোমোজোম বাহিত জিনকে কী বলে?

উত্তর : হোলানড্রিক জিন।

২১) কাইনেটোকোরের একটি কাজ লেখো।

উত্তর : কোষ বিভাজনের সময় বেম তন্তুর সঙ্গে ক্রোমোজোমকে যুক্ত করা।

২২) সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ কোন প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিখ্যাত?

উত্তর : কুমির।

২৩) অ্যানাবিনা কোন প্রকার ফার্নে বসবাস করে?

উত্তর : অ্যাজোলা।

২৪) অ্যামিবার গমনাঙ্গের নাম লেখো।

উত্তর : ক্ষণপদ।

২৫) গিনিপিগের ক্ষেত্রে bbRR এবং bbRr জিনোটাইপ দুটির ফিনোটাইপ কি একই হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, একই হবে।

২৬) পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা হটস্পটের একটি এন্ডেমিক প্রজাতির নাম লেখো।

উত্তর : লায়ন-টেল ম্যাকাও।

২৭) অ্যাক্সনের কোন আবরণী মাঝে মাঝে ভগ্ন হয়?

উত্তর : মায়েলিন আবরণী।

২৮) অ্যালিল কী?

উত্তর : সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকা বিকল্প চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী জিন দুটিকে অ্যালিল বল।

২৯) বীজের আকার গোল ও ফলের আকৃতি স্ফীত— এগুলি কী ধরনের বৈশিষ্ট্য?

উত্তর : প্রকট বৈশিষ্ট্য।

৩০) অজৈব অণু থেকে জৈব অণুর সংশ্লেষের অনুকূল পরিস্থিতির নাম কী?

উত্তর : হট ডাইলুট স্যুপ।

৩১) দুইটি এক্স-সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ দাও।

উত্তর : চিড়িয়াখানা, ক্রায়ো-সংরক্ষণ।

৩২) কোন হরমোনকে ক্যালোরিজেনিক হরমোন বলা হয়?

উত্তর : থাইরক্সিন হরমোন।

৩৩) ৯ : ৩ : ৩ : ১ এবং ১ : ২ : ১ অনুপাত দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : ৯ : ৩ : ৩ : ১ হল মেন্ডেলের দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষার ফিনোটাইপ অনুপাত এবং ১ : ২ : ১ হল মেন্ডেলের এক-সংকর জনন পরীক্ষার জিনোটাইপ অনুপাত।

আলোচনায় মানুষের স্বাস্থ্য ও রোগ

শুভ্রা ব্যানার্জি, *শিক্ষক বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কলকাতা*

■ **প্রশ্নমান ২/৩**

● **ইন্টারফেরন কী?**

উত্তর : জীবদেহে ভাইরাস আক্রান্ত সজীব কোষ থেকে ক্ষরিত যে ক্ষুদ্র, দ্রবণীয়, গ্লাইকোপ্রোটিনধর্মী বস্তু পার্শ্ববর্তী কোষে ভাইরাসের প্রতিলিপি গঠনে তথা সংখ্যার বৃদ্ধিতে বাধা দেয় অর্থাৎ ওই কোষসমূহকে ভাইরাসের প্রতিলিপিকরণ বিরোধী অ্যান্টিভাইরাল প্রোটিন সংশ্লেষে উদ্দীপ্ত করে, তাদের ইন্টারফেরন বলে।

● **হ্যাপটেন কী?**

উত্তর : নিম্ন আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট যেসব ক্ষুদ্র অণু যারা নিজে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণকে উজ্জীবিত করতে পারে না কিন্তু যখন কোনও বাহক প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন অ্যান্টিজেন হিসেবে ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে, তাদের হ্যাপ্টেন বলে।

উদাহরণ : ডাইনাইট্রোফেনল হ্যাপটেন হিসেবে কাজ করে এবং এটি বাহক প্রোটিন বোভাইন সিরাম অ্যালবুমিন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেনিক ধর্ম দেখাতে সক্ষম হয়।

● **অ্যাডজুভ্যান্ট কী?**

উত্তর : অনাক্রম্য সাড়ার তীব্রতা বাড়ানোর জন্য যে বস্তু অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অথবা অ্যান্টিজেন ছাড়াই দেহে প্রবেশ করানো হয় তাকে অ্যাডজুভ্যান্ট বলে।

যেমন : অজৈব উপাদান-অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

● **কোষভিত্তিক ও রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলতে কী বোঝো?**

উত্তর : দেহে যে অনাক্রম্যতা T কোষের সাহায্যে ঘটে তাকে কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা এবং যে অনাক্রম্যতা B লিম্ফোসাইটের সাহায্যে ঘটে তাকে রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলা হয়।

● **পুরো অর্থ লেখ :**

DPT, BCG, OPV, MMR

উত্তর : DPT – Diphtheria, Pertussis, Tetanus

BCG - Bacillus Calmette Guerin

OPV - Oral Polio Vaccine

MMR - Measles, Mumps, Rubella

● **পলিক্লোনাল ও মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কী?**

উত্তর : অ্যান্টিজেনের প্রবেশের ফলে যে সকল অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় সেগুলো সাধারণত হেটারোজেনাস প্রকৃতির কারণ এগুলো প্লাজমা কোষের ভিন্ন ভিন্ন ক্লোন দ্বারা উৎপন্ন হয়। এগুলোকে বলা হয় পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি। এরা নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের একাধিক এপিটোপের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে।

উদাহরণ : সাপের বিষের অ্যান্টিভেনম।

প্লাজমা কোষের একটি নির্দিষ্ট ক্লোনের দ্বারা যদি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়, তাহলে সেগুলো সাধারণত হোমোজেনাস প্রকৃতির হয় এদেরকে বলা হয় মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। এরা একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের একটি নির্দিষ্ট এপিটোপের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে।

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

থেরাপিউটিক ড্রাগ (HIV এর শনাক্তকরণে) মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ব্যবহৃত হয়।

● **কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র কী?**

উত্তর : রক্তরস বা প্লাজমাতে অবস্থিত যে সকল বৃহৎ আকারের নিয়ন্ত্রক প্রোটিন উদ্দীপিত হয়ে বিভিন্ন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে অনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তাদের একসঙ্গে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম/কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র।

বিভিন্ন কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনগুলো হল : প্রধান প্রোটিন উপাদান : C1, C2, C3 ইত্যাদি।

● সক্রিয়ক পদার্থ : C3a, C4b ইত্যাদি।

● বাধাদায়ক উপাদান : C1 ইনহিবিটর, ফ্যাক্টর H ইত্যাদি।

● **ইন্টারফেরনের কাজ কী?**

উত্তর : ক) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোষের পাশের কোষগুলিকে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। খ) কোষপর্দায় উপস্থিত মেজর হিস্টোকমপ্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স I এবং II (MHC-I এবং MHC - II)-কে সক্রিয় করে।

গ) ভাইরাসের অ্যান্টিজেনকে বিনষ্ট করে।

ঘ) ম্যাক্রোফাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

● **MHC (Major Histocompatibility Complex) কী?**

উত্তর : অনাক্রম্য কোষের ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত অনেকগুলি জিন দিয়ে গঠিত একটি কমপ্লেক্স যা একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে অর্জিত অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে। দেহে অনুপ্রবিষ্ট প্যাথোজেনের পেপটাইড খণ্ডকগুলির সঙ্গে MHC যুক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট T Lymphocyte দ্বারা প্যাথোজেন শনাক্তকরণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

● **NK কোষ কী?**

উত্তর : লসিকাগ্রন্থি, লোহিত অস্থিমজ্জা এবং প্লীহাতে অবস্থিত যে সমস্ত বৃহৎ, দানাদার লিম্ফোসাইট সাইটোলাইসিস ও ফ্যাগোসাইটিসিস পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ধ্বংস করে তাদেরকে বলা হয় ন্যাচারাল কিলার সেল বা NK কোষ। এরা দেহের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ধরনের কোষগুলি একাধিক রকম টিউমার কোষ এবং ভাইরাস আক্রান্ত কোষের বিরুদ্ধে সাইটোটক্সিক কার্যকারিতা করে। এই ধরনের কোষ সাইটোকাইন নিঃসরণ করে এবং অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

ইতিহাসের চৌমাথায় এক জীর্ণ রক্ষাকবচ

ভারতের প্রজাতন্ত্র আজ ৭৬ বছর পূর্ণ করেও সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার গোলকধাঁধায় দিশেহারা। প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় ও আস্থাহীনতা কীভাবে আমাদের সার্বভৌম রক্ষাকবচকে আজ এক গভীর অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে, লিখলেন আনন্দগোপাল ঘোষ

ষোলো শতাংশেরও কম নাগরিকের ভোটে গঠিত সংবিধান সভার সুপারিশে একদা প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের জন্ম হয়েছিল, যা আমাদের কাছে সাধারণতন্ত্র নামেও পরিচিত। এই সভা রচিত সংবিধান ছিল নবভারতের নবজীবনের প্রধান রক্ষাকবচ। কিন্তু কালের নিয়মে সেই রক্ষাকবচ আজ যেন বেহুলা-লখিন্দরের নিশ্ছিদ্র সিন্দুকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবস্থা বর্তমানে এমন এক সংকটে উপনীত হয়েছে যে, খোদ এই সংবিধান নামক রক্ষাকবচটিরই এখন 'রক্ষাকবচ' প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের পূর্বসূরিদের সেবা-মনন ও সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করেও আজ অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই সংবিধান সময়ের দাবি ও দেওয়াল লিখন পড়তে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যত দিন অতিবাহিত হচ্ছে, ততই সংবিধানের ত্রুটি ও ফাঁকফোকরগুলো জ্বলজ্বল করে উঠছে।

মানবাধিকার কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী গোবিন্দ মুখুটি একবার আক্ষেপ করে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'এ সংবিধান মৃতের বোঝা'। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই 'মৃতের বোঝা'কে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের রাজনৈতিক জগতের কুশীলবেরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক জগতের এই চরম দৈন্যদশার ফলে দেশ শাসনের ভার পরোক্ষভাবে আজ বিচার বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। অথচ এই বিচার বিভাগও কিন্তু আজকের ভারতবর্ষের সেই কঠিন 'ক্ষয়রোগ' থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।

মাঝে মাঝে মনের নিভৃত কোণে একটি অমোঘ প্রশ্ন উঁকি দেয়- আমাদের এই সংবিধান তিন কুড়ি ষোলো বছরে শতাধিকবার সংশোধিত হল কেন? সংবিধান রচনার সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের সিংহভাগই ছিলেন সমসাময়িক পৃথিবীর বিদগ্ধ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের সমগোত্রীয়। তাহলে আজ সংবিধানের এই 'দুর্দশা' কেন প্রকট হচ্ছে? সংবিধানের মূল ব্যাখ্যা, বিচার বিভাগের আইনি ব্যাখ্যা ও রাজনীতির জগতের মহানায়কদের নিজস্ব ব্যাখ্যার মধ্যে যে অমিল, তা দিন-দিন দুস্তর ব্যবধানে পরিণত হচ্ছে। বহু উদাহরণ দিয়ে মনস্বী পাঠকদের বিরক্তি ঘটাতে চাই না, তবে শিক্ষা জগতের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান লেখক শিক্ষা জগতের একজন অতি সাধারণ মানুষ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রশাসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা কেরল বা তামিলনাড়ুর তুলনায় এ রাজ্যে অনেক বেশি গভীরে বিস্তার লাভ করেছে। যেখানে সংবিধান, বিচার বিভাগ, রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার সরাসরি যুক্ত, সেখানেও কোনও সমাধান মিলছে না। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘ দুই বছর ধরে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না। একদিকে বিচার বিভাগ, অন্যদিকে রাজ্যপাল- এই দ্বৈরথের দড়ি টানাটানিতে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা আজ রসাতলের পথে ধাবিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সংবিধান ও বিচার বিভাগ উভয়েই যেন অসহায় বোধ করছে। তাহলে গোবিন্দ মুখুটি মহাশয় কি খুব ভুল বলেছিলেন? জনগণের এই অপূরণীয় ক্ষতির দায়ভার আজ কার কাছে গচ্ছিত থাকবে? যখন সংবিধান বিধান দিতে পারে না এবং সুশীল সমাজ চোখে ঠুলি ও কানে তুলো দিয়ে বসে থাকে, তখন ক্ষতি হয় কেবল সাধারণের অগণিত সন্তান-সন্ততির। 'সুপ্রিম' শব্দটি যেন আজ ক্রমশ তার আভিধানিক গরিমা হারিয়ে ফেলছে।

গাণিতিক হিসেবে এই প্রজাতন্ত্রের বয়স আর বর্তমান লেখকের বয়স আজ সমান্তরাল। তবে কি প্রজাতন্ত্রের শরীরেও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে? অথচ ইউরোপের কোনও দেশের সংবিধান এভাবে বারবার কাটাছেঁড়া হয়নি। সংবিধানের অনুশাসন মেনে যে স্বশাসিত এজেন্সিগুলো গঠিত হয়েছিল, তাদের সিংহভাগই আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ই সমভাবে এই ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নেহরুপন্থীরাও আজ প্রশ্ন তোলেন না যে, এই সংবিধান কীভাবে সাতাশতলা বাড়ির ছাদে হেলিপ্যাড তৈরির বা লক্ষাধিক টাকার অলংকার উপহার দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। যেখানে বিচারকরা আয়ের উৎস জানাতে বাধ্য নন এবং জনপ্রতিনিধিদের সুযোগ-সুবিধার তালিকাটি দীর্ঘতর হয়, সেখানে এগুলিকে দুর্নীতি নয় বরং 'সংবিধান সম্মত অধিকার' হিসেবে দেখা হয়। আমাদের প্রজ্ঞাবান পূর্বজরা কীভাবে ১৯৫০ সালেই এমন ভোগবাদী অধিকারের বৈধতা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এর বিষময় ফলস্বরূপ, সরকার যখন মাওবাদী দমনের নামে নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর গুলি চালায়, তখন সংবিধান প্রদত্ত আইনই সেই নিষ্ঠুরতাকে আড়াল করে। আজ রাজনীতি, সংবিধান ও বিচার বিভাগের ওপর থেকে মানুষের আস্থা টলে যাচ্ছে। দেশ এখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে বিচার বিভাগের ঘুণ ধরা বার্ধক্যই হয়তো শেষ কথা হয়ে দাঁড়াবে।

ছবি : জয়দেব দাস

উপচার নয় পূর্ণ স্বরাজের খোঁজে

উৎসবের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আর অবহেলিত বিপ্লবীদের আর্তনাদ আজও প্রাসঙ্গিক। আনুষ্ঠানিকতার ভিড়ে কেবল ছুটি নয়, বরং সংবিধানের মূল চেতনা- সাম্য, শিক্ষা ও সম্প্রীতির সার্থক রূপায়ণই হোক আগামীর প্রকৃত অঙ্গীকার। লিখলেন **পরাগ মিত্র**

ইতিহাসবোধের ণত্বষত্ব বোঝার আগের থেকেই প্রজাতন্ত্র দিবস অন্য মাত্রার। ইনফ্যান্ট্রির মার্চ, আর্টিলারি, মাথা থেকে কোমর দোলানো ব্যান্ড মাস্টারের ব্যাটনের তালে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা...', 'সবসে আগে হোগে হিন্দুস্তানি'র বীজগান সম্ভবত জাগরূক ছিল তখন থেকেই। সেই রেশ আজও অম্লান।

স্বাধীনত্তোর দেশে স্বাভিমানী পথনির্দেশিকার শ্লাঘা আনুষ্ঠানিকতার উপচার নয়। নয়, মানুষেরই ট্যাক্সে তৈরি এবং তারাই স্বাভাবিক হকদার- ঢক্কানিনাদে এটাই ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আজও তেরঙা পতপত করবে বাইক থেকে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। সোশ্যাল মিডিয়া উপচে পড়বে দেশপ্রেমের সেলফিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য আনফারলিং-এর বদলে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং হবে। বসে আঁকো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চকোলেট... সব মিলিয়ে হ্যাপিওয়ালা রিপাবলিক ডে।

আশার ডানা মেলে দিগন্ত ছোঁয়ার স্পর্ধিত উড়ান। স্বপ্ন ভাঙার হাজার দীর্ঘশ্বাস। তবুও বাস্তব কাঠপেন্সিল আমদানি করা দেশ আজ সূর্য অভিযাত্রী। ১৯৩০-এ লাহোর কংগ্রেসে পাশ হওয়া 'পূর্ণ স্বরাজ' শপথে ২৬ জানুয়ারিই ছিল স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার। ঐতিহ্যের নিকানো উঠোনে দিনটি ১৫ অগাস্টের মতোই তাৎপর্যবাহী।

বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় আজকাল পথবাতিও উদ্বোধন হয় ভীষণ ভাবে। এসব কারও দয়াদাক্ষিণ্য তবে আনপ্যারালাল ক্রাউডপুলার পিকনিক স্পট। ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই দশা। কোথাও আক্ষেপ ছুটিই যদি দিলে প্রভু হাজিরার নিদান কেন? থাকবে সন্ধ্যার পর কিছু পতাকা না নামানোর খবরও।

কথাগুলো নিন্দুকের ছিদ্রান্বেষণ মনে হলেও চোখে তো ঠুলি নেই। এড়াব কীভাবে? গতবছর এই দিনেই কিরণচন্দ্র শ্মশানে যাবতীয় লেনদেন ঘুচিয়ে দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা সাব-জেলে বোমা নিক্ষেপকারী নীরবে বয়ে গেল মৌলানা হসরত মোহানির দেড়শোতম টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। মহানন্দার ওপার তখন মাতোয়ারা হাই পিচড 'ও মাহী মাহী'তে। অমৃত মহোৎসবোত্তীর্ণ দেশ আজও কোনও শোকবার্তা পৌঁছে দেয়নি সেই পরিবারে। কোচবিহারে সেলুলার জেলবন্দি পূর্ণেন্দু গুহ'র নামে চৌমাথাও নেই। ঝরা পালকের মতো নিস্পৃহতা ফসিল করে পুরোনো আখর। সব ছুটির দিনই ক্যালেন্ডারে লালরঙা। রেড-লেটার-ডে'ও তাই ছুটির ডাকনাম।

দায় শুধু বর্তমান প্রজন্মর? জন্মবার্ষিকী। 'চুপকে চুপকে রাত দিন'-এর রচয়িতা আচ্ছন্ন তিন 'ম'- মার্কস, মথুরা, মক্কা'য়। প্রথম ভারতীয় হিসেবে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলে প্রত্যাখ্যাত। সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়ায় তাঁর সইয়ে অস্বীকৃতির অন্যতম দুই কারণ দেশভাগ ও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তি। মুসলিমদের আলাদা সংরক্ষণের প্রস্তাবকে নেতিবাচক বলে আম্বেদকরের বিরোধিতায় তিনি দ্বিধাহীন। 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের থিম। সাম্প্রতিক তর্জার প্রেক্ষিতে পাঁচ রাজ্যের ভোটের বছরে এ শুধু সশ্রদ্ধ অঞ্জলি না রাজনীতির পাশা- বোঝা কঠিন। ইতিহাসকে দলীয় আভরণে রাঙাতে সব শাসকই সিদ্ধহস্ত। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিশতবর্ষও ২০২৬। পাশাপাশি থিম হিসেবে থাকতেই পারত। মন্দির মসজিদে বাইসেপস ফোলানো আবহে না হয় চর্চা হয় দেশপ্রেমের শক্তি হিসেবে সম্প্রীতির শৌর্যের। শাসক বিরোধী- এ নিয়ে যে যার অঙ্কে চুপ।

শুধু চেয়ে আছি কর্তব্যপথে সব নাগরিকের সমমানের শিক্ষা, কাজ, স্বাস্থ্যের সার্থক রূপায়ণের ট্যাবেলো দেখার প্রত্যাশায়।

ছবি : মাজিদুর সরদার

বর্ণিল উৎসবের আড়ালে ধূসর বর্তমান

ব্রিটিশ সাহেবের দাপট থেকে 'লেবার অ্যাক্ট'- চা বাগানে প্রজাতন্ত্র দিবসের বিবর্তন দীর্ঘ। তবে উৎসবের জৌলুস কমলেও ন্যূনতম মজুরি আর জমির অধিকারহীন শ্রমিকের কাছে আজও অধরা সংবিধানের প্রকৃত অধিকার ও সাম্যের প্রতিশ্রুতি। লিখলেন সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হলেও সমতল ও পাহাড়ের চা বাগিচা থেকে তখনও ব্রিটিশরাজ চলে যায়নি। তখনও বেশির ভাগ চা বাগানে ম্যানেজার হিসেবে রাজ করতেন ব্রিটিশ বা স্কটিশ দুঁদে 'বড়া সাহাব' তথা ম্যানেজার। স্বাধীনতার পরপর বিভিন্ন চা বাগানে যখন ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উঠেছিল, বেশির ভাগ চা বাগানেই ব্রিটিশ ম্যানেজার এই পতাকাকে ন্যূনতম সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাননি। স্বাধীনতার আনন্দের উৎসব থেকে তাঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকেই জানা গেছে এই তথ্য। স্বাধীনতার পরপর এই সাহেবদের অত্যাচার অনেকাংশে কমে গেলেও, হম্বিতম্বি, ঠাঁটবাটের কোনও ঘাটতি দেখা যায়নি।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান প্রণয়নের তারিখের পরের বছরই ১৯৫১ সালে নতুন স্বাধীন দেশের সংসদে পাশ হয় যুগান্তকারী 'লেবার প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট'। পাঁচের দশক থেকেই চা বাগানে সরাসরি বাগান মালিক তথা কোম্পানির তরফ থেকে এই 'প্রজাতন্ত্র দিবস' উদযাপন করবার উদ্যোগ শুরু হয়। চা বাগান কর্তৃপক্ষকে এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে হবে বলে সরকারি নির্দেশনামাও দেওয়া হয়।

চা বাগানে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের একটি নিজস্ব ঘরানা আছে। প্রতিটি চা বাগানে ওই দিন বাগানের ম্যানেজার পতাকা উত্তোলন করেন। ওই বাগানে কোনও জনপ্রতিনিধি থাকলেও, ম্যানেজার সাহেবই এই কাজটি করেন। সেদিন বাগান ছুটি থাকে। সকালে অনুষ্ঠানে চকোলেট বিতরণ, কোথাওবা লাড্ডু খাওয়ানো হয়, কোথাওবা 'সামোশা' বা 'গরম জিলিপি'। কোনও চা বাগানে সারা বছর কাজের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে শ্রমিক, সর্দার, দফাদার, চৌকিদারদের বর্ষসেরার পুরস্কার দেওয়া হয়। কোনও চা বাগানে ওই দিন বিশেষ ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। শ্রমিক লাইন অনুযায়ী সেই খেলায় পুরস্কারও থাকে। পাঁচ বা ছয়ের দশকে যেভাবে চা বাগানে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হত, এখন তা অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। সময়ের হাত ধরে চা বাগানের স্বর্ণালি দিন আজ অতীত। ফলশ্রুতিতে সেই জৌলুস হারিয়ে গেছে।

ন্যূনতম মজুরির দাবি ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বাগিচা শ্রমিকদের কাছে এখনও অধরা! প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, বাগানের আবাসনে বসবাস করলেও নিঃশর্ত জমির অধিকার কবে পুরোপুরি মিলবে, শ্রমিকদের কাছে অজানা। বাগানের ঘর ঘর থেকে পুরুষ রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে! এইরকম নড়বড়ে আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে চা বাগিচা শ্রমিকদের কাছে প্রজাতন্ত্র দিবসের কার্যকরী ভূমিকা আদৌ কি আছে?

চা বাগানের এলাকা এখন পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক চা বাগানেই পঞ্চায়েত কাজ করবে বলে বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও কাজ করতে চাইছেন না। শ্রমিক আবাস লাইনের ন্যূনতম পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ এই চাপানউতোরে শিকেয় উঠছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন, ওই ফ্যাক্টরির সামনে রাষ্ট্রীয় পতাকার সামনে বড় বড় কথা আউড়িয়ে হাড় জিরজিরে অপুষ্টির শরীর স্বপ্ন দেখার হিম্মত করতে পারে না!

এটাই নিষ্ঠুর বাস্তব!

জন থেকে প্রজা হয়ে ওঠার উপাখ্যান

সংবিধান আমাদের ‘জন’ বা সক্রিয় রাজনৈতিক সত্তার পরিচয় দিলেও, পরিভাষার জটিলতায় আজ আমরা কেবলই আজ্ঞাবহ প্রজা। অধিকার সচেতনতা বিসর্জন দিয়ে আত্মবিস্মৃত এই জাতির কাছে সংবিধান কি তবে শুধুই আনুষ্ঠানিকতার উপচার? প্রশ্ন তুললেন অমিতাভ কাঞ্জিলাল

যে দেশের সংবিধান নির্মাণ, প্রয়োগ, রক্ষা ও মহিমাকীর্তনের সংকল্প, ঘোষিতরূপে দেশের নাগরিকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে সেই গণসার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতবর্ষের সংবিধান কার্যকর হবার দিনটি কত বিচিত্র অভিধায় ভূষিত! ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’, ‘সাধারণতন্ত্র দিবস’, ‘গণতন্ত্র দিবস’, ‘লোকতন্ত্র দিবস’ ইত্যাদি! অথচ ‘প্রজা’, ‘সাধারণ’, ‘জনগণ’, ‘লোক’ কথাগুলোর যে রাজনৈতিক পরিচয় আছে তার কোনওটাই প্রভুত্বমূলক নয়, বরং আনুগত্য প্রকাশকারী জনমণ্ডলী হিসেবেই। অর্থাৎ ‘We the People of India having solemnly resolved to constitute India ..... adopt, enact and give to ourselves this Constitution’ বলে সংবিধান প্রবর্তন করেই হয়ে গেলাম ‘প্রজা’? প্রশ্ন আসবেই তাহলে রাজার রাজত্বটা কায়েমই রইল? আমরাই যদি ‘জনতা’, তাহলে তো প্রবর বা ‘এলিট’দের অস্তিত্ব ঘুরিয়ে স্বীকৃতি দেওয়াই হল! কিংবা আমাদের ‘সাধারণ’ বলে চিহ্নিত করার অর্থ, ‘বিশেষ’ বলে অপর কিছু মানুষের মৌরসিপাট্টা বজায় রইল, যদি আমাদের কেউ ‘লোক’ বলে গণ্য করেন, তাহলে তাঁরা আমাদের ‘নাগরিক’ বলতে চাইছেন না!

মজার কথা হল, সংবিধান-সংকল্প হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা’ আমাদের বলেছিল ‘People’ অর্থাৎ ‘জন’ -- এই ‘জন’ কিন্তু সক্রিয়তা দিয়েই প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সত্তা। হরিজন বা বহুজন থেকে বিদ্বজ্জন- সকল স্তরেই ‘জন’ সচেতন ও সক্রিয়। তাই জনপ্রশাসন, জনপালন ব্যবস্থার মাধ্যমেই একটি জনকল্যাণকারী রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্যসাধন করতে হয়। সংবিধান প্রবর্তনের প্রায় পঁচাত্তর বছরের মধ্যেই সেই ‘জন’ এত সক্রিয়তা দেখিয়ে দিয়েছে যে দেশে এখন রাজ্যে রাজ্যে ‘জনপ্রিয়’ সরকারের ছড়াছড়ি। বিশালাকার জনাদেশ বগলদাবা করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তাঁরা জনতোষ প্রকল্পের গাজর ঝুলিয়ে জনসমর্থন তো বাগিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে কোনও কার্পণ্য করছেন না। সংবিধানের শপথ নিয়ে সাংবিধানিক পদে বসে সংবিধানকে অকার্যকর করে দিচ্ছেন জনবল দেখিয়ে। ফলে নায়ককেন্দ্রিক রাজনীতি সংবিধানভিত্তিক রাজনীতিকে ছাপিয়ে ব্যক্তিমহিমা আর রাষ্ট্রমহিমা একাকার করে দিচ্ছে।

নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেই আমরা পথে নেমে চ্যাঁচামেচি করেছি, পুনরুদ্ধার হয়ে গেলে বা বিকল্প কোনও সুবিধে পাইয়ে দেওয়া হলেই আবার আমাদের গর্তে ফিরে গিয়েছি। যেন সংবিধানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, লেনাদেনা শুধু ওইটুকুই। অন্য বিষয়গুলিতে আমআদমি, ম্যাংগো পিপল ইত্যাদির ঝান্ডা দেখিয়ে নিরাপদ দূরত্বে আছি। আমাদের এই রাজনৈতিক স্বার্থপরতার চোরাগলি দিয়েই মসনদে বসে অপরাধী আর দুর্নীতিবাজরা! আমরা তখনও ২৬ জানুয়ারি এলেই তিরঙ্গা-অভিবাদন করতে করতে ঊর্ধ্বে চেয়ে হয়তো কামনা করি কোনও একদিন কোনও অবতার আসবেন, আমাদের উদ্ধার করতে। তখন রাষ্ট্রের গীতা আর ধর্মের গীতা, ভক্তির একই বিন্দুতে এসে দাঁড়ায় গদগদ চিত্তে। ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ হবেই, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবেই!

আসলে সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকেই আমাদের নাগরিক পরিচয়কে ‘প্রজা’, ‘জনতা’, ‘সাধারণ’, ‘লোক’ ইত্যাকার বিবিধ পরিভাষার চক্রে এমন জটিল প্যাঁচে বন্দি করে রাখা হয়েছে, যে আজ সেই নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হিমসিম খাচ্ছি। কারণ মালিকানা ছেড়ে দিয়েছি যে। একটি গণসার্বভৌম রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের এই আত্মশক্তিবিস্মৃতির সংকট কাটবে কী উপায়ে? সংবিধানের পাতা তো উলটেও দেখে না এরা কোনওদিন!

পৃথিবীর পাঠশালা

ওষুধে হেরোইন

আজ আমরা জানি হেরোইন এক মারাত্মক মাদক। কিন্তু ১৮৯০-এর দশকে বায়ার (Bayer) কোম্পানি হেরোইনকে 'কাশির ওষুধ' হিসেবে বিক্রি করত! তারা বিজ্ঞাপন দিত যে এটি শিশুদের সর্দি, কাশি এবং ব্রংকাইটিসের জন্য খুব ভালো এবং এতে মরফিনের মতো নেশা হয় না। প্রায় ২০ বছর ধরে মানুষ নির্দ্বিধায় এই মারণ নেশার দ্রব্যটি ওষুধ হিসেবে খেয়েছিল। ১৯২৪ সালে এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরে আমেরিকা এটি নিষিদ্ধ করে।

দেরি করে ফেরা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। কিন্তু হিরু ওনোদা নামের এক জাপানি সৈন্য তা বিশ্বাস করেননি। তিনি ফিলিপিন্সের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মনে করতেন যুদ্ধের খবরগুলো সব শত্রুপক্ষের চাল। দীর্ঘ ২৯ বছর পর, ১৯৭৪ সালে তাঁর প্রাক্তন কমান্ডিং অফিসার এসে তাঁকে আদেশ দেওয়ার পরই তিনি আত্মসমর্পণ করেন। আধুনিক যুগেও একজন মানুষ ২৯ বছর জঙ্গলে একা কাটিয়েছেন কেবল দেশের প্রতি আনুগত্যের কারণে!

ভয়ানক ইতিহাস

গাছ কাটার করাত বা চেন স দেখলে আমাদের গা শিউরে ওঠে। কিন্তু এটি শুরুতে গাছ কাটার জন্য তৈরি হয়নি। ১৮ শতকে স্কটিশ চিকিৎসকরা প্রসবের সময় মায়েদের সিজারিয়ান অপারেশনে হাড় কাটার জন্য এই যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন! তখন এর আকার ছিল ছোট এবং হাতে ঘোরানো যেত। পরে ১৯৫০-এর দশকে বড় আকারে তৈরি করে একে কাঠ কাটার কাজে লাগানো হয়। চিকিৎসার ইতিহাস যে কত ভয়ানক হতে পারে, এটি তার প্রমাণ।

সেরা দাবার চাল

দাবা খেলায় সম্ভাব্য চালের সংখ্যা কত হতে পারে জানেন? গণিতবিদরা হিসেব করে দেখেছেন, দাবা খেলায় যতগুলো সম্ভাব্য গেম খেলা সম্ভব, সেই সংখ্যাটি মহাবিশ্বে থাকা মোট পরমাণুর সংখ্যার চেয়েও বেশি! একে বলা হয় 'শ্যানন নম্বর' (Shannon Number)। মহাবিশ্বে পরমাণু আছে আনুমানিক ১০^৮০টি, আর দাবার চালের সম্ভাবনা ১০^১২০ টি। এই সামান্য ৬৪ খোপের বোর্ডের গভীরতা সত্যিই অসীম।

শিশু সুরক্ষায় তৎপর রেল

মালিগাঁও, ২৫ জানুয়ারি : নানা কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা হারিয়ে যাওয়া এবং যাদের সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুদের উদ্ধার করার কাজ করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২০২৫-এ রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী মোট ১১০১ শিশুকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি বা অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের মধ্যে ৮০২ জন ছেলে এবং ২৯৯ জন মেয়ে। এছাড়া মিশন অ্যাকশন এগেনস্ট হিউম্যান ট্রাফিকিং (এএএইচটি)-এর অধীনে ৯ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি নয়জন শিশু এবং ৮০ জন প্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করা হয়েছে।

২০২৬-র ২১ জানুয়ারি গুয়াহাটির রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী, সিপিডিএস এবং সিআইবি দলের সহযোগিতায় গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুজন পলাতক নাবালককে উদ্ধার করা হয়েছে। একইদিনে কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে একজন পলাতক নাবালিকাও উদ্ধার হয় বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

গোরু উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : বাংলাদেশে গোরু পাচারের পরিকল্পনা ছিল। কিশনগঞ্জ পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। শনিবার সন্ধ্যায় ছয়টি গোরু উদ্ধারের পাশাপাশি দুজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোরু পাচারকারীরা উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া এলাকার ও কিশনগঞ্জের পকেট রুট দিয়ে পাচারের কাজ করছে। শনিবার কোচাধামন থানা এলাকার রহমতপাড়া গ্রামের পকেট রুট থেকে উদ্ধার হয় ছয়টি গোরু। ধৃতরা সকলে চাকুলিয়া থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

বুম্বা সহ বাংলায়

প্রথম পাতার পর

বীরভূমের প্রথিতযশা কাঁথাশিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় এবং নদিয়ার জামদানি তাঁতশিল্পী জ্যোতিষ দেবনাথও আছেন এই তালিকায়। তৃপ্তি শুধু শিল্পী নন, ২০ হাজারের বেশি গ্রামীণ মহিলাকে স্বনির্ভর করার কারিগরও। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার জয়গান গেয়েছেন সাঁওতালি সংস্কৃতির ধারক রবিলাল টুডু। চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য কলকাতার বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সরোজ মণ্ডলকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় স্তরে যে ১৩১ জনকে পদ্ম সম্মান দেওয়া হচ্ছে, তাঁর মধ্যে ৫ জন পদ্মবিভূষণ, ১৩ জন পদ্মভূষণ এবং ১১৩ জন পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত হয়েছেন।

মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন সদ্যপ্রয়াত কৃতী অভিনেতা ধর্মেন্দ্র এবং কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ভিএস অচ্যুতানন্দন। এর আগে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অচ্যুতানন্দন এখন প্রয়াত। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দল ও পরিবার কী অবস্থান নেবে, সেটাই এখন দেখার।

পদ্মভূষণ প্রাপক তালিকায় রয়েছেন গায়িকা অলকা ইয়াগনিক এবং অভিনেতা মাম্মুট্টি। ক্রীড়াজগৎ থেকে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেট দলের দুজন রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কাউর। রাষ্ট্রপতি ভবনে আগামী মার্চ-এপ্রিলে এই কৃতীদের হাতে সম্মান তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

বন্ধ রামঝোরা চা বাগানের ঘরে ঘরে অভাব

১ মাসে ১১ জনের মৃত্যু

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ জানুয়ারি : ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে বন্ধ বীরপাড়া থানার ভুটান সীমান্তের রামঝোরা চা বাগানটার বাতাসে এখন মৃত্যুর গন্ধ! শ্রমিকরা দুটি কমিটি গড়ে কাঁচা পাতা বিক্রি করছেন। তবে মজুরি বড়জোর শ-দুয়েক টাকা। ঘরে ঘরে অভাব। চিকিৎসার টাকা নেই। অনেকের প্রাণ যাচ্ছে বিনা চিকিৎসায়, অভিযোগ পরিজনদের। আবার রুজির সংস্থানে ভিনরাজ্যে গিয়েও বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে কর্মহারা চা শ্রমিকদের।

কমবয়সি শ্রমিকদের অনেকেই আশপাশের নদী-নালা থেকে বালি-বজরি তোলার কাজ করছেন। কিন্তু এত শ্রমিকের নদী-নালাতেও কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। রবিবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের রামঝোরা ইউনিটের সভাপতি জয়হিন্দ গোঁসাই জানালেন, গত এক মাসে রামঝোরায় ১১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের অর্ধেক মারা গিয়েছেন ভিনরাজ্যে। ওই বাগানের কর্মী তথা বিজেপির মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি কৈলাস ভট্টরাই বলেছেন, 'বাগান বন্ধ হওয়ার পর সবমিলিয়ে ৫০-৬০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।'

মৃত শ্রমিকের বাড়িতে শেষকৃত্যের প্রস্তুতি। -সংবাদচিত্র

নেপালি লাইনের বছর পঁয়ত্রিশের দীপেন সারকি কেরলে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। শুক্রবার তাঁর দেহটি বাড়ি নিয়ে আসা হয়। মৃতের কাকু জীবন কামি বললেন, 'কেউ সহযোগিতা করেনি। বাগানের লোকজন চরম আর্থিক সংকটের মধ্যেও চাঁদা তুলে দেহটি বাড়ি নিয়ে এসেছেন।' ওই এলাকাতেই বাড়ি ধূর্বা ছেত্রীর। কয়েকদিন ধরে ভুগছিলেন ওই শ্রমিক। শেষমুহূর্তে একটা অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ পাঠিয়েও লাভ হয়নি। তৃণমূল নেতা জয়হিন্দের দাবি, 'উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবেই ওই শ্রমিকের মৃত্যু হল।'

চলতি মাসেই যোগী লাইনের বুড়ন গোঁসাই কোয়েম্বাটুরে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। খাপড়া লাইনের রাজেশ মুন্ডাও কেরলে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। টপ লাইনের বাসিন্দা রাজেশ মুন্ডা নামে আরেক শ্রমিক ভুটানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনায় দুটি পা ভেঙে যাওয়ায় তিনি বর্তমানে বাড়িতে শয্যাশায়ী। বাগান বন্ধ হওয়ার পর ফগেন গোঁসাই কাজ করতে গিয়েছিলেন দিল্লি। ফিরেছিলেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে। এখন তিনি নিখোঁজ।

২০০২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বন্ধ ছিল রামঝোরা। তখন মৃত্যু হয় অনেক শ্রমিকের। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে ফের অচল হয় বাগানটি। খোলে ওই বছরের মে মাসে। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস অচল হয়ে খোলে মে মাসে। ২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারি নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণ দেখিয়ে ফের বাগান ছাড়ে মালিকপক্ষ। কাজ শুরু হয় ২৮ জানুয়ারি। ওই বছরের ২৮ নভেম্বর থেকে মালিক-শ্রমিক বিবাদে ফের অচলাবস্থা শুরু হয় রামঝোরায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ওই বছরের ৭ ডিসেম্বর। ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ফের বন্ধ রামঝোরা।

তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা নবীন শর্মা বলছেন, 'মৃতদের নামের তালিকা লম্বা হচ্ছে। অথচ বাগানে এখন সাংসদ, বিধায়কদের দেখা নেই।' অবশ্য সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'মাঝে মাঝেই রামঝোরা চা বাগানে যাই। শ্রমিকদের নিয়ে কিছুদিন আগে জেলা শাসকের অফিসে গিয়েছি। তবে বন্ধ বাগান খোলা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।' আর মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর বক্তব্য, 'পরপর মৃত্যুর খবর জানি না। খোঁজ নিচ্ছি।'

আমরা-ওরা

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ির মেয়র তথা কলেজের ওই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক গৌতম দেব এসব অভিযোগ পাত্তা দিতেই নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'কে কী বলছে, জানা নেই। তবে কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা মিলে অনুষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে করছেন।'

বাস্তব কিন্তু অন্যরকম। ৫০০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের টিকিট শুধুমাত্র প্রাক্তন পড়ুয়ারা পাবেন বলে আগে জানানো হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, শনিবার বিকেল থেকে ওই টিকিট প্রকাশ্যে হাতে হাতে ঘুরছে। কলেজের এক অধ্যাপক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেই ফেললেন, 'আসলে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কিছু বাধা আছে। সেই কারণেই সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।'

তাঁর বড় অভিযোগ, কলেজের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মুখ হিসেবে যাঁরা সমস্তটা নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁরা কেউ আসলে অ্যালামনাই নন। সেই কারণে অনেক প্রাক্তন অধ্যাপকও আমন্ত্রণের লিস্ট থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছেন।' ডিওয়াইএফআইয়ের এখনকার দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, 'আমি কলেজের ছাত্র সংসদের এজিএস ছিলাম। আমাকে তো ডাকা হয়নি। আসলে পুরো অনুষ্ঠানটাই চালাচ্ছে তৃণমূল।'

তিনি অভিযোগ করেন, সাংবাদিক বৈঠকে দেখা যাচ্ছে, অধ্যক্ষের পেছনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতারা দাঁড়িয়ে থাকছেন। তাঁদের অনেকে আবার প্রাক্তন নেতা। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ জানালেন, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য এক তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক বিতর্ক চাইনি। শিলিগুড়ি কলেজ আমার গর্ব। বছরভর অনুষ্ঠান হল। আমন্ত্রণ পাইনি।' রবিবার ও সোমবারের অনুষ্ঠানে তাই তিনি যাবেন না।

জনারণ্য।। *বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতি। রবিবার। -পিটিআই*

হোটেলেও চেকিং

কিশনগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধ্যায় ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করেছে কিশনগঞ্জ পুলিশ। শহরের বিভিন্ন হোটেলে চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ। রবিবার পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার জানিয়েছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসে সোমবার মূল অনুষ্ঠান শহরের খাগড়ার শহিদ আসফাকউল্লা খান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন পুলিশের বিশেষ টিম ও ডগ স্কোয়াড পতাকা উত্তোলনের স্থান ও অনুষ্ঠান মঞ্চ খতিয়ে দেখে। এছাড়া যানবাহন ও হোটেলে চেকিং চলছে।

জন্মমহোৎসব

কিশনগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ শহরের সৎসঙ্গ বিহার খাগড়ায় রবিবার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মমহোৎসব উদযাপিত হয়েছে। এদিন বেদ মাঙ্গলিক ও উষাকীর্তনের মধ্যে দিয়ে উদযাপন শুরু হয়। সারাদিন ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ঠাকুরের ভাবধারা আলোচনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে আলোচিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দুপুর থেকে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রর ভক্তমণ্ডলী আনন্দ বাজারে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করেন।

ভোটার দিবস

কিশনগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জে রবিবার জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়েছে। সকালে জেলা শাসক বিশাল রাজ সবুজ পতাকা দেখিয়ে সচেতনতামূলক র‍্যালির সূচনা করেন। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে র‍্যালিটি খাগড়ার সম্রাট অশোক ভবনের উদ্দেশে রওনা দেয়। সেখানে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলা শাসক বলেন, 'ভারতের প্রজাতন্ত্রকে মজবুত বানানোর জন্য নির্বাচন এবং ভোটারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' এদিনের অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের এসআইআর-এর কাজের জন্য আধিকারিক এবং কর্মীদের পুরস্কৃত করেন জেলা শাসক।

জেনেরিকে

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের দাবি, 'হাসপাতালে প্রায় সমস্ত চিকিৎসকই জেনেরিক ওষুধ লেখেন।' এরাজ্যে জেনেরিক ওষুধের প্রচলন ২০১৫ সাল থেকে। রাজ্য সরকার প্রথমে সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে ফেয়ার প্রাইস শপ নামে জেনেরিক ওষুধ বিক্রির কাউন্টার চালু করেছে। ধাপে ধাপে এখন রাজ্যের বেশিরভাগ হাসপাতালেই এই ফেয়ার প্রাইস শপ চালু রয়েছে। এরই পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ছে। এখানেও খুব ব্র্যান্ডেড ওষুধের চেয়ে অনেক কম দামে একই উপাদানে তৈরি ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। ইদানীং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক অনুমোদিত একাধিক কোম্পানিও জেনেরিক ওষুধের আউটলেট খুলছে। শিলিগুড়ি শহরেও প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের পাশাপাশি একাধিক বেসরকারি সংস্থা জেনেরিক ওষুধের আউটলেট খুলেছে। জেনেরিক ওষুধের দাম যে অনেকটাই কম, এটাও শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই মুখে মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছে।

জেনেরিক ওষুধের দাম কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই ওষুধ বিক্রেতারা বলছেন, সব ওষুধেরই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পেটেন্টের মেয়াদ থাকে। তারপর ওই ওষুধ যে কেউ তৈরি করতে পারে। তখন ওই ওষুধ উৎপাদনে উন্নয়ন গবেষণা, ক্লিনিকাল ট্রায়াল, মার্কেটিংয়ের খরচ লাগে না। ফলে ওষুধের দাম অনেক কমে যায়। তার ওপর পেটেন্ট মেয়াদের শেষে অনেক কোম্পানি ওই ওষুধ উৎপাদনে নামে। তাতে আরও দাম কমে যায়।

তাই শিলিগুড়ি শহরে কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই জেনেরিক ওষুধের নিয়মিত ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। সুভাষপল্লির হাতি মোড় সংলগ্ন একটি জেনেরিক ওষুধের দোকানে কলেজপাড়ার বাসিন্দা সুধাংশু চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর কথায়, 'দিনে দু'বার ব্লাডপ্রেশারের ওষুধ, সকালে গ্যাসের ওষুধ এবং সকাল, বিকেল আলাদা ইনহেলার নিতে হয়। সাধারণ ওষুধের দোকানে এসব ওষুধ নিতে প্রতি মাসে ৩৫০০-৪০০০ টাকা খরচ পড়ত। এখন ছ'মাস ধরে জেনেরিক ওষুধ নিচ্ছি। সব মিলিয়ে খরচ ১০০০-১১০০ টাকায় নেমেছে। ওষুধ খেয়ে আগের মতোই ভালো আছি। তাহলে তো বলব ওষুধে কাজ হচ্ছে।'

হায়দরপাড়ার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রে গিয়ে কথা হচ্ছিল সেখানকার শ্রীমা সরণির বাসিন্দা নিত্যানন্দ পালের সঙ্গে। বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই নিত্যানন্দবাবু হাতে প্রেসক্রিপশন নিয়ে দোকানে থাকা তরুণকে দেখালেন। প্রেসক্রিপশনে থাকা সমস্ত ব্র্যান্ডেড ওষুধের কম্পোজিশন বা উপাদন কম্পিউটারে ভালোভাবে খতিয়ে দেখে ওষুধ দিচ্ছেন সেখানকার ফার্মাসিস্ট। নিত্যানন্দবাবুর বক্তব্য, 'পেনশনের টাকায় সংসার চলে। আগে ওষুধ নিতে মাসে প্রচুর টাকা খরচ হত। তাই এখন এই দোকান থেকেই নিই। এখানে ওষুধের দাম অনেক কম। কাজও হচ্ছে।'

বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক সুব্রত ঘোষের বক্তব্য, 'জেনেরিক ওষুধে মানুষের আস্থা বাড়ছে। আমাদের সদস্য কয়েকজন জেনেরিক ওষুধের দোকান করছেন। জেনেরিক ওষুধের দাম কম হওয়ায় মানুষ ওদিকে ঝুঁকছেন। স্বাভাবিকভাবে ব্র্যান্ডেড ওষুধের দোকানে ভিড় কমতে বাধ্য। আগামী ৮-১০ বছরের মধ্যে জেনেরিক ওষুধই প্রাধান্য পেয়ে যাবে।'

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাসও বলছেন, 'জেনেরিক ওষুধে নিশ্চয়ই কাজ হচ্ছে। তবে, ওষুধ কেনার সময় ভালো কোম্পানির ওষুধ কিনতে হবে।' মেডিকেলের অপর চিকিৎসক নির্মল বেরা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলেন, 'আমি একদিন জেনেরিক ওষুধের দোকানে একটা ওষুধ নিতে গিয়েছিলাম। সেখানে ওষুধের পাতার দাম ৩২ টাকা লেখা ছিল। আমাকে বলল স্যর আপনি দুই টাকা দিন।' তাঁর বক্তব্য, 'ওই দুই টাকার ওষুধে কতটা কাজ হবে? আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে সঠিক গাইডলাইন তৈরি করুক। বিভিন্ন দোকানের জেনেরিক ওষুধের গুণমান নিয়মিত খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা হোক।'

পদ্মের নির্বাচনি জমি

প্রথম পাতার পর

কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী কিংবা অন্য কিছু পাওয়া) হিসেব কষে ভোট দেন।

৬০ শতাংশই আগে থেকে ঠিক করে রাখেন কাকে ভোট দেবেন। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, ধূপগুড়ি পুর এলাকার এমন ভোটারদের মতামতেই বারবার ধাক্কা খায় বাংলার শাসকদল। ২০১৯ থেকে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ২০১৭ সালে ১৬টি ওয়ার্ডের ১২টিতে জিতে পুরসভা দখলের দু'বছরের মধ্যে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই শহরে ৫৭৮৮ ভোটে পিছিয়ে পড়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও শহরে ৩৯৮৩ লিড নিয়ে ধূপগুড়ি থেকে ৪৩৫৫ ভোটে জিতেছিলেন বিজেপির বিষ্ণুপদ রায়। তাঁর মৃত্যুর পর ২০২৩-এর উপনির্বাচনে শহরে সেই লিড হাজারের নীচে নেমে যাওয়ায় জয়ী হন তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়। কট্টর তৃণমূল সমর্থকরা স্বীকার করেন, সময় বেঁধে মহকুমার প্রতিশ্রুতি না দিলে লিড কমানো অসম্ভব ছিল। উপনির্বাচনে জয়ও আসত না।

বছর ঘুরতে সেই হিসেব আরও স্পষ্ট হয়ে যায় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও ২০২৪-এর লোকসভায় ফের শহরে বিজেপির লিড দাঁড়ায় ৬৯৩৬। শহরে মানুষের ক্ষোভের আরেক কারণ, পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিন বছরেও পুরভোট না করা। সেই পুরসভায় এখন প্রশাসক মহকুমা শাসক। তাতে নাগরিক পরিষেবা কার্যত থমকে গিয়েছে। অথচ পুর এলাকায় লিড না বাড়লে শাসকের কপালে দুঃখ অনিবার্য।

৬ ইঞ্চির স্ক্রিনে শুরু ভোটের 'খেলা'

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক একটি ভিডিও ছেড়েছেন। মারাত্মক ভাইরাল সেই ভিডিও। বিষয়- ভোট দেওয়ার আগে মনে আনুন শাসকের কু-কীর্তি। একেবারে সিনেমার কায়দায়। সরকারবিরোধী স্ক্রিপটও নিখুঁত। দু'দিনেই সেই ভিডিও দেখে ফেলেছেন প্রায় ৬২ লাখ দর্শক। ঝড়ের গতিতে রোজ বাড়ছে ভিউজ, লাইক, শেয়ারও।

তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি, বাংলার রাজনীতির দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আজ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হয়ে নেমেছে এই কদর্য কেনাবেচার খেলায়। তাদের হাতে টাকার থলি, আর উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছেন এইরকম একদল ডিজিটাল ফেরিওয়ালা। যাঁরা উপযুক্ত দাম পেলেই নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি এবং ফলোয়ারদের বিশ্বাস বিক্রি করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করছেন না।

একটা সময় ছিল যখন নির্বাচনের আগে পাড়ার মোড়ে মোড়ে জটলা হত, চায়ের দোকানে ঝড় উঠত তর্কে-বিতর্কে। দেওয়াল লিখনে ফুটে উঠত কার্টুন, ছড়া আর রাজনৈতিক শ্লেষ। সেই সবকিছুর মধ্যে একটা প্রাণের স্পর্শ ছিল, একটা মতাদর্শগত লড়াইয়ের গন্ধ ছিল। কিন্তু আজ দেওয়াল লিখনের জায়গা নিয়েছে ফেসবুকের ওয়াল, আর পাড়ার মোড়ের বক্তার জায়গা নিয়েছেন ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের তথাকথিত তারকারা।

সমস্যাটা অবশ্য মাধ্যম বদলানো নিয়ে নয়, সততা নিয়ে। যখন কোনও রাজনৈতিক দল তাদের ইস্তাহার বা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানুষের দুয়ারে যায়, তখন সেটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু যখন সেই একই দল আড়ালে মোটা টাকা দিয়ে ভাড়া করে এমন সব 'সোশ্যাল মিডিয়া স্টার'দের, যাঁদের রাজনীতির 'র' বোঝার ক্ষমতা নেই, অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের অন্ধের মতো অনুসরণ করেন, তখন সেটা আর প্রচার থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় প্রতারণা। আজ তৃণমূলের হয়ে যে ব্লগার উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে কাল হয়তো তিনিই বিজেপির হয়ে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ-এর বুলি আওড়াবেন, যদি দর একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই যে আনুগত্যের নিলাম এবং মতাদর্শের ভোল বদল- এটাই আজকের রাজনীতির সবথেকে বড় ট্র্যাজেডি।

তৃণমূল কংগ্রেসের কথাই ধরা যাক। আঞ্চলিক দল হলেও টাকার অভাব নেই। তাই তো গ্রামগঞ্জে কিংবা চা বাগানেও একেবারে কর্পোরেট ধাঁচে সভা করে বেড়ান দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসব সভার আয়োজন, খরচ দেখলে আপনার-আমার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। যাকগে সেকথা। এই যে এত বছর ধরে আইপ্যাকের মতো একটি পেশাদার সংস্থা তৃণমূলের হয়ে রণকৌশল ঠিক করছে, তার পেছনে কত খরচ হচ্ছে তা কি আমজনতা জানেন? সেই টাকার উৎসই বা কী, সেই প্রশ্নও কি কেউ করেছেন?

উত্তরটা খুব সহজ। 'না'।

মমতা বলুন বা অভিষেক, এঁরা সবাই খুব ভালো করেই জানেন, দুর্নীতি বা স্বজনপোষণ নিয়ে বিরোধী কিংবা সাধারণ মানুষের অভিযোগের জবাব যুক্তি দিয়ে দেওয়া কঠিন। তার চেয়ে অনেক সহজ হল, মানুষের মন ঘুরিয়ে দেওয়া। আর এই কাজের জন্যই প্রয়োজন ইনফ্লুয়েন্সারদের। এঁরা রাজনীতির জটিল কচকচানি বোঝেন না, কিন্তু বোঝেন কীভাবে ৩০ সেকেন্ডের রিলে সরকারের গুণগান গাইতে হয়। তৃণমূল তো ভোটের আগে আবার পুরোদস্তুর সিনেমা বানিয়ে ফেলেছে। সরকারের কোন প্রকল্পে কী সুবিধা, তা সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বিশ্বাস অ্যান্ড কোং' যাত্রাপালার একদল শিল্পী। ফলাও করে সেই সিনেমার প্রিমিয়ারও হয়েছে। দর্শক সেই সিনেমা দেখবেনও। তাঁদেরই কয়েকজন আবার হয়তো সরকারের প্রতি দরদি হয়ে ঘাসফুলে ছাপও দিয়ে ফেলবেন।

গেরুয়া শিবিরই বা কম যায় কীসে! ক'দিন আগে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন মোহন ভাগবত। আরএসএস নিঃশব্দে ধর্মের বীজ ছড়িয়ে দেয় সেকথা সকলেরই জানা। সেই সংঘই কিন্তু এবার অন্য পন্থা নিয়েছে। ভাগবতের ওই সভায় ডাক পেয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের বহু ইনফ্লুয়েন্সার, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, আইনজীবী। মোহন-মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তাঁদের অনেকেই এখন গেরুয়া রং মাখছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনই এক পরিচিত ইনফ্লুয়েন্সার, যিনি ওই সভায় ছিলেন তিনিও সম্প্রতি রাষ্ট্র ও গেরুয়া স্বার্থে নানা ভিডিও বানাতে শুরু করেছেন।

রাজনীতিতে অর্থের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। কিন্তু আগে সেই অর্থ ব্যবহার হত পেশিশক্তি বা বুথ দখলের কাজে। আর এখন সেই অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে মগজ দখলের কাজে। ইনফ্লুয়েন্সারদের কেনা মানে তাঁদের অনুগামীদের মগজকে লিজ নেওয়া। এক অদ্ভুত হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্প যেন মঞ্চস্থ হচ্ছে বাংলায়। বাঁশিওয়ালারা বাঁশি বাজাচ্ছে (পড়ুন কনটেন্ট বানাচ্ছে), আর লক্ষ লক্ষ ইঁদুররূপী জনতা (পড়ুন ভোটার) মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাদের পেছনে ছুটছে। ইনফ্লুয়েন্সারদের কাছে এটা শুধুই একটা প্রোজেক্ট।

এখানে সবথেকে বড় হয়ে উঠছে নৈতিকতার প্রশ্ন। একজন ইনফ্লুয়েন্সারের কি কোনও দায়বদ্ধতা নেই? সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের কি কোনও কর্তব্য নেই? টাকার বিনিময়ে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এই যে প্রতিযোগিতা, তা কি সাংবাদিকতার বা জনমত গঠনের কফিনে শেষ পেরেক নয়? অবশ্য, যে সমাজে সবকিছুই পণ্য, সেখানে মতামতও যে পণ্য হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

তবুও, বাংলার ভোটকে কেন্দ্র করে ইনফ্লুয়েন্সার কেনার এই যে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তা গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। এটা রাজনীতির দেউলিয়াপনাকেই প্রকট করে। যখন কোনও দলের কাছে নিজস্ব কর্মী-সমর্থকদের দিয়ে প্রচার চালানোর মতো বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না, তখনই তাদের ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারস্থ হতে হয়। আজ তৃণমূল এবং বিজেপি একে অপরকে টেক্কা দিতে গিয়ে যে সংস্কৃতি আমদানি করছে, তা ভবিষ্যতে বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। কারণ, টাকা দিয়ে কেনা আনুগত্যের মেয়াদ ততক্ষণই, যতক্ষণ পকেট ভারী থাকে। কাল অন্য কেউ বেশি দাম দিলে এই ইনফ্লুয়েন্সাররাই ডিগবাজি খাবেন।

সবশেষে যেটা বলার সেটা হল, বল কিন্তু সাধারণ ভোটারের কোর্টেই। তাঁদেরই ঠিক করতে হবে, তাঁরা কি কোনও কনটেন্ট ক্রিয়েটরের কথায় রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন, নাকি নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। ভার্চুয়াল জগতের এই মায়াজাল ছিঁড়ে বাস্তবের মাটিতে পা না রাখলে কিন্তু সমূহ বিপদ।

মাথায় রাখতে হবে, ভোট আপনার নিজস্ব অধিকার। তাই রাজনীতির এই 'খেলা'য় দর্শক হয়ে হাততালি না দিয়ে, এবার একটু সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। কারণ, খেলাটা যারা খেলছে তারা রাজনীতির ব্যবসায়ী, আর বাজিটা ধরা আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

টিকিট কাটার সহযোগী

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জানুয়ারি : অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন আগেই বসিয়েছিল রেলমন্ত্রক। এবার নিউ আলিপুরদুয়ার এবং ফকিরাগ্রাম স্টেশনে সেই টিকিট ভেন্ডিং মেশিন থেকে টিকিট কেটে দেওয়ার জন্য সহায়তাকারী নিয়োগ করা হয়েছে। সেই রেলকর্মীরা যাত্রীদের সহযোগিতা করবেন।

নভেম্বর মাসে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে দুটি অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বসিয়েছিল রেলমন্ত্রক। এই টিকিট ভেন্ডিং মেশিনে প্ল্যাটফর্ম টিকিট সহ ট্রেনের টিকিট কাটা যায়। টিকিট কাটার দুই ঘণ্টা পর পর্যন্ত সেই টিকিটের মেয়াদ থাকে। কিউআর কোড ব্যবহার করে টিকিটের দাম দিতে হয়। এতদিন যাত্রীদের নিজেদেরই সেই টিকিট কাটতে হত। আর টিকিট কাটতে গিয়ে অনেকেই কী করণীয় তা বুঝতে পারতেন না। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার স্বল্পশিক্ষিত বা বিশেষভাবে সক্ষম সেই মেশিন থেকে টিকিট কাটতে সমস্যা হত। এবার সেই সমস্যা দূর হবে বলে মনে করছে রেল। সেই যন্ত্রের পাশে একজন করে রেলকর্মী সর্বদা মোতায়েন থাকবেন।

কৃতীকে পদ্ম সম্মান

প্রথম পাতার পর

মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'তরুণ তীর্থ' নাট্যদল গড়ে তোলেন তিনি।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার পাশাপাশি পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যমঞ্চে সক্রিয় যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ত্রিতীর্থ' নাট্যদল। এই দলের হাত ধরেই 'জল', 'তিন বিজ্ঞানী', 'গ্যালিলিও', 'দেবাংশী' সহ সাতটি নাটক পরিচালনা দেন। জরুরি অবস্থায় তাঁর নির্দেশিত 'শিশুপাল' নাটক সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

পদ্মশ্রী সম্মানে মনোনীত মহেন্দ্রনাথ বড় হয়েছেন কোচবিহারের সীমান্ত এলাকা হলদিবাড়ির ভোলারহাট গ্রামে কাঁচা রাস্তা, ধানখেত ও নোনা হাওয়ায়। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পর সংসারের হাল ধরতে মায়ের সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হয়েছিল। অভাবের সংসারেই পড়াশোনার আলো জ্বেলে রাখেন মহেন্দ্রনাথ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন জাতীয় মেধা বৃত্তি পাওয়ায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মিলেছিল।

অন্যদিকে, উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র গম্ভীর সিং ইয়নজন পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান (পার্বত্য জোন) হিসাবেও কাজ করেছেন। তাঁর আগে কালিম্পং থেকে ২০০৭ সালে সোনম ছিরিং লেপচা এবং ২০২২ সালে কাজি সিং পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন।

সাহিত্যে পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত অশোকের বাড়ি মালদা শহরে ঝলঝলিয়ার বিধানপল্লিতে। টিভির পর্দায় রবিবার সকাল থেকে চোখ রেখেছিলেন তিনি। কারণ, পদ্মশ্রীর জন্য অশোকের স্ত্রী ইলা হালদার ও তাঁর ছেলেরা আবেদন করেছিলেন বলে তাঁর দাবি। রেলের ক্লার্ক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে পদোন্নতি হয়ে রেলের গার্ড হন।

(তথ্য সংগ্রহ : শুভঙ্কর চক্রবর্তী, রণজিৎ ঘোষ, পঙ্কজ মহন্ত ও হরষিত সিংহ)

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

সুর আর স্মৃতির মেলবন্ধন কলেজ মাঠে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : পুরোনো ক্লাসরুম, বারান্দায় বন্ধুদের সঙ্গে সেই আড্ডা আর প্রিয় শিক্ষকদের কড়া শাসন— সব যেন এক লহমায় ফিরে এল শিলিগুড়ি কলেজের করিডরে। উপলক্ষ্য, কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠান। বিতর্ককে সঙ্গী করেই রবিবারের আয়োজন হয়ে উঠল আবেগ ও উৎসবের এক অনন্য কোলাজ। সকালের ঘাম ঝরানো ম্যারাথন থেকে রাতের সুরের মায়াজাল, সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি কলেজ যেন এক টুকরো নস্টালজিয়ায় ডুবে রইল।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কলেজের প্রাক্তনীরা। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা রংবেরঙের শাড়ি ও পাঞ্জাবিতে সেজে সিনিয়ারদের বরণ করে নেন। প্রকাশিত হয় বিশেষ স্মারকগ্রন্থ। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ থেকেই উঠে আসা পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায় নিজের ছাত্রজীবন মনে করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ১৯৬৭ সালের বাংলা অনার্সের এই ছাত্রকে এদিন সংবর্ধিত করা হয়।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ বলেন, ‘গ্রাম থেকে যখন কলেজে পড়তে আসতাম, তখন মনের ভেতর চাপা ভয় থাকত। আর শিক্ষকদের খুবই ভয় পেতাম। ডঃ বিমলেন্দু দাম, হরেন ঘোষের মতো অধ্যাপকদের পড়ানোর সেই স্মৃতি এখনও চোখে ভাসে। কলেজের চারিপাশ তখন ফাঁকা ফাঁকা ছিল।’

নস্টালজিয়ার একই সুর শোনা গেল ১৯৮৯ ব্যাচের প্রাক্তনী তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অর্ণব সেনের গলায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অর্ণব ১৯৮৯ সালের ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, ‘শিলিগুড়ি কলেজে নাকি পড়াশোনা হয় না, এমন কথা আমাদের সময় চাউর ছিল। কিন্তু যখন ক্লাস করা শুরু করলাম, তখন বুঝতে পারলাম সবই গুজব। কলেজের গ্রন্থাগারে বেশি সময় কাটাতাম। গ্রন্থাগারে বিদেশ থেকেও যে বইপত্র আসত সেগুলি পড়তাম। তাছাড়া খেলাধুলো তো হতই।’ এদিন ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হয় ২১ কিলোমিটারের দৌড় প্রতিযোগিতা। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে গিয়ে এই দৌড় শেষ হয়। পুরুষ বিভাগে প্রথম হন অমিত সিং ভোরা। নজর কেড়েছে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন খুদেদের ১০০ মিটার দৌড় এবং সচেতনতামূলক ড্রিম রান। সেখানে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দৌড়ে অংশ নেয়।

সকালটা দৌড়ঝাঁপে কাটলেও সন্ধ্যাটা ছিল মাটির গানের টানে। বাংলা ব্যান্ড ফকিরার লোকসংগীতে মেতে ওঠে গোটা চত্বর। ড্রাম আর গিটারের তালে যখন ‘হরে কৃষ্ণ’ বা ‘আর আসা হবে না’ বেজে উঠল, তখন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে সেই সুরে গা ভাসালেন। সোমবার এই উৎসবের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটবে। সেখানে মঞ্চ মাতাবেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা পলক মুচ্ছল।

শিলিগুড়ি কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসর মাতাচ্ছেন ফকিরা ব্যান্ডের শিল্পীরা। রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

‘দখলদার’দের কথা ও কাহিনী

ফুটপাথনামা

ওঁরা ফুটপাথে দোকান দেন। হেঁটে চলার রাস্তার কিছুটা অংশে জামাকাপড়, জুতো, ব্যাগ, ফুল সাজিয়ে বসে যান ব্যবসায়। তাই ওঁদের কপালে জুটেছে ‘দখলদার’ তকমা। পুলিশ-প্রশাসন উঠিয়ে দিলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যান তাঁরা। কখনও তিনদিন, কখনও ১৫ দিনও কোনও খবর থাকে না তাঁদের। তবে পরিস্থিতি থিতু হলেই আবার গুটিগুটি পায়ে এসে বসে পড়েন পুরোনো ঠিকানায়। এই ফুটপাথ তাঁদের কারও ১৫ বছর, আবার কারও ৩০ বছরের ঠিকানা। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

লক্ষ্মণের গণ্ডি

আট বছর আগে জীবনটা অন্যরকম ছিল প্রমোদনগরের লক্ষ্মণ রায়ের। বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগানোর কাজ করতেন তিনি। বছর নয়েক আগে একটি উঁচু জায়গায় হোর্ডিং লাগাতে গিয়ে পড়ে যান। পা ভেঙে যায় তাঁর। পায়ের চিকিৎসা হয়। তবে উঁচুতে উঠে হোর্ডিং লাগানোর কাজটা আর করতে পারলেন না তিনি। বেশিক্ষণ চলাফেরা করলে পায়ে ব্যথা হয়। তাই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে লটারির টিকিট বিক্রির দোকান দিলেন। আটটা বছর ধরে একটানা এই কাজ করে আসছেন। এক ছেলে সদ্য কলেজ শেষ করল, অন্য ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করল। সংসারের এত খরচ জোগানোর ভরসা এই একমাত্র দোকানটি। তিনি বলছিলেন, যখন পুলিশ-প্রশাসন তুলে দেয় আমাদের তখন খুব সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আমি তো দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করতে পারি না। সবাই বলে রাস্তা দখল করে দোকান করছি। এটা শুনতে আমারও ভালো লাগে না। প্রশাসন আমাদের একটু সুনজরে দেখে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিলে সত্যিই উপকার হয়। সংসারে এখন অনেক চাপ। তবে ছেলেমেয়েরা কখনও কিছু দাবি করে না। প্রতিদিন ২০০-৪০০ টাকা যা কামাই হয় তা দিয়ে সংসার চলে।

করণের কাপড়

দাদার পর ভাই করণ ভৌমিক হিলকার্ট রোডে জামাকাপড়ের পসরা নিয়ে বসছেন বছর ৩০ ধরে। মাঝেমধ্যেই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযান চলে পুলিশ প্রশাসনের। কিছুদিন আগেই ১০-১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সেই সময়টা খুব সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। বাড়িতে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালানো অসুবিধা হয়ে যাচ্ছিল। সে সময় মায়ের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাকে চিকিৎসক দেখানো, ওষুধ কিনে দেওয়া খরচ, ছেলেমেয়েদের টিউশনের টাকা, সংসার সামলাতে ঋণও নিতে হয়েছিল। করণের কথায়, ‘আমাদের তো স্থায়ী কোনও দোকান নেই, তাই পুলিশ-প্রশাসন যা বলবে মেনে নিতে হবে। তবুও যদি একটা ব্যবস্থা হত...।’ এরপর আর কিছু বললেন না তিনি।

হিলকার্ট রোডে ফুটপাথে ব্যবসার তিন ছবি। সঞ্জীব সূত্রধরের ক্যামেরায়।

গৌরের শীতগাথা

সাইকেল নিয়ে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে হিলকার্ট রোডে এসে রবিবার করে জামাকাপড়ের দোকান দেন গৌর অধিকারী। সপ্তাহের অন্যদিন উলটোদিকের বড় দোকান খোলা থাকে। তাই সেই দিনগুলোতে তাঁর ফুটপাথে জামাকাপড়ের দোকান নিয়ে বসার অনুমতি নেই। তাই সপ্তাহের অন্যান্য দিন সাইকেল চালিয়ে কাজ খুঁজে বেড়ান। যেদিন যেমন কাজ জোটে সেদিন সেটা করেন। তবে প্রতিদিন ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে না। আর রবিবার এই দোকানটা বাঁধাধরা তাঁর। ২০টা বছর এভাবেই চলে গিয়েছে। এদিন একটু মন খারাপ করেই বলছিলেন, ‘শীতের জামাকাপড় তুলেছিলাম কিন্তু শীত তো পড়লই না তেমন। যেসব পোশাক তুলেছিলাম এখনও সেগুলোই বিক্রি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।’

তারার উচাটন

শান্তিনগরে ভাড়াবাড়িতে থাকেন তারা সরকার। সকাল ১০টা বাজতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। মশারি, চাদর নিয়ে কোর্ট মোড়ে পসরা সাজিয়ে বসেন। পুলিশ উঠিয়ে দিলে সব নিয়ে পালান। ক’টাদিন বাড়িতে বিশ্রাম নেন। দুই ছেলে দুটি কোম্পানিতে কাজ করে। চারজনের সংসার সেই সময় কোনওমতে চলেই যায়। বললেন, ‘দোকান উঠিয়ে দিলে দু’-চারদিন বিশ্রাম নিই বাড়িতে। তারপর আবার পরিস্থিতি বুঝে চলে আসি।’

তারা বলছিলেন, ‘ছেলেরা তো কাজ করতে বারণ করে দিয়েছে তবে আমি আমার ৩৫ বছরের পেশা ছেড়ে দিই কী করে। দু’দিন বাড়িতে বসলেই মন উচাটন করে। আসলে আমরা কাজের মানুষ কি না, তাই ঘরে থাকতে পারি না। স্থায়ী দোকান নেই আর দোকান তৈরি করা সম্ভবও নয়। তাই এখানেই বসি। এখনও ছেলেদের বিয়ে দেওয়া বাকি, ঘরে স্ত্রী রয়েছে। ভবিষ্যতের চিন্তা তো রয়েছেই।’

> গ্রাম থেকে যখন কলেজে পড়তে আসতাম, তখন মনের ভেতর চাপা ভয় থাকত। ডঃ বিমলেন্দু দাম, হরেন ঘোষের মতো অধ্যাপকদের পড়ানোর সেই স্মৃতি এখনও চোখে ভাসে।
>
> নগেন্দ্রনাথ রায়
> *পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক*

রাস্তায় নিরাপত্তায় নজর ‘সিম্বা’র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : সকাল থেকেই শহরের রাস্তায় ঘুরল স্নিফার ডগ ‘সিম্বা’। কখনও গাড়ি করে সে ছুটল বিধান মার্কেট, কখনও আবার ঘুরে ঘুরে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালাল সেবক রোডের মলে। একদিকে যখন ‘সিম্বা’ সকাল থেকেই ব্যস্ত থাকল নজরদারিতে, সেসময়ে পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা নজর রাখলেন বিভিন্ন হোটেলের রেজিস্টারে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে শিলিগুড়ি শহরকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হল।

শহরে বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশন রয়েছে। এছাড়া রয়েছে আইওসি। গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাগুলোতে বিশেষ নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এছাড়া রাত বাড়তেই শহরের এন্ট্রি পয়েন্টগুলোতে নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, ‘আমরা সবদিকেই নজরদারি রাখছি। তবে এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও ইনপুট পাওয়া যায়নি।’

গত কয়েকমাস ধরে একাধিক বহিরাগত গ্যাংয়ের দাপট দেখেছেন শহরবাসী। পরিকল্পনামাফিক অপারেশন চালিয়ে পগারপারও হয়েছে সেইসব দুষ্কৃতী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহিরাগত কয়েকজন দুষ্কৃতী পাকড়াও হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের এখনও পর্যন্ত হদিস পায়নি পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে নতুন করে বহিরাগত কোনও গ্যাং যাতে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটাতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রেখেছে পুলিশ।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হোটেলে কারা উঠেছে? কেন উঠেছে? সে সংক্রান্ত তথ্য নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। প্রতিটি থানাকেই এব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন সকাল থেকেই সেব্যাপারে সক্রিয়তা নজরে পড়েছে থানাগুলোর। ছোট-বড় প্রতিটি হোটেলে গিয়ে রেজিস্টার পরীক্ষা করা হয়েছে। হোটেলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। এর আগেও বহিরাগত গ্যাংয়ের বিভিন্ন অপারেশনের ঘটনায় হোটেলের যোগ পাওয়া গিয়েছিল। পাশাপাশি কারা শহরে ঢুকছে, সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে নাকা চেকিং করা হচ্ছে। শহরে ঢোকা প্রতিটি গাড়ির নম্বর সেখানে লেখা হচ্ছে। এর মধ্যেই সকাল থেকে জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নেমেছে স্নিফার ডগ ‘সিম্বা’। অন্যদিকে, প্রতি বছরের মতো এবারেও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনারেট মাঠে বিশেষ কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছে। ডিসিপি (ইস্ট) বলেন, ‘প্রতিটি থানার সাদা পোশাকের পুলিশও সবদিকে নজরদারি চালাচ্ছে।’

নাকা চেকিংয়ে পুলিশ কুকুর সিম্বা। রবিবার।

> প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য সতর্কতা হিসেবে আমরা সবদিকেই নজরদারি রাখছি। তবে এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও ইনপুট পাওয়া যায়নি।
>
> রাকেশ সিং *ডিসিপি (ইস্ট)*
> *শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

শান্তিনগরে গয়নার ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : সোনার অলংকার ভর্তি ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা শান্তিনগর বৌবাজারে। রবিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়েন সোনার দোকানের মালিক লক্ষ্মণ দেবনাথ। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে যাবতীয় সোনার গয়না ব্যাগে ভরে নিয়ে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় একটি নম্বরবিহীন বাইক নিয়ে দুই দুষ্কৃতী আসে। বাইকের পেছনে বসে থাকা এক দুষ্কৃতী ওই ব্যবসায়ীর ব্যাগ ধরে টান দেয়। যার জেরে ব্যবসায়ী বাইক থেকে পড়ে যান। কিন্তু ব্যাগ ছিনতাই করা তো দূর, দুই দুষ্কৃতীও বাইক নিয়ে পড়ে যায়। যদিও মুহূর্তের মধ্যে উঠে বাইক নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তারা। বিষয়টি জানতে পেরে আশপাশের ব্যবসায়ীর ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় আশিঘর ফাঁড়িতে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। লক্ষ্মণ বলেন, ‘এমন ঘটনা ঘটবে কল্পনাও করতে পারিনি। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।’ শান্তিনগর বৌবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুজয় দেবনাথ বলেন, গোটা বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।

একাধিক সুবিধা ‘অমিত অলিম্পিয়া’য়

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : একাধিক সুবিধা নিয়ে শিলিগুড়িতে আসতে চলেছে দ্বারিকা গ্রুপের নতুন প্রোজেক্ট ‘অমিত অলিম্পিয়া’। জানালেন সংস্থার ডিরেক্টর অজিতকুমার আগরওয়াল, নরেশকুমার আগরওয়াল, দীপককুমার আগরওয়াল এবং মৃণাল আগরওয়াল। সেবক রোডের ওপর প্ল্যানেট মলের পাশে গড়ে উঠবে এই বাণিজ্যিক ভবন।

শহর শিলিগুড়িতে শপিং মলের ধারণা নতুন নয়। তবে অধিকাংশ মলে গাড়ি পার্কিংয়ের যথাযথ পরিকাঠামো নেই। এমনকি, দোকানের জায়গাও কম থাকে। এই দুই সমস্যাকেই কাটিয়ে উন্নত পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দেয় অমিত অলিম্পিয়া। অন্তত ৩০০ গাড়ির জন্য উন্নত পার্কিং ব্যবস্থা, ২২ ফুট উঁচু একেকটি দোকান থাকবে এই মলে। এছাড়া ৯ তলা এই মলে থাকবে ৩০ ফুট চওড়া অ্যাকসেস রোড, ৯টি লিফট, ২টি এসকালেটার এবং সাতটি সিঁড়ি। ঝাঁ চকচকে শোরুম ছাড়াও ব্যবস্থা থাকবে অফিস, কিডজ জোন, ক্যাফে, স্পা, রেস্তোরাঁ, স্যালনের। ব্যবসায়ীরা পাবেন আকর্ষণীয় মূল্যে জায়গা কেনার সুযোগ।

Need Hearing Aid?

North Bengal Hearing Aid Center
Opp. Bidhan Market Auto Stand, Siliguri
85094 54426

আইন উড়িয়ে রমরমা ক্যারিব্যাগের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : আইন আছে বটে। কিন্তু নজরদারির অভাবে তা শিকেয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শিলিগুড়ি শহরের বাজারগুলোতে রমরমিয়ে নিষিদ্ধ পলিব্যাগের ব্যবহার চলছে। বর্তমানে বিক্রেতারা কোনও রকম রাখঢাক না করেই সরাসরি ক্রেতাদের হাতে পলিব্যাগ তুলে দিচ্ছেন। ক্রেতাদের মধ্যেও জরিমানা দেওয়ার কোনও ভয় কাজ করছে না। এমনকি শহরের অনেক বাসিন্দাই জানেন না যে পলিব্যাগ ব্যবহার এখানে আইনত দণ্ডনীয়। বাজারগুলোর বর্তমান চিত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারির ব্যাপক অভাব রয়েছে। অথচ শহরের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে এখানে পলিব্যাগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান, নির্দিষ্ট মাইক্রনের পলিব্যাগ শহরে ব্যবহার করা যাবে না এবং এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তবে বাজারের বাস্তব চিত্র যে ভিন্ন, তা শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক খোকন ভট্টাচার্য স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানান, কয়েক মাস আগে বাজারে পলিব্যাগ ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক বিক্রেতা বিশেষ করে ফুটপাথের দোকানদাররা গোপনে কালো রঙের পলিব্যাগ রাখছেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে পুনরায় সবাইকে সচেতন করা হবে।

শহরকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে একসময় পুরনিগম ও প্রশাসন যৌথভাবে কাজ শুরু করেছিল। মেয়র গৌতম দেব পরিবেশপ্রেমী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। এমনকি রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্যকেও এই সচেতনতা অভিযানে শামিল হতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এত কিছুর পরেও শহরের নিকাশিনালা বা বাজারের চিত্র বদলায়নি। পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর মতে, প্রশাসনিক নজরদারির অভাবেই খোলাবাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার করছেন, অথচ দেখার কেউ নেই।

সেবক রোডের উধম সিং সরণি, ফুলেশ্বরী রেলগেট, গেটবাজার, মহাবীরস্থান ফলবাজার ও শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের নর্দমাগুলোতে পলিব্যাগের স্তূপ এর প্রমাণ। ফুলেশ্বরীর এক সবজি বিক্রেতা জানান, ক্রেতারা চাইলে তাঁরা পলিব্যাগ দিতে বাধ্য হন। প্রধাননগরের বাসিন্দা আয়েশা খাতুন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন যে শহরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ কি না। শান্তিনগরের মণি চৌধুরী বা শক্তিগড়ের সৌরভ গুহ রায় জানান, বাজারে ব্যাগ না নিয়ে গেলেও কোনও অসুবিধা হয় না কারণ বিক্রেতারাই পলিব্যাগ দিয়ে দেন। চম্পাসারির তুহিন দে জরিমানার কথা জানলেও মাঝেমধ্যে ব্যাগ নিতে ভুলে যান। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা বলেন, ‘পলিব্যাগ তৈরির কারখানা বন্ধ না করলে এর ব্যবহার কমবে না। একটি কাপড়ের ব্যাগের দাম যেখানে প্রায় ৩ টাকা, সেখানে একটি পলিব্যাগ মাত্র ২০ পয়সায় পাওয়া যায়।’ এই দামের পার্থক্যের কারণেই ব্যবসায়ীরা পলিব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছেন বলে তাঁর মত।

বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে লুকোচুরি দুই প্রতিবেশীর

সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে না, ঘোষণা বিসিবি-র

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : সরকারি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। গতকালই দুনিয়া জেনে গিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ। তাদের পরিবর্ত হিসেবেও স্কটল্যান্ডের নাম ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন বাংলাদেশ কুড়ির বিশ্বকাপে খেলল না? ভারতে কি সত্যিই লিটন দাসদের নিরাপত্তার সমস্যা ছিল?

প্রশ্নগুলো এখনও উঠছে। চলছে আলোচনাও। তার মধ্যেই আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রথমবার সরকারিভাবে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, বিসিবি টি২০ বিশ্বকাপে অংশ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইউনূস সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। আইসিসির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তারা আর কোনও আবেদনও করবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি।

বাংলাদেশের আইসিসি-র কড়া শাস্তির মুখে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা। বিসিবি-ও সেটা জানে। এমন অবস্থায় আজ বিসিবি-র ডিরেক্টর আমজাদ হোসেন বলেছেন, 'আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলা নিরাপদ হবে না। তাই আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছিলাম। আইসিসি রাজি হয়নি। আসলে সিদ্ধান্তটা আমাদের থেকেও বেশি করে সরকারি। নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশ সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের কিছুই করার থাকে না।' মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গেও বিসিবি-র বারবার বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরও বিশ্বকাপ জট কাটেনি। বরং এখন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওপার বাংলার ক্রিকেটে, যেখানে আর যাই হোক না কেন পজিটিভ কিছু নেই। বরং রয়েছে আগামীর প্রবল অনিশ্চয়তা।

> আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলা নিরাপদ হবে না। তাই আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছিলাম। আইসিসি রাজি হয়নি। আসলে সিদ্ধান্তটা আমাদের থেকেও বেশি করে সরকারি। নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশ সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের কিছুই করার থাকে না।
> -আমজাদ হোসেন
> বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর

বিসিবি শীর্ষকর্তার কথা যে খুব একটা ভুল নয়, আজই তার প্রমাণ মিলেছে। দিন কয়েক আগে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য বহিষ্কৃত হওয়া কর্তা নাজমুল ইসলামকে তার পদে ফেরানো হয়েছে। পুরোটাই সরকারি সিদ্ধান্তে হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপ বিতর্ক ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ হওয়ার পর তাঁকে দায়িত্বে ফেরানোর সিদ্ধান্তে অবাক ওপার বাংলার ক্রিকেটমহল।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ হতেই পদ ফেরানো হল নাজমুলকে

টি২০ বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের দল ঘোষণায় প্রধান নির্বাচক আকিব জাভেদ। সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন ও অধিনায়ক সলমন আলি আঘা।

বিতর্কের মাঝেই দল ঘোষণা পাকিস্তানের

লাহোর, ২৫ জানুয়ারি : বিতর্ক চলছেই। হয়তো চলবেও। বাংলাদেশ আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের আসর থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার পর আচমকাই পাকিস্তান বনাম আইসিসি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর সেই যুদ্ধের আসরে নেমে পাকিস্তান চমকপ্রদভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের এমন মনোভাব ও তাদের বোর্ড প্রধান মহসিন নকভির মন্তব্য নিয়েও চলছে বিতর্ক। তার মধ্যে আজ দুইটি বিষয় সামনে এসেছে। এক, আইসিসি-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, বিশ্বকাপ থেকে সরে যাওয়ার হুমকির পরদিনই টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। দুই, নকভির মন্তব্য ও পাকিস্তানের বাংলাদেশ প্রীতি নিয়ে চটেছে আইসিসি। সূত্রের খবর, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার পর পাকিস্তানও শাস্তির কবলে পড়তে পারে। হতে পারে তাদের আর্থিক জরিমানাও। সঙ্গে ক্রিকেট থেকে একঘরে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ভাগ্যে কী রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ সলমন আলি আঘার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। দলে রয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমও। পাকিস্তানের দল ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই তাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে চায় কি না, এমন জল্পনার মধ্যে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে তারা কী বার্তা দিতে চাইল, তা নিয়েও চলছে জল্পনা। পাক বোর্ড এমন ঘটনা নিয়ে কতটা চাপে, জানে না দুনিয়া। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, আজ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে পাকিস্তান আইসিসির সঙ্গে নীরব সমঝোতার পথে যেতে চাইছে।

পাকিস্তান দল ঃ সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরফ, ফখর জামান, খাজা মহম্মদ নাফে, মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ সলমন মির্জা, নাসিম শা, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, শাহিন শা আফ্রিদি, শাদাব খান, উসমান তারিক।

মহম্মদ রিজওয়ান ও হ্যারিস রউফের মতো দুই সিনিয়ার, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাননি। তবে বাবর দলে রয়েছেন। রয়েছেন শাহিন শা আফ্রিদি, ফখর জামানদের মতো অভিজ্ঞরাও।

প্রয়াত বিন্দ্রা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি ইন্দরজিৎ সিং (আইএস) বিন্দ্রা রবিবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। ৮৪ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। বিন্দ্রার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন। এরপর সন্ধেবেলা নয়াদিল্লিতে নিজের বাসভবনেই মারা গিয়েছেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বোর্ডের সভাপতি ছিলেন বিন্দ্রা। আইসিসি সভাপতি জয় শা তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। বিন্দ্রাকে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের কিংবদন্তি আখ্যা দিয়েছেন। সোমবার নয়াদিল্লিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই রনজি কোয়ার্টারে বাংলা

বাংলা-৫১৯ সার্ভিসেস-১৮৬ ও ২৮৭ (ইনিংস ও ৪৬ রানে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি : ভাগ্যনির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল গতকালই। কিন্তু তারপরও বাকি ছিল কিছু নিয়মরক্ষার কাজ।

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে রবিবার সকালে এক ঘণ্টার মধ্যে সার্ভিসেসের বাকি থাকা ২ উইকেট তুলে নিয়ে বোনাস পয়েন্ট সহ ম্যাচ জিতল বাংলা। পৌঁছে গেল রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে। গ্রুপ পর্বের একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই। বাকি থাকা সেই হরিয়ানা ম্যাচ শুরু ২৯ জানুয়ারি থেকে। তার আগে ছয় ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান দখলের পরও বাংলা দলের অন্দরে আবেগ নেই। বরং রয়েছে সতর্কতা।

এমন সতর্কতার নেপথ্যে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বারবার ব্যর্থতার যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার শেষ কবে, কোথায়, কীভাবে হতে পারে, সময় তার জবাব দেবে। আজ সার্ভিসেসের শেষ ২ উইকেট তুলে নিয়ে বিপক্ষকে ২৮৭ রানে অল আউট করে রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার দিনেও রয়ে গেল অশনিসংকেত। সৌজন্যে দলের ফিল্ডিং। আজ কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের ২ উইকেট নেওয়ার পথে মোট তিনটি ক্যাচ হাতছাড়া করেছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। অধিনায়ক অভিমন্যু নিজে একটি সহজ ক্যাচ ফেলেছেন। ম্যাচ জয়ের পর বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু স্বীকার করে নিয়েছেন, দলের ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। বলেছেন, 'ম্যাচ জিতে রনজি কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলেও সার্বিকভাবে আরও উন্নতি করতে হবে আমাদের। বিশেষ করে দলের ফিল্ডিং আরও ভালো হওয়া দরকার।'

৫ উইকেট নিয়ে মহম্মদ সামি গতকালই বাংলার জয় নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন। আজ শাহবাজ আহমেদ ও আকাশ দীপরা বাকি থাকা ২ উইকেট ভাগ করে নেন। সার্ভিসেস ম্যাচ জয়ের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'পথ চলার অনেক বাকি। এই ম্যাচের ছন্দ আমাদের আগামীদিনেও ধরে রাখতে হবে।' ২৯ জানুয়ারি থেকে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচ। লাহলিতে সেই অ্যাওয়ে ম্যাচে সামিকে বিশ্রাম দিতে পারে টিম বাংলা। লাহলির বাইশ গজ তার চরিত্র হারিয়েছে বলে খবর। একসময় দেশের সবচেয়ে দ্রুতগতির মাঠের বাইশ গজে এখন স্পিনারদের শাসন দেখা যায়। তাই হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে তিন বা চার স্পিনার খেলাতে পারে বাংলা।

বিশেষভাবে সক্ষম সমর্থককে সই করা বল উপহার দিলেন মহম্মদ সামি ও বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

'ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলব ক্রিকেট'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি : কথা দিয়েছিলেন। কথা রাখলেন।

দিন কয়েক আগে কলকাতায় এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পর মহম্মদ সামি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ কল্যাণীর মাঠে সার্ভিসেসকে উড়িয়ে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার পর দিলেন সাক্ষাৎকার। তার আগে বড় দাদার মতো সার্ভিসেসের ক্রিকেটারদের ক্লাসও নিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নিজের ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতাও। সাক্ষাৎকারের শুরুতে সামি অনুরোধ করলেন গৌতম গম্ভীর নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই শর্ত উড়িয়ে জবাবও দিলেন। বলে দিলেন,

একান্ত সাক্ষাৎকারে মহম্মদ সামি

ভক্তকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন মহম্মদ সামি। রবিবার কল্যাণীতে।

আমি আমার কাজটা করে যাব। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রিকেট খেলে যাব।

ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত ৫৮ উইকেট

(হাসি) পরিসংখ্যানের হিসাব রাখার কাজটা আপনারা করুন। আমি আমার কাজটা করে যাই।

বাংলার হয়ে রনজি অভিযান

সার্ভিসেসকে হারিয়ে আজ রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছি আমরা। সামনে এখনও অনেক পথ চলার বাকি। বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি জিততে পারলে দারুণ হবে। সেই লক্ষ্যেই নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছি। বাকিটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।

স্নাতক হওয়ার পর মাধ্যমিক

(হাসি) আমি এই সব নিয়ে কিছুই বলব না। যখন ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি, নিজের সেরাটা দিয়েছি। এখন বাংলার হয়ে সেটাই করছি। স্নাতক না মাধ্যমিক, মানুষ বিচার করুক।

ফিটনেস ও সাফল্যের রহস্য

বিশ্বাস করুন আলাদা কোনও রহস্য নেই। সবসময় মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দিতে চেয়েছি। সেটাই করে যাচ্ছি এখনও। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই কাজটাই করে যাব। আর ফিটনেসের যে কথা বলছেন, সব ক্রীড়াবিদের জীবনেই চোট আসে। অস্ত্রোপচারের ধাক্কাও আসে। সেটা সামলে সামনে তাকানোই তো চ্যালেঞ্জ। আমি সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে চলেছি।

টি২০ বিশ্বকাপে ভারত

ভালো দল। নিশ্চিতভাবেই সূর্যকুমার যাদবদের সফল হওয়া উচিত।

আগামীর ব্যক্তিগত লক্ষ্য

নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই। যখনই মাঠে নামার সুযোগ আসবে, সেরাটা দেব। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। পরিশ্রম করা ও মাঠে নেমে পারফর্ম করা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি আমি।

গৌতম গম্ভীর ও অজিত আগরকার

এই প্রশ্নটার তো কথা ছিল না। প্লিজ অন্য প্রশ্ন করুন।

আসমুদ্রহিমাচল আপনার কামব্যাক নিয়ে জানতে চায়

আমি কিছু বলব না। চেষ্টা করে যাব। পরিশ্রম করব আরও। যতদিন ক্লান্তি না আসবে, ক্রিকেট খেলাটা চালিয়ে যাব। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দিন না।

আইপিএল লক্ষ্য

নির্দিষ্টভাবে কিছু ঠিক করিনি। দেখা যাক কী হয়।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

আর্সেনালকে হারিয়ে চমক ম্যান ইউয়ের

লন্ডন, ২৫ জানুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে ফার্স্ট বয় আর্সেনালকে হারিয়ে চমকে দিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। রবিবার ৩-২ গোলে জিতে ম্যান ইউ লিগ টেবিলে চার নম্বরে উঠে এসেছে। লিসান্দ্রো মার্টিনেজের আত্মঘাতী গোলে আর্সেনাল ২৯ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল। ৩৭ মিনিটে ব্রায়ান এমবিউমো সমতা ফেরান। ৫০ মিনিটে প্যাট্রিক ডোরগুর গোলে ম্যান ইউ লিড নেয়। ৮৪ মিনিটে মিকেল মেরিনো খেলায় দ্বিতীয়বার সমতা ফেরান। কিন্তু ৮৭ মিনিটে ম্যাথিউস কুনহার গোল জয় এনে দেয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে। এই হারের পর দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে আর্সেনালের পয়েন্টের ব্যবধান কমে চারে নেমে এসেছে।

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে আর্সেনালের ওপর চাপ আগেই বাড়িয়ে রেখেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তারপরও রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তাঁর দাবি, রেফারির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিটির পক্ষে ছিল না, তবুও দল সফল হয়েছে। ম্যাচে একটি পেনাল্টি না পাওয়া নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন পেপ। তাঁর কথায়, 'আমরা রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও জিতেছি। এটা সহজ নয়।' আগের ম্যাচগুলিতেও সিটির বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। তবে অভিযোগের আড়ালে কোনও অজুহাত খোঁজেননি গুয়ার্দিওলা। বরং তিনি জানান, এই মানসিকতা মরশুমে বাকি সময়ে সিটির জন্য বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

চেলসি ৩-১ গোলে জিতেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে। এস্তেভাও, জোয়াও পেদ্রো ও এনজো ফার্নান্ডেজ চেলসির হয়ে গোল করেন। প্যালেসের গোলটি ক্রিস রিচার্ডসের।

ফেডারেশন-ক্লাব মিলিত উদ্যোগে সমাধানের রাস্তা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : গত ১১ বছরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কোনও গুরুত্ব ছিল না ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলির কাছে। এই প্রথমবার ঐকমত্য-দ্বিমত যাই হোক না কেন, দুই পক্ষ একে অপরকে চিনতে শুরু করেছে।

আইএসএল শুরু হয় ২০১৪ সালে। শুরুতে দুই-এক মরশুম তবুও বিভিন্ন ভেনুতে ফেডারেশনের তরফে অপারেশনের লোকজন দেখা যেত। বা ম্যাচের আগে-পরের সাংবাদিক সম্মেলনেও এআইএফএফ-কে ধন্যবাদ জানানোর একটা প্রথা ছিল। কিন্তু ক্রমশ সেই সৌজন্য শেষ হয়ে গেল। বিশেষ করে ২০১৮ সালে সরকারিভাবে আইএসএল এক নম্বর লিগ হয়ে যাওয়ার পর এআইএফএফের কোনও অস্তিত্বই আর ছিল না আইএসএল ক্লাবগুলির কাছে। কারণ সেই সময় এদেশের ফুটবলেরই ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে ওঠে রিলায়েন্স পরিচালিত ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। এর বাইরে যে আর কোনওকিছুর অস্তিত্ব আছে, সেও মনে হত না। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল যখন এফএসডিএল লিগ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় চুক্তির ধুয়ো তুলে। ফলে এই ১১ বছরে প্রথমবার ফেডারেশন এবং আইএসএল ক্লাবগুলির মধ্যে কথাবার্তা থেকে বৈঠকের পর বৈঠক চলতে থাকে। শুরুতে এআইএফএফের সঙ্গে প্রায় সবকিছুতেই অমিল থেকে ক্রমশ কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো শুরু হল। যা শেষপর্যন্ত খেলা শুরু করার ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছে। যখন লিগ শুরু প্রায় অবাস্তব বলে মনে হয়েছে তখনই রাস্তা তৈরি হয়েছে দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বারবার বলেছেন, 'শুধুমাত্র টাকা আর নানা সমস্যার জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। ফুটবলাররা সমস্যায় পড়ছে, দর্শকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।'

অবশেষে লিগ শুধু হচ্ছেই না। এখন বলতে গেলে মিলিজুলি সরকারে (ফেডারেশন ও ক্লাব) যে কাজ হচ্ছে তা লক্ষণীয়ভাবে তারিফযোগ্য।

জয়ের হ্যাটট্রিকে খুশি সঞ্জয় সেন

সায়নের গোলে শেষ আটে বাংলা

বাংলা- ১ (সায়ন) রাজস্থান-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : জয়ের হ্যাটট্রিক। সন্তোষ ট্রফির শেষ আটে জায়গা করে নিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা।

প্রথম ম্যাচে নাগাল্যান্ডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে সন্তোষ অভিযান শুরু করে বাংলা। দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অবশ্য লড়াই করে তিন পয়েন্ট পেতে হয়েছিল। রবিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও যথেষ্ট ঘাম ঝরল রবি হাঁসদা, করণ রাইদের। তবুও জয় আটকায়নি। ৮৯ মিনিটের মাথায় সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা গোলে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে সঞ্জয় সেনের বাংলা।

ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য। রাজস্থান বেশ কিছু সুযোগ পেলেও সদা সজাগ ছিলেন বাংলার গোলরক্ষক সোমনাথ দত্ত। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেননি রাজস্থানের ফুটবলাররা। আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়িয়ে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাল বাংলাও। কিন্তু কিছুতেই ডেডলক ভাঙছিল না।

এদিন নরহরি শ্রেষ্ঠা বা সায়ন কাউকেই প্রথম একাদশে রাখেননি সঞ্জয়। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের সায়নকে নামান তিনি। সেই সায়নই অনবদ্য গোল করে বাংলাকে জয় এনে দিলেন। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচের সবকয়টিতে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে ফেলল সঞ্জয় সেনের দল। জয়ের ধারাবাহিকতায় খুশি কোচ সঞ্জয়। তবে উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে নারাজ বাংলার 'চ্যাম্পিয়ন' কোচ। রবিবার রাজস্থান বধের পর তিনি বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য খেতাব জয়। তার জন্য আরও পাঁচটা ম্যাচ খেলতে হবে। সবকটা জিততে হবে।' এবার সন্তোষে এই পর্যন্ত কোনও গোল হজম করেনি বাংলা। যা আরও স্বস্তি দিচ্ছে সঞ্জয়কে।

প্রত্যাশিত জয় মুম্বই, ঝাড়খণ্ডের

হায়দরাবাদ, ২৫ জানুয়ারি : ইনিংসে জয় হাতছাড়া। রনজি ট্রফির ম্যাচে হায়দরাবাদকে ৯ উইকেটে হারাল মুম্বই। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইনিংস ও বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতল ঝাড়খণ্ড।

ফলো অন করে ব্যাটিংয়ে নেমেও তৃতীয় দিনের শেষে মুম্বইয়ের থেকে ১২৭ রান পিছিয়ে ছিল হায়দরাবাদ। হাতে ছিল ৩ উইকেট। ৩০ রান করে উইকেটে ছিলেন চামা মিলিন্দ। এদিন আরও ৫০ রান যোগ করেন তিনি। সেইসঙ্গে নীতিন সাই যাদবের ৩২ ও মহম্মদ সিরাজের করা ৩২ রানে ভর করে ইনিংসে হারের লজ্জায় বাঁচায় হায়দরাবাদ। সবমিলিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০২ রান করে। ফলে মুম্বইয়ের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১০ রান। ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় মুম্বই। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৩০১ রানে ম্যাচ জিতল ঝাড়খণ্ড। ফলো অন নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৮৪ রানেই গুটিয়ে যায় উত্তরপ্রদেশ। একাই ৫ উইকেট নেন ঝাড়খণ্ডের সৌরভ শেখর।

রিকির দাপটে যুব ডার্বিতে জ্বলল মশাল

ইস্টবেঙ্গল-২ (রিকি-২) মোহনবাগান-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : মোহনবাগান ফুটবলারের ভক্তের হাতেই পরাজয় সবুজ-মেরুনের। রবিবার রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ২-০ গোলে হার মোহনবাগানের। ম্যাচের নায়ক ইস্টবেঙ্গলের রিকি সিং আবার বাগান তারকা সাহাল আবদুল সামাদের ভক্ত। এদিন লাল-হলুদের মণিপুরি ফুটবলারের পা থেকেই এল জোড়া গোল।

ম্যাচের আগেই দুই দল কিন্তু জোনাল পর্বের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল। এই ম্যাচটা ছিল আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে থাকার লড়াই। যে লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল বিনো জর্জের ছেলেরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও দল গোল পায়নি। উলটে ৪৫ মিনিটে রিকি সিংকে থুমসল টংসিন ফাউল করার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গল

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল পায় ইস্টবেঙ্গল। গুণরাজের ভুল ক্লিয়ারেন্স থেকে গোল করে যান ইস্টবেঙ্গলের রিকি সিং। ৮৬ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখেন ভানলালপেকা গুইতে। ফলে বাকি সময় ইস্টবেঙ্গলকে দশজনে খেলতে হয়। সেই সুযোগ মোহনবাগান কাজে লাগাতে পারেনি। উলটে ৯২ মিনিটে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান রিকি সিং।

এদিন ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন মোহনবাগান সিনিয়ার দলের কোচ সের্জিও লোবেরা। দলের পারফরমেন্স দেখে কিছুটা গম্ভীর মুখে মাঠ ছাড়লেন তিনি। ম্যাচের পর জয়ের নায়ক রিকি সিং বলেছেন, 'ডার্বি খেলতে নামার আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম গোল করব। এই ম্যাচে গোল করতে পেরে ভালো লাগছে।'

এদিকে, ডেভেলপমেন্ট লিগের অপর ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডে উঠল ডায়মন্ড হারবার এফসি।

KHOSLA ELECTRONICS
এই প্রথম বার KHOSLA নিয়ে এলো DOUBLE DISCOUNT, EMI এর ওপর DISCOUNT এবং PRODUCT এর ওপরেও DISCOUNT
KHOSLA ELECTRONICS COST TO COST OFFER
EXCLUSIVE AT KHOSLA 2 EMI OFF
প্রতিটি EMI -তে 10% ছাড়!!
Upto 80% DISCOUNT
0 DOWN PAYMENT
36 MONTHS EMI
₹500 EMI STARTS
গ্যারান্টিড পুরনো AC# –তে ₹10,000 EXCHANGE অফার
Upto ₹45,000 CASH BACK
Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER
BUY 1 GET 1 FREE
LED TV
LG SAMSUNG SONY KCA Haier LLOYD Hisense
UPTO 58% DISCOUNT
100 QLED EMI ₹ 4,545
75 QLED EMI ₹ 4,545
65 QLED EMI ₹ 3,112
55 4K UHD EMI ₹ 3,388
43 SMART LED EMI ₹ 1,633
32 LED Starting Price ₹ 8,990*
AIR CONDITIONER
DAIKIN LG VOLTAS Panasonic GENERAL BLUE STAR Haier LLOYD SAMSUNG Whirlpool Godrej IFB
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*
GURANTEED 50% DISCOUNT ON ALL BIG BRANDS
COPPER AC
1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,124
1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,333
2 Ton 3* INV EMI ₹ 2,525
REFRIGERATOR
LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR
UPTO 41% DISCOUNT
FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525
FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916
FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
187 Ltr. SD EMI ₹ 922
WASHING MACHINE
SAMSUNG LG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Panasonic Haier SIEMENS
UPTO 50% DISCOUNT
8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416
7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399
8 Kg. Semi Auto EMI ₹ 958
FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200
MOBILE FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS
iPhone
iPhone 17 Pro (256GB) ₹ 1,30,900 EMI ₹ 11,242 Cashback ₹ 4,000
Buy any apple product and get an assured gift
SAMSUNG vivo oppo realme mi
S25 Ultra (256GB) ₹ 1,11,990* EMI ₹ 9,325
V 60 (12/256GB) ₹ 40,999* EMI ₹ 2,278 Cashback ₹ 3,000
RENO 15 (8/256GB) ₹ 42,399* EMI ₹ 2,611 Cashback ₹ 4,600
16 PRO (8/256GB) ₹ 31,999* EMI ₹ 1,899 Cashback ₹ 2,000
NOTE 15 (8/256GB) ₹ 21,999* EMI ₹ 1,667 Cashback ₹ 3,000
LAPTOP FREE GAMING WIRED KEYBOARD + MOUSE worth ₹ 1,999
DELL Technologies ASUS hp
Core i3 16GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24 ₹ 44,990* EMI ₹ 3,749
Core i3 8GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24 ₹ 39,900* EMI ₹ 3,325
i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 3050A 4GB Graphics Win 11 + MSO 24 ₹ 72,900 EMI ₹ 6,083
BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC BUY 1 GET 1 FREE
COPPER AC
FREE 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999
COST PRICE ₹ 35,990 EMI ₹ 2,999 DISCOUNT 50%
BUY 240 L FF BUY 1 GET 1 FREE
FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499
COST PRICE ₹ 25,990 EMI ₹ 2,166 DISCOUNT 42%
BUY 55" QLED GOOGLE TV BUY 1 GET 1 FREE
FREE SOUND BAR worth ₹ 19,999
COST PRICE ₹ 41,990 EMI ₹ 3,499 DISCOUNT 60%
BUY 20 Ltr. MICROWAVE OVEN BUY 1 GET 1 FREE
FREE CHOPPER worth ₹ 695
COST PRICE 20 Ltr. ₹ 5,490 25 Ltr. ₹ 6,990 DISCOUNT 40%
BUY CHIMNEY BUY 1 GET 1 FREE
FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190
1400 Suc, 60 cm Auto Clean with Touch & Motion Sensor
COST PRICE ₹ 14,990 EMI ₹ 1,249 DISCOUNT 57%
BUY WATER PURIFIER RO + UV 2X BUY 1 GET 1 FREE
FREE STAINLESS STEEL BOTTLE worth ₹ 1,399
COST PRICE ₹ 13,999 EMI ₹ 1,167 DISCOUNT 55%
VOLTAS
VOLTAS · beko
CELEBRATE FREEDOM WITH Smart Upgrades
Unlock Republic Day savings on Voltas & Voltas Beko appliances
Offers valid till 31st January 2026
Fixed EMI of ₹2950 with multiple advance EMI Options for TVS Credit
Long Tenure Schemes for 18 months across all the major financiers
Low Down Payment Avail finance by paying balance in 9 months
Zero Down Payment Finance at zero down payment with 10, 8 & 6 month tenures.
Fixed EMI of ₹2888/1888/1088 with multiple advance EMI options for Bajaj on all appliances
5 years* Comprehensive Warranty Includes Gas Charging + Labor for Coil & Compressor Replacements
*T&C Apply, *Applicable on Voltas Split & Window ACs, *All Inverter ACs come with a 10 year compressor warranty
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
Easy Finance by BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES kotak
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 17 Jan - 02 Feb 2026. T&C Apply.
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
89 SHOWROOMS
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financier. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offer price under Exchange Amount, Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের সানভি বোস : তোমার মতো মিষ্টি ফুলের আগমনে আমাদের জীবন ভরে গিয়েছে অনাবিল স্বর্গীয় সুখে। আদরের সানভি সোনার সপ্তম জন্মদিনে (২৪/১/২০২৬) বাবা ও মায়ের পক্ষ থেকে ভালোবাসা ও শুভাশিস। এভাবেই সুরভিত রেখো আমাদের চিরকাল। শুভাশিস সহ - সৌরভ বোস(বাবা), রাজশ্রী সাহা(মা)। মেটেলি, জলপাইগুড়ি।

বিবাহবার্ষিকী

☺ রাজাশীষ ও অনিন্দিতা : ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ২৬তম বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে কন্যা ঐশানী চ্যাটার্জী।

বুমরাহ শোয়ের পর

অভিষেক, সূর্যের তাণ্ডব

» আগ্রাসী মেজাজে অভিষেক শর্মা।

নিউজিল্যান্ড-১৫৩/৯
ভারত-১৫৫/২ (১০ ওভারে)

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি : কেউ বলছেন ম্যাজিক। কেউ বলছেন অবিশ্বাস্য। আবার কারও মনে হচ্ছে, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের দিক থেকে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাকিদের বিশাল দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। কুড়ির বিশ্বকাপের আগে যা ভারতীয় দলের জন্য পজিটিভ দিক।

পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, স্কিল, পরিকল্পনা ঠিক থাকলে সব সম্ভব। হাতে গরম উদাহরণ হতেই পারে টিম ইন্ডিয়া। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, ততই ছন্দে ফিরছে ভারত। বাড়ছে আত্মবিশ্বাসও। কিউয়িদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই সেটা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও কিছু অনিশ্চয়তার মেঘ ছিল।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে আজ সেই মেঘের চাদর সরে গেল। টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দলের প্রথম একাদশে জোড়া বদলও করেছিলেন। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর বদলে রবি বিষ্ণোই (১৮/২)। আর অর্শদীপ সিংয়ের বদলে জসপ্রীত বুমরাহ (১৭/৩)। জোড়া বদল যে এভাবে 'চাক দে ইন্ডিয়ার' মঞ্চ গড়ে দেবে, কে আর জানত। রবি-বুমের বোলিং স্কিলে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৫৩/৯-এর বেশি করতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। রান তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই সঞ্জু স্যামসন (০) প্যাভিলিয়নে। কিন্তু সঞ্জু সাজঘরে ফেরার পর ব্যাট হাতে ঈশান কিষান (১৩ বলে ২৮) ও অভিষেক শর্মা (২০ বলে অপরাজিত ৬৮) এমন তাণ্ডব শুরু করবেন,

সিরিজ জয় ভারতের

জানত না দুনিয়া। অধিনায়ক সূর্যকুমারও (২৬ বলে অপরাজিত ৫৭) পিছিয়ে ছিলেন না। অভিষেক-স্কাইয়ের তাণ্ডবে শেষ পর্যন্ত ১০ ওভার বাকি থাকতে ১৫৫/২ করে ৮ উইকেটে অনায়াস জয় টিম ইন্ডিয়ার। সঙ্গে সিরিজও।

কথায় বলে, সকাল দেখলে বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটের জন্য এই আপ্তবাক্য কতটা সঠিক, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। বাস্তবে আজ গুয়াহাটির মাঠে দিনটা ছিল টিম ইন্ডিয়ারই। কিউয়িদের ব্যাটিং করতে পাঠানোর পর হার্দিক পান্ডিয়ার অবিশ্বাস্য ক্যাচ, বল হাতে বুমরাহর স্কিল, বিষ্ণোইয়ের ম্যাজিক- কোচ গৌতম গম্ভীর সহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে নিশ্চিতভাবেই স্বস্তি দেবে। সাফল্যের আবহে কাঁটা হিসেবে সামনে আসছে দুটি দিক। এক, বল হাতে কুলদীপ যাদবের অফ ফর্ম। বিষ্ণোই যেদিন প্রথম সুযোগেই বাজিমাত করলেন, সেদিন কুলদীপ বড্ড ম্লান। আগামীদিনে বরুণের সঙ্গে বিষ্ণোইকে খেলানোর কথা ভাবতেই পারে টিম ইন্ডিয়া। দুই, ওপেনার সঞ্জুর অফ ফর্ম। একেবারেই রানের মধ্যে নেই সঞ্জু। শেষ ম্যাচে ৭৬ রানের তাণ্ডবের পর আজও ঈশানের ব্যাটে ঝড় ওপেনার সঞ্জুর প্রথম একাদশে জায়গা নিয়ে আগামীদিনে টানাটানি শুরু করলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

সঞ্জু আগামীদিনে প্রথম একাদশে থাকবেন কিনা, সময় বলবে। তার আগে গুয়াহাটির মাঠে অভিষেক 'ম্যাজিক শো' অব্যাহত। ক্রমশ বোলারদের কাছে সাক্ষাৎ দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছেন তিনি। শুরু থেকেই এমন সব শট খেলছেন, ক্রিকেটীয় ব্যাকরণে যার ব্যাখ্যা নেই। থাকার কথাও নয়। সঙ্গে নিয়মিতভাবে রেকর্ড গড়া তাঁর কাছে রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্যাকব ডাফি, ম্যাট হেনরিরা আজ ভালোরকম টের পেলেন অভিষেক ঝড় কী বিষম বস্তু। ভারতীয় ইনিংসের প্রথম ডেলিভারিতে যখন সঞ্জু আউট হলেন। তিন নম্বরে নেমেই ঝড় তুললেন ঈশান, তখনও অভিষেক শান্ত। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন ব্যাট চালাতে শুরু করলেন, দুনিয়া স্তব্ধ হয়ে গেল। ১৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে ফের নয়া নজির গড়লেন। 'গুরু' যুবরাজের রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও আগামীদিনে যে সেই রেকর্ড অক্ষত থাকবে না, আজ বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার অভিষেক তাণ্ডবের মাঝে অধিনায়ক স্কাইকেও ভুললে চলবে না। শেষ ম্যাচে তিনি বড় রান করেছিলেন। সেই রান তাঁর আত্মবিশ্বাস কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে, আজ প্রমাণ করলেন সূর্যকুমার। ঈশান-অভিষেক-সূর্যের দাপটে পাওয়ার প্লে-তে ৯৪/২ করে ম্যাচের দখল নেওয়ার পাশে সিরিজও জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া। চলতি সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হয়তো এখন নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াল। তবে বাকি থাকা দুই ম্যাচের আগে বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখার ছন্দ ও আত্মবিশ্বাস, দুই এসে গেল ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। যার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হয়, সেটাই এখন দেখার।

১৪ রবিবার অর্ধশতরানে পৌঁছাতে অভিষেক শর্মার খেলা বল। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে যুবরাজ সিংয়ের (১২ বলে) পর ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম।

ভাঙছে নিউজিল্যান্ড। দুর্দান্ত ক্যাচ ধরা হার্দিক পান্ডিয়াকে সাবাশি জসপ্রীত বুমরাহর। গুয়াহাটিতে রবিবার।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

শেষ আটে আলকারাজ

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ। রবিবার চতুর্থ রাউন্ডে আলকারাজ ৭-৬ (৮/৬), ৬-৪, ৭-৫ গেমে পরাজিত করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলকে। পরের রাউন্ডে স্প্যানিশ তারকা মুখোমুখি হবেন অ্যালেক্স ডে মিনাউরের। পাশাপাশি এদিন জয় পেয়েছেন প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। আর্জেন্টিনার ফ্রান্সিসকো সেরুন্ডোলোকে তিনি ৬-২, ৬-৪, ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। তবে লার্নার টিয়েনের কাছে ৬-৪, ৬-০, ৬-৩ গেমে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভ।

মহিলাদের সিঙ্গলসে শীর্ষবাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা ৬-১, ৭-৬ (৭/১) গেমে মোবোকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন। প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই কোকো গফ ৬-১,৩-৬,৬-৩ গেমে ক্যারোলিনা মুচোভাকে হারিয়েছেন।

ফাইনালে হার সৌরভদের

কেপ টাউন, ২৫ জানুয়ারি : ঠোঁট আর কাপের ফারাকটা এবারও ঘোচাতে পারলেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০০৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পর রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগ – ফাইনাল মঞ্চ থেকে সৌরভকে হতাশা নিয়েই ফিরতে হল। দুই দশক আগে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে জোহানেসবার্গে নেমেছিলেন, আর এদিন ছিলেন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হিসেবে। এদিন সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ ৬ উইকেটে সৌরভদের হারিয়ে দেয়। অথচ এই ইস্টার্ন কেপকে প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছিল প্রিটোরিয়া। ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের ৫৬ বলে ১০১ রানের ইনিংসের পরও প্রিটোরিয়া ১৫৮/৭ স্কোরে থেমে যায়। ইস্টার্ন কেপ রান তাড়ায় নামার পর দ্রুত ৪ উইকেট তুলে নিয়েছিল সৌরভের দল। কিন্তু আটকে যায় ম্যাথু ব্রিৎজকে (৪৯ বলে অপরাজিত ৬৮) ও ট্রিস্টান স্টাবসের (৪১ বলে অপরাজিত ৬৩) কাছে। ইস্টার্ন কেপ ১৯.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয়।

সব চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি জসপ্রীত

৩ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস জসপ্রীত বুমরাহর।

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি : শুরুটা করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। শেষটা করলেন অভিষেক শর্মা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টানা তিন ম্যাচ জিতে টি২০ সিরিজ জয়। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের আগে দলের অন্দরে জয়ের অভ্যাস তৈরি করা।

গুয়াহাটির মাঠে বড় রানের মঞ্চ তৈরি ছিল। প্রথমে ব্যাটিং করা নিউজিল্যান্ডের রানে গতি কমিয়ে, চাপ তৈরি করে, উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা হলেন বুমরাহ। আর টিম ইন্ডিয়ার সেরা বোলারের তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে ব্যাটিং আগ্রাসন কত মায়াবী হতে পারে, দেখালেন অভিষেক। ৩৪০ স্ট্রাইক রেটে ২০ বলে অপরাজিত ৬৮ রানের ইনিংস খেলে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয় নিশ্চিত করলেন অভিষেক। দলকে জেতানোর পথে গুরু যুবরাজ সিংয়ের ১২ বলে হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড প্রায় ভেঙে দিয়েছিলেন। ম্যাচের শেষে অভিষেক বলেছেন, 'যুবিভাইয়ের রেকর্ড ভাঙা প্রায় অসম্ভব। দল আমায় ইনিংসের শুরু থেকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি শুধু সেটাই করছি। হয়তো রোজ এমন ব্যাটিং সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আমার মতো চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

অভিষেকও হতে পারতেন ম্যাচের সেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুমরাহ ম্যান অফ দ্য ম্যাচের সম্মান পেয়েছেন। পুরস্কার নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দশ বছর কাটিয়ে ফেলার পর বুমরাহ বলেছেন, 'ছোটবেলায় দেশের জার্সি পরে অন্তত একটা ম্যাচ যেন খেলতে পারি, এমন স্বপ্ন দেখতাম। অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা, আবেগ, ওঠা-পড়ার মাঝে

যুবিভাইয়ের রেকর্ড ভাঙা প্রায় অসম্ভব : অভিষেক

কীভাবে যেন দেশের হয়ে দশ বছর কাটিয়ে ফেললাম। তবে আমার জার্নিটা এখনও শেষ হয়নি।' বুমরাহ ফর্মে থাকলে কী হয়, সবাই জানে। এহেন বুমরাহ আজ তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে বলেছেন, 'হর্ষিত, হার্দিক যেভাবে শুরুটা করেছিল, সেদিকে নজর ছিল আমার। জানতাম সাদা বল বেশি সময় সুইং করে না। তাই নিজের স্কিলের উপর ভরসা রেখে বাকি কাজটা করেছি। বোলিং ওপেন করাই হোক বা ডেথ ওভারে বোলিং—দলের জন্য সব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি তৈরি।' অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও তাঁর দলের এই আগ্রাসী ক্রিকেট ব্র্যান্ড চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আজ।

পদ্মভূষণ বিজয় অমৃতরাজ

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন রোহিত-হরমন

বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার স্বীকৃতি পেলেন রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কাউর।

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান রাখার স্বীকৃতি পেতে চলেছেন রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কাউর।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে 'পদ্ম সম্মান'-এর তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এবারের পদ্মশ্রী প্রাপকের তালিকায় রোহিত ও হরমনপ্রীত।

পদ্ম সম্মান প্রাপকের তালিকা

পদ্মভূষণ
বিজয় অমৃতরাজ।

পদ্মশ্রী
রোহিত শর্মা, হরমনপ্রীত কাউর, সবিতা পুনিয়া, প্রবীণ কুমার, বলদেব সিং, কে পাজানিভেল, ভগবানদাস রায়কোয়াড় এবং প্রানিমির মেস্টভিরিসিবালি।

বিশ্ব ক্রিকেটে 'হিটম্যান' নামে পরিচিত রোহিতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০ হাজারের বেশি রান ও ৫০টি সেঞ্চুরি রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ ও ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারত। তবে টেস্ট ও টি২০ ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছে আপাতত ওডিআই-তে নিজের ক্যারিশমা দেখিয়ে চলেছেন রোহিত।

গত বছর হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ওডিআই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। শুধু নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে বিশ্বকাপ জেতানো নয়, ভারতের মহিলা দলকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন হরমন। তারই স্বীকৃতি এবার পেতে চলেছেন তিনি।

এবারের পদ্মভূষণ পুরস্কার পাচ্ছেন টেনিস কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজ। সাত ও আটের দশকে দাপিয়ে টেনিস খেলেছেন তিনি। ভারত দুইবার ডেভিস কাপের ফাইনালে তুলতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শেষ চারে ওঠার লড়াইয়ে নর্থবেঙ্গল

কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি : এক, দুই গোল নয়, স্ট্রাইকার সমস্যায় ভোগা নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি ৮-১ গোলে চূর্ণ করল এফসি মেদিনীপুরকে। একইসঙ্গে শেষ চারে ওঠার লড়াইয়েও ফিরে এসেছে নর্থবেঙ্গল। ১৩ ম্যাচ খেলে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র মতো তাদেরও সংগ্রহে ২০ পয়েন্ট। যদিও বেঙ্গল সুপার লিগের পয়েন্ট টেবিলে নর্থ ২৪ পরগনা আছে চার নম্বরে। নর্থবেঙ্গল পঞ্চম স্থানে। কল্যাণী স্টেডিয়ামে নর্থবেঙ্গল প্রথম গোল পায় ৩৮ মিনিটে। করেন অ্যান্তি। ৬ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান রৌনক। বিরতির আগেই ৩-০ করে দেন সোনম। ৬৩ মিনিটে আসে আমোসের গোল। ৭৭ মিনিটে অ্যান্তি নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৮১ ও ৮৮ মিনিটে যথাক্রমে রাজিবুল এবং ডেভিড স্কোরকার্ডে নাম তোলেন। রিকির গোলে নর্থবেঙ্গল ৮-০ এগিয়ে যাওয়ার পর মেদিনীপুর সুচন্দ্রের মাধ্যমে একটি ফেরায়।

রিয়ালকে টপকে ফের শীর্ষে বার্সা

ভ্যালেন্সিয়া, ২৫ জানুয়ারি : লা লিগায় শীর্ষস্থানে ফিরল বার্সেলোনা। ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। যদিও রবিবার রিয়াল ওভিয়েদোর বিরুদ্ধে বার্সার ৩-০ গোলে জয়ে তা পুনরায় হাতছাড়া হয়েছে। ২১ ম্যাচ খেলে বার্সেলোনা পেয়েছে ৫২ পয়েন্ট। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে তাদের থেকে ১ পয়েন্ট পিছিয়ে রিয়াল রয়েছে ২ নম্বরে। ৫২ মিনিটে বার্সাকে ড্যানি ওলমো এগিয়ে দেন। ৫৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রাফিনহা। ৭৩ মিনিটে তাদের তৃতীয় গোলটি এনে দেন লামিনে ইয়ামাল। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও গোল পায়নি রিয়াল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল রিয়ালকে ৩ পয়েন্ট এনে দেয়। তাঁর দ্বিতীয় গোলটি পেনাল্টি থেকে।

বলাকার ব্রিজে সেরা অমল-বিশ্বজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কর, কানু সাহা চৌধুরী ও সমীর পোদ্দার ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অমল বসাক-বিশ্বজিৎ পোদ্দার। ফাইনালে তাঁরা ২৩৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন মরু সূত্রধর-দেবু সাহাকে। তৃতীয় হয়েছেন শ্যামল দাস-প্রদীপ রায়। তাঁরা ১৫৩ পয়েন্টে জিতেছেন জীবন দাস-কমলেশ গুহর বিরুদ্ধে। পুরস্কার তুলে দেন কাউন্সিলর লক্ষ্মী পাল, টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি স্বপন চক্রবর্তী, বলাকা ক্লাবের সভাপতি রাজু দাস, ট্রফি ডোনার প্রদীপ কর, ক্লাব সচিব দীপ রাহা, টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর বিকাশ চৌধুরী, অভিজিৎ দত্ত, বিশ্বজিৎ পোদ্দার, অমরচন্দ্র পাল প্রমুখ।

অকশন ব্রিজে সফলদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে সাউথ পয়েন্ট দল।

চ্যাম্পিয়ন সাউথ পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিজেবলডের ৩৭ তম বর্ষের ইনক্লুসিভ স্পোর্টস মিট – মূসকানে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাওড়া সাউথ পয়েন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, জলপাইগুড়ি শাখা মোহিতনগর। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তাদের ছেলে ও মেয়েদের দল যথাক্রমে ৭৮ এবং ৭৩ পয়েন্ট পেয়েছে। দুই বিভাগেই রানার্স ট্রফি গিয়েছে জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের দখলে। পেয়েছে যথাক্রমে ৫৯ ও ৬৭ পয়েন্ট। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনরাজ সিং মান।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা এস কে নজরুল ইসলাম - কে 01.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 58K 91237 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে অতিরিক্ত শক্তি দিয়েছে। আমি কখনও এত বিশাল পুরস্কারের টাকা জেতার আশা করিনি। এটি আমার জীবনের মান উন্নত করবে এবং পরিবারের যত্ন নেওয়ার পথও সুগম করবে। ডিয়ার লটারিকে আমার ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ওপেন দাবায় প্রথম নৈয়ায়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সহযোগিতায় আয়োজিত আইআইএএস স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের দাবা প্রতিযোগিতায় ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নৈয়ায়িক বিশ্বাস। দ্বিতীয় অঙ্কিতা দাস ও তৃতীয় সৌম্যদীপ রাহা। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগে প্রথম হয়েছে ইয়েসহে ইয়েবার ভুটিয়া। দ্বিতীয় কিয়াঙ্গ পি তামাং, তৃতীয় অরিশ হালদার। পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণি বিভাগে সেরা আবির সিনহা। দেবাগ্নিক মোদক এবং অরিত্র দে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। নবম-দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন আদভিক বিশ্বকর্মা। দ্বিতীয় আয়ুষ দত্ত এবং তৃতীয় অর্ক বণিক। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ নেপাল, বিহার এবং সিকিমের মোট ১৯০ দাবাড়ু প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, আইআইএএস স্কুলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিমন্যু দে, সুদীপ ভট্টাচার্য, অসীম মণ্ডল, দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব শিবিকা মিত্তল, স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ, সারা বাংলা দাবা সংস্থার সহ সচিব বাবলু তালুকদার প্রমুখ।

ওপেন বিভাগে প্রথম পুরস্কার নিচ্ছে নৈয়ায়িক বিশ্বাস।